অমৃত-মদিরা ।

124/
182483
29-1910.

প্রেম ও পুণ্য।

BENGAL LIBRARY
3 MAY 1910
WRITERS' BUILDINGS

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

182 Ne. 910. 25.

প্রেম ও পুণ্য।

কাব্য।

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা প্রণীত।

কলিকাতা,

২১০।৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৭

মূল্য ৵০ আনা।

উপহার।

শ্রীযুক্ত কৈলাস গোবিন্দ দাসগুপ্ত এম্‌-এ।

লহ দেব! "প্রেমপুণ্য" যেমন আদরে
নিয়েছিলে "প্রীতি-পূজা" "ভাবভক্তি" সহ,
নিরজনে বসাইয়া হৃদয়-মন্দিরে
যা'দিয়ে ও পাদপদ্ম পূজি অহরহ

সেবিকা
অনুজা

ভূমিকা।

আমার কবিতা পুস্তক "ভাব ও ভক্তি" প্রকাশের পর নব্যভারত, বামাবোধিনী, আরতি, অন্তঃপুর, বাঁকুড় দর্পণ ইত্যাদি পত্রিকায় আমার যে সমস্ত কবিতা ও পত্র-গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা "প্রেম ও পুণ্য" প্রকাশ করিলাম। "প্রীতি ও পূজা" ও "ভাব ও ভক্তির" মত "প্রেম ও পুণ্য" সমালোচক মহাশয়দের প্রশংসা লাভ করিতে পারিবে কিনা, তাহা কেবল মাত্র অন্তর্যামীই অবগত আছেন

প্রেম ও পুণ্যের মধ্যে আমার কন্যা শ্রীমতী সুরুচিবালা সেনেরও গোটাকত কবিতা যথাযথ সন্নিবেশিত করিলাম

রচয়িত্রী।

সূচী।

১	কাশীর গঙ্গা	১
২	আমার কন্যা	৬
৩	ভগিনীর বিলাপ	৭
৪।	শোকোচ্ছ্বাস	১২
৫	পাহাড়ের ফুল	১৪
৬	সখি-বিয়োগ	১৫
৭	দেবনিবাস	১৯
৮	৺ কাশীধামে কোচবিহারের মহারাজের কালীবাড়ী	২১
৯	গৌরীকুণ্ড	২৪
১০।	অন্ধের উক্তি	২৫
১১।	ফল্গুনদী	২৬
১২	মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে	২৯
১৩	রূপ	৩৪
১৪	চলিনু	৩৪
১৫	মহারাজ সূর্য্যকান্ত	৩৫
১৬।	বাসনা বকুল	৩৮
১৭	বঙ্গ বন্দনা	৩৯
১৮।	মহালক্ষ্মী	৪০
১৯	৺ কাশীধামে দেবদেবী	৫০
২০	শরৎ সেফালী	৫৭
২১	দুর্গাবাড়ীর পথে ৺ মেনকার বাড়ী ...	৫৮
২২	ছোট বস্তু	৫৯
২৩।	মহান ঈশ্বর	৬০
২৪	বালকের উক্তি	৬২

২৫	বরষার ফুল	...	...	৬৪
২৬	চন্দ্র	...	...	৬৫
২৭	কালের খেলা	...	...	৬৬
২৮	পিতাপুত্রে	...	...	৭৮
২৯	কাকাত্মারা	...	...	৮১
৩০	দার্জ্জিলিং	..	...	৮৩
৩১	পেনসি ফুল	...	...	৮৪
৩২	বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত	...	...	৮৬
৩৩	জেগেছে	...	...	৮৯
৩৪	ভাঁটির ফুল	...	...	৯০
৩৫	অপরাজিতা	...	...	৯০
৩৬	ভারতের দুরবস্থা	...	...	১০০
৩৭	স্তব	...	...	১০১
৩৮	কালীপদ	...	...	১০১
৩৯	'ভাইরে অতুল"	...	..	১০২
৪০	বরষা সন্ধ্যামালতী	...	...	১০৪
৪১	প্রতিমল	...	...	১০৫
৪২	পর্মা দিদি	...	..	১১০
৪৩	কাশীগঙ্গা	...	...	১১১
৪৪	হরি দাদা	..	...	১১২
৪৫	ত্রিপুরাসুন্দরী গুপ্তা	...	...	১১৷৷৵
৪৬।	শ্রীমতী চন্দ্রমাসুন্দরী সেনগুপ্তা মহাশয়াকে লক্ষ্য করিয়া	...	...	১১৪
৪৭	হর প্রিয় মা	...	...	১১৬
৪৮	কাশীতে অন্নপূর্ণা	...	...	১১৭
৪৯	গোবিন্দনাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যু		...	১১৮
৫০	ঠাকুর কাকা	...	...	১২০
৫১।	কবিরাজ শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বর্গগতা মাতা		...	১২০

৫২	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা	...	১২১
৫৩।	সদ্দৃষ্টান্ত	... ...	১২৪
৫৪।	জনক জননী	... ...	১২৫
৫৫।	কেদার ঘাটে	... ...	১২৬
৫৬।	চাতক	... ...	১৪৬
৫৭।	সুবোধ	... ...	১৪৮
৫৮	কে সৃজিল ?	... ...	১৫০
৫৯	শ্রীমতী সুরুচিবালা সেনের শিশুপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া	...	১৫২
৬০	মধুমক্ষিকা	... ...	১৫৩
৬১।	বধূ বিদায়	... ...	১৫৪
৬২।	বসন্তের উক্তি	... ..	১৫৫
৬৩।	সূর্য্য	... ...	১৫৭
৬৪।	কবিবর নবীনচন্দ্র সেন	... ...	১৫৯
৬৫।	সন্ধ্যা	... ...	১৬১
৬৬।	ভৃত্যের মহৎ আত্মত্যাগ	.. ...	১৬২
৬৭।	সুকবি রমেশচন্দ্র দত্তের বিয়োগ উপলক্ষে	...	১৬৬
৬৮।	সুপণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার	...	১৬৯
৬৯।	উচ্চমনা	... ...	১৭০
৭০।	হারা-নিধি	... ...	১৭৪
৭১।	শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ সেনের শুভবিবাহোপলক্ষে প্রার্থনা	... ...	১৭৭
৭২।	ঐ—স্নেহ-আশীর্ব্বাদ	... ...	১৭৯
৭৩।	শিক্ষা-গুরু	... ...	১৮০
৭৪।	সুমতির বিবাহ	... ...	১৮২
৭৫।	অর্চ্চনা	... ...	১৮৪

MAY 1910

প্রেম ও পুণ্য।

কাশীর গঙ্গা।

মরি কি কাশীর গঙ্গা খর-স্রোতোময়ী।
স্রোত-শব্দে বাজে ডঙ্কা,
সদা ভয়, সদা শঙ্কা—
হেরিব সে বিপুল বপু স্তব্ধ হয়ে রই। ১

মরি কি কাশীর গঙ্গা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। *
তীরে থেকে দেখ চেয়ে,
অর্দ্ধচন্দ্র যায় ধেয়ে,
বীচিমালা বক্ষে গাঁথি দিয়াছে প্রকৃতি। ২

মরি কি কাশীর গঙ্গা গঙ্গেশ-বেষ্টিতা। †
সাধু সন্ন্যাসীরা সব
করে বম্ বম্ রব,
খর স্রোতে সুরধুনী মৃত্তিকা-খণ্ডিতা ৩

---

* কাশীর গঙ্গা দেখিতে অনেকটা অর্দ্ধচন্দ্রের মত। বরণা আর অসি সঙ্গমের স্থলে অর্দ্ধচন্দ্রের মত বেশী ভাগ দেখা যায়

† কাশীর গঙ্গার চারিদিকে এত শিবলিঙ্গ, যেন শিবলিঙ্গ দ্বারাই গঙ্গা বেষ্টিত

শতেক সোপান-শ্রেণী বাঁধা গলদেশে,
আবর্ত্তে আবর্ত্তে চক্র,
তরঙ্গে তড়িত জ্বলে,
প্রবাহে চলেছে গঙ্গা সিন্ধুর উদ্দেশে ৪

তীরেতে তরণী, বৃদ্ধা, নীরেতে তরণী,
দেহভরা স্রোতোধার
শ্রীপদে প্রসূনভার,
সম্মুখে বন্দনা গীতি গায় নরশ্রেণী ৫

'ডফরীণ' ব্রীজ রূপ লৌহের কবচে
বরাঙ্গ শোভিছে কিবা !
মন্দিরে সজ্জিত গ্রীবা,
রম্য হর্ম্ম্যগুলি যেন বর্ম্মরূপে সাজে। ৬

অসী ও বরুণা নদী দুই দিক্ হ'তে
গঙ্গায় পড়েছে আসি,
সেই হেতু বারাণসী,
নাম ধরিয়াছে কাশী বিখ্যাত জগতে ৭

বিষম স্রোতের জলে হংস কারণ্ডব—
সোজা না চলিতে পারে,
আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘোরে,
পরম আনন্দভরে করে পেকা রব ৮

সোপানে সোপানে ভ্রমি অর্থী খুঁটি খায়,
পবিত্র গঙ্গার জলে
হংস খেলে কুতূহলে,
পুলিনে পণ্ডিতবর্গ বেদগান গায় ৯

মরি কি "কেদারেশ্বর" তটের উপরে
অগণ্য অসংখ্য নরে
ভক্তিভরে যোড়করে,
চারিদিকে সন্ন্যাসীরা যাগ যজ্ঞ করে ১০

শতাধিক বাঁধা ঘাট কাশীর গঙ্গায়,
প্রস্তরের সিঁড়ি গুলি,
রহিয়াছে বক্ষ খুলি,
কত কত সাধু সদা নিমগ্ন পূজায় । ১১

গঙ্গাতীরে ঘরে ঘরে ফুলের দোকান,
ভরি পিতলের সাজি,
কিনিয়া কুসুমরাজি,
বিল্বপত্র সহ শিবে করিছে প্রদান । ১২

এক লক্ষ শিবলিঙ্গ গঙ্গার কিনারে
সবে গঙ্গানীরে নেয়ে
ইষ্টদেবে পূজা দিয়ে,
আর্দ্রবস্ত্রে ঘরে ফেরে প্রফুল্ল অন্তরে । ১৩

দশাশ্বমেধের ঘাট কিবা মনোহর!
মণিকর্ণিকার ঘাটে
শত শত যাত্রী যোটে,
কতশত চিতানল জ্বলে নিরন্তর ১৪

কেদারের ঘাটে আছে প্রশস্ত শ্মশান।
শৈব্যারাণী যে শ্মশানে
পোড়াইতে পুত্রধনে
এনেছিল, আজও তাহা আছে বর্ত্তমান। ১৫

যথা স্রোতস্বতী গঙ্গা বরুণার সনে
মিশিয়াছে, সে স্থানটী
অতিশয় পরিপাটী
(যেন) অর্দ্ধচন্দ্র মিশিয়াছে বরুণাসঙ্গমে। ১৬

কাশী মহাপুরী কিবা গঙ্গার উপরে
নরনেত্র মুগ্ধ ক'রে,
ভাসিতেছে প্রেমভরে!
চলিয়াছে গঙ্গা তার পদ ধৌত করে। ১৭

পূর্ব্বাহ্নে গঙ্গার ঘাটে কত নরনারী
প্রেমে ভরপুর হ'য়ে
মুগ্ধ নেত্রে আছে চেয়ে,
গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা আপনা পাসরি ১৮

সায়াহ্নে গঙ্গার ঘাটে কি অপূর্ব্ব শোভা!
ভক্তি-মদে সদা মত্ত,
শৈব শাক্ত গাণপত্য,
সম্মুখে বহিছে বেগে গঙ্গা মনোলোভা! ১৯

ঘৃতের প্রদীপ কত গঙ্গার উপরি,
যেন স্বর্ণ-ফুল-দল
করিতেছে ঝল্-মল্,
স্বর্গ হতে নদী-স্রোতে পড়িয়াছে ঝরি ২০

প্রণমি কাশীর গঙ্গা! প্রণমি তোমারে,
তুমি মা কলির পুণ্য,
কাশীকে করেছ ধন্য,
তুমিও হয়েছ ধন্য কাশী স্পর্শ করে ২১

আমার কন্যা

শ্রীমতী স্বরুচিবালা সেনেব শিশু পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া

প্রিয়।

আমার জীবনে তুমি বসন্ত সমান,
পূত প্রভাতের ফুল, বিহঙ্গ-ঝঙ্কার ?
মলয় অনিল ? তুমি নির্ঝরের গান ?
পুষ্পসার তুমি ? তুমি কুসুম-সম্ভার ?
মনোজ্ঞ চাঁদিনী তুমি ? মধুর চন্দ্রমা ?
চকোর ? চাতক ? টীয়া ? পাপিয়া ? কোকিল ?
প্রভাতের প্রীতি-রাশি ? সন্ধ্যার সুষমা ?
ঊষার শরীর ভূষা ? শিশির-সলিল ?
দিবার আলোক তুমি ? সন্ধ্যার আঁধার ?
গোধূলির আবছায়া ? প্রদোষের শোভা ?
পবিত্র প্রত্যুষ তুমি ? তুমি জ্যোতিভার,
পূর্ণ শশী ? পূত বাল-অরুণের আভা ?
কি তুমি ? তুমি কি প্রেম ? কিম্বা কুবলয় ?
যত কিছু ভাল আছে যেখানে সেখানে,
তুমিই সবার সার মম মনে হয়,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, জেগে উঠে প্রাণে।

ভ্রাতা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে

ভগিনীর বিলাপ

১

হা ভ্রাতঃ, তোমারে ছাড়ি এখন ধরায়
জীবিত রয়েছি আমি,
কোথায় গিয়েছ তুমি?
আজি আমি শান্তিহারা, পথহারা প্রায়।

২

কার সনে গেছ তুমি, আছ কোন্ থানে?
কে তোমারে নিয়ে গেছে,
গেছ তুমি কার কাছে,
এ স্নেহের ভগিনীরে আছে কি স্মরণে?

৩

যেখানে যখন তুমি করিতে গমন,
সর্ব্বাগ্রে বলিতে মোরে,
আজি কেন অনাদরে,
ভগিনীরে একেবারে করিলে বর্জ্জন?

৪

ওহে ভ্রাতঃ স্নেহময়! তোমারে ছাড়িয়া
কেমনে বাঁচিব আমি,
কেমনে বা রবে তুমি
এ স্নেহের ভগিনীকে চক্ষে না দেখিয়া?

৫

যেখানে যখন থাক, মাস দুই পরে
আসিয়া আমার কাছে,
দেখ কে কেমন আছে,
আজি কেন তেয়াগিয়া গেলে অনাদরে ?

৬

শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা তুমি আমার কল্যাণে
খাটিয়াছ নিশি দিন,
আজ আমি ভাগ্যহীন,
এখন রয়েছি তোমা সঁপিয়া শমনে।

৭

কোথায় গিয়েছ দাদা, কেন দাদা গেলে ?
উষা, শান্ত, চারুশীলা,
আজো খেলে ধূলাখেলা,
তারা কি বাঁচিবে আহা বাবাহারা হ'লে।

৮

শিশু সুকুমার আজ ভ্রাতা ভগ্নী সহ
কাঁদিছে ধূলায় পড়ি,
দিয়ে কত গড়াগড়ি,
সন্তোষ, আনন্দ, মণি কাঁদে অহরহ।

৯

পিতৃস্নেহে মাতৃশোক ভুলেছিল তারা,
আজ তারা ভাগ্যহীন,
আজ তারা বিমলিন,
এক সঙ্গে হলো আজ পিতৃমাতৃহারা

১০

মাতৃহীন শিশুগণে কোলে পিঠে করে
মানুষ করিয়াছিলে,
এবে ফেলি শোকানলে,
চির জনমের মত দূরে গেলে সরে !

১১

তোমাকেই শিশুগণ মা বলিয়া জানে,
তুমিও মায়ের মত,
যতন করিতে কত,
কিরূপে আনন্দ, মণি বাঁচিবে পরাণে ?

১২

ফিরে এস ভ্রাতৃবর ! ফিরে এস ঘরে,
দেবতার মত তুমি,
সম তব স্বর্গ ভূমি,
মুনিরা জীবন মৃত্যু সম জ্ঞান করে।

১৩

যেও না পরের দেশে ফিরে এস ভাই!
চির রোগা উষা মেয়ে
তব কোলে মাথা থুয়ে
বাঁচিত, এখন আর কোন আশা নাই

১৪

পীড়িতা কন্যাকে নিয়ে সদা সর্ব্বক্ষণ
স্বাস্থ্য হেতু দেশে দেশে
ভ্রমিতে কতই ক্লেশে,
সে চিররুগ্নার দশা কি হবে এখন?

১৫

কে জানেগো ভ্রাতঃ তুমি এমন করিয়া
এত শীঘ্র যাবে চলে,
বিপদসাগরে ফেলে
প্রিয় বস্তুগণে—প্রাণ পাষাণে বাঁধিয়া!

১৬

সংখ্যাতীত গুণ তব ছিল গুণময়!
জানিতে বিভুর তত্ত্ব,
তাই তাতে ছিলে মত্ত,
সংসার-আশ্রমে থাকি রাজর্ষির প্রায়।

১৭

জগৎ হইল অন্ধ তোমার বিহনে,
শত শত নর নারী,
কাঁদিছে করুণা করি,
ঝরিছে শোকাশ্রুধারা পশুরও নয়নে

১৮

উঠিল জগৎব্যাপী হাহাকার ধ্বনি,
খুঁজিছে সমস্ত দেশ,
হা উমেশ, হা উমেশ,
বামাবোধিনীর শিরে পড়িল অশনি।

১৯

বামাবোধিনীর যত লেখক লেখিকা
সকলে পিতার মত,
সম্মান করিত কত,
আদরে ছাপিতে তুমি সবাকার লেখা।

২০

অবলা-কুলের বন্ধু তুমি মহাশয়,
তব সম পরহিতে,
কে পারে পরাণ দিতে,
ও হো হো, এ শোক-বহ্নি নিবিবার নয়

২১

যাও তবে যাও ওহে অমূল্য রতন,
যদিও তোমার তরে,
কাঁদিব জীবন ভরে,
সদা ভ্রাতৃশোকানলে হইব দহন,

২২

তথাপি তোমারে আজি দিতেছি বিদায়,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া,
যাও ভ্রাতঃ স্বর্গে গিয়া,
সস্ত্রীক হইয়া থাক দেবতার পায়।

শোকোচ্ছ্বাস।

মানবজীবন হায় পলকে মিলায়!
ভারতভূমির প্রিয়, স্নেহময় পূজনীয়,
আদর্শ দেবতা আজি কোথা চলি যায়?

কে জানে বিধির ইচ্ছা কত লীলাময়;
বিধাতা রহস্যপ্রিয়, মিটায় বাসনা স্বীয়,
আঘাতে ভাঙ্গিয়া দিয়া মানবহৃদয়।

সে দিন এসেছি দেখি স্নেহময় ছবি,
প্রফুল্ল দেবতা মূর্ত্তি, সদা হাসি সদা স্ফূর্ত্তি,
সদা স্নেহপূর্ণ কথা তেজপূর্ণ রবি।

তিনি আজ স্বর্গপুরে নাহি আর ভবে,
শূন্য যেন চরাচর, শূন্য সেই বাড়ী ঘর,
তাঁহারে পোড়ায়ে ছাই করেছে মানবে

স্বপ্ন ধরা স্বপ্ন হায় মানবজীবন!
এত স্নেহ বিসর্জ্জিয়া, রব মোরা কি লইয়া,
জীবন কাটিবে করি অশ্রু বিসর্জ্জন

সহসা ঝটিকাবেগে ফাটিছে হৃদয়।
সেই মমতা, সেই স্নেহ, আর কি বিলাবে কেহ?
কোথায় চলিলে আজি ওহে স্নেহময়!

ঢালিয়া স্নেহের বক্ষ প্রাণপণ করে
পেলেছিলে দেবোপম! স্নেহের দুহিতা সম
'বামাবোধিনী'রে তুমি পরম আদরে

আজি যে সে অশ্রুমুখী তোমার লাগিয়া,
তোমারি সহিত হায়! বুঝি সে নিভিয়ে যায়,
মহিলার শিক্ষাদীপ নিভাইয়া দিয়া।

আর নাই উচ্চ আশা ফুরায়েছে সব,
যাও তুমি স্বর্গপুরে শোক তাপ যাবে দূরে,
সহিবে অসহ্য শোক পাষাণ মানব

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন,
বেনারস।

পাহাড়ের ফুল ১

নির্ঝরিণী নিরন্তর গায় কুল্ কুল্
আকাশের চারিদিকে,
কুয়াসা রয়েছে ঢেকে,
মিঠে হাসে, মিঠে কাঁদে পাহাড়ের ফুল ১
পাহাড়ের ফুল !

কচিৎ অরুণালোক
সে সৌন্দর্য্য করে ভোগ,
সুরভিতে ডুবু ডুবু দিক্‌বধূকুল ২
পাহাড়ের ফুল !

কচিৎ চন্দ্রমা উঠে,
চুমা খায় চারু ঠোঁটে,
আদর করিয়া পরে রজত মুকুল ৩
পাহাড়ের ফুল !

অধরে মধুর হাসি,
স্তরে স্তরে মধুরাশি,
নীরবতা নিজে যেন এঁকেছে পুতুল ৪

আহা কি সুন্দর ফুল
লাল, নীল, সাদা, কালা,
ঢাকিয়া ফেলেছে শীলা,
উত্তাপে উনায়ে যায় নদীর বুল্‌বুল্ । ৫

পাহাড়ের ফুল!
ভাষাশূন্য, শব্দশূন্য,
শুধু স্তূপীকৃত পুণ্য,
প্রীতির ফোয়ার যেন স্বর্গ সমতুল। ৬
পাহাড়ের ফুল!
দেবতার হাতে গড়া,
এ যে স্বর্গ শোভা ভরা,
স্তরে স্তরে থরে থরে দেবদেবীকুল ৭
কি সুন্দর ফুল!
পাহাড়ের গায় গায়,
ফুটিয়া দুলিছে বায়,
নিরখিয়া উথলিয়া উঠে হৃদিমূল।
পাহাড়ের ফুল!

দার্জিলিং।

সখি-বিয়োগ।

১

সত্যই কি সখি তথা গিয়াছ চলিয়া?
যেখানে মরে না লোক,
যেখানে রহে না শোক,
যেখানে কুসুম রহে চির-বিকাশিয়া।

২

সত্যই কি সখি তথা গিয়াছ চলিয়া?
যে স্থানে বসন্ত কান্ত,
বাস করে চিরকাল,
বায়ু বাঁচাইয়া রাখে পরমায়ু দিয়া।

৩

সত্যই কি সখি তথা গিয়াছ চলিয়া?
যে স্থানে ফুলের কোলে,
আনন্দে ভ্রমর দোলে,
পুষ্পিতা ব্রতিকা নাচে পাতা দুলাইয়া।

৪

সত্যই কি সখি তথা গিয়াছ চলিয়া?
যে স্থানে নীহার-নীর,
খেতে দেয় সুধা ক্ষীর,
ধোয়াইয়া দেয় দিক মধু ছিটাইয়া

৫

সত্যই কি সখি তুমি গিয়াছ চলিয়া?
যে দেশে চন্দ্রমা তারা,
বরষয়ে সুধা-ধারা,
আঁধার রয়েছে দূরে সরমে মরিয়া।

৬

সত্যই কি সখি তথা গিয়াছ চলিয়া ?
যথা মন্দাকিনী স্রোত,
বহিতেছে অবিরত,
কল্ কল্ স্বরে গান আনন্দে গাহিয়া।

৭

সত্যই কি প্রিয় সখি গিয়াছ স্বরগে ?
জরা মৃত্যু, ব্যাধি হেথা,
জীবন্ত আনন্দ যথা,
কাটাইতে পূত প্রাণ শান্তি উপভোগে

৮

সত্যই কি প্রিয় সখি গিয়াছ ত্রিদিবে ?
ত্যাগ করি প্রিয়তমে,
সত্যই কি মনোরমে,
আর আসিবে না ভূমে, স্বর্গেই রহিবে ?

৯

সত্যই কি দয়াময়ী* আনন্দ-দায়িনী ?
কুসুম-রূপিনী-নারী,
মুখে হাসি চখে বারি,
যৌবনে পড়েছে ঝরে জীবন-তোষিণী

---

* স্বর্গগতার নাম।

১০

সত্যই কি ঘুমাইছ, ভাঙ্গিবে না ঘুম ?
কোন স্থানে গেছ ভাই,
জগতে কি আর নাই,
সেই প্রীতি-প্রদায়িনী প্রফুল্ল-কুসুম।

১১

সখি কি গিয়াছ তুমি আপন ইচ্ছায় ?
প্রাণধন নারায়ণ *
অঙ্কে করি সমর্পণ,
অথবা নিয়েছে কেড়ে, ধিক বিধাতায়।

১২

কোন পথ দিয়া তুমি গেছ অমরায় ?
সেই হাসি ভরা মুখ,
আর কি দিবে না সুখ,
শোক বিনে এ হৃদয়ে ? মরি হায় হায় ?

১৩

অমরা তোমারি যোগ্য, ডাকিছে তোমায়,
দেবীরা আদর করে,
বসাইছে সমাদরে,
সুরভি মন্দার পুষ্পে সাজাইছে কায়।

---

* স্বর্গগত স্বামীর নাম

১৪

লভিবে দিদিবে কত অপার্থিব ধন ;
অন্তরে পাইবে শান্তি,
দূর হবে ভুল ভ্রান্তি,
লভিবে সতীত্ব বলে স্বামী নারায়ণ

দেবনিবাস *

১

সে দিন গেছিনু আমি সে দেব নিবাসে
সে নিবাসে সে দেবতা,
বসিতেন সর্ব্বদা,
খেলিত দেবের শিশু উৎসাহ, উল্লাসে।

২

সেদিন গেছিনু সেই দেব-নিকেতনে,
দেখিনু আঁধার ভরা,
চাঁদ নাই আছে তারা,
ফুল নাই গন্ধটুকু বহিছে গোপনে

* ৺উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহ, কলিকাতা।

৩

সে দিন গেছিনু সেই অমর নগরে
দেখিনু অমর শূন্য,
জমাট রয়েছে পুণ্য
সুখশূন্য শান্তি আছে, ম্লান মূর্ত্তি ধরে।

৪

সে দিন গেছিনু সেই পবিত্র আশ্রমে
যে আশ্রমে যোগিবর *
বঞ্চিতেন নিরন্তর,
বহিত মন্দার গন্ধ পলাশ কুসুমে

৫

দেখিনু সে পুণ্যাশ্রম হয়েছে আঁধার,
গোটাকত মধু ফুল
হয়ে আছে শোকাকুল,
অন্তরীক্ষ হতে উঠিতেছে হাহাকার

৬

সে দিন গেছিনু আমি সেই সে স্বরগে
যে স্বরগে দান, ধর্ম্ম,
সত্য, দয়া, ক্ষমা, কর্ম্ম,
বহে সুখ-শান্তি সিন্ধু-খরতর বেগে।

---

* ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়

৭

দেখিলাম ভগ্ন হয়ে গেছে স্বর্গ-ধাম,
নাই আর সে সৌন্দর্য্য,
বল নাই, নাই বীর্য্য
দেবতা গেছেন চলে আছে তাঁর নাম

৺ কাশীধামে কোচবিহারের মহারাজের কালীবাড়ী।

১

নন্দনকানন তুল্য কালিকার ঘর,
চমৎকার, চমৎকার,
কত চিত্র চারিধার,
নেহারিলে মন্ত্রমুগ্ধ সম হয় নর।

২

শুদ্ধতায় স্বর্গ সম এই কালীবাড়ী
অলকা অমরা সম,
সৌন্দর্য্য অপরিসীম,
জীবন্ত আনন্দ যেন হয় ভীতিহারী।

৩

দুইটী করবী তরু দ্বারপাল মত,
কালিকার গৃহদ্বারে,
শোভে পত্রপুষ্প ভারে,
মন্দ মন্দ গন্ধবহে সদা আন্দোলিত।

৪

চারিধারে থরে থরে, কত যে মন্দির,
সে সব মন্দিরে কত,
আছে শিব প্রতিষ্ঠিত,
সুসজ্জিত, পরিষ্কৃত ভিতর বাহির

৫

নিত্য নিত্য অপরাহ্নে কালীর গোচরে
ভক্তগণ ভক্তিভরে,
ভাগবত পাঠ করে,
সুধা বর্ষে শ্রোতাদের শ্রবণবিবরে

৬

ভাবুকের ভাব সম নানাজাতি ফুল
উদ্যানে উদ্যানে শোভে,
অলি ভ্রমে মধুলোভে,
সন্ধ্যা, প্রাতে পরিমলে মানব আকুল

৭

ছোট ছোট পাতা গাছে লতার গাথনী,
বাগানের চতুর্দ্দিকে,
কে যেন দিয়েছে এঁকে,
কে যেন খেলিছে খেলা, মন্দিরে বাখানি

৮

নিত্য হয় কালিকার ভোগ বিতরণ,
কুচবিহারের রাজা,
করিয়া কালীর পূজা,
করেছেন ক্ষুধিতের ক্ষুধা নিবারণ

৯

যদিও সে মহারাজা নাই এ ধরায়,
তথাপি দেবতা জ্ঞানে
পূজিছে অমরগণে,
কাশীর মানুষ তাঁর যশোগীত গায়

গৌরী-কুণ্ড।

১

পুণ্যময়ী গৌরী-কুণ্ড প্রণমি তোমায়,
তোমার নির্ম্মল-নীরে,
তোমার পবিত্র তীরে,
সুরাঙ্গনা সিদ্ধ-হস্তে শুদ্ধতা ছড়ায়

২

মস্তকে কেদারেশ্বর. নিম্নে ভাগীরথী.
মধ্যে তুমি সুসলিলা,
চারিদিকে বাঁধা শিলা,
সম্মুখে শতেক সিড়ী কে রেখেছে গাঁথি .

৩

(তব) দক্ষিণে শ্মশান ঘাট, নীলকণ্ঠ বামে,
ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার,
কত শিব চারিধার,
শ্রবণ-ইন্দ্রিয় তপ্ত কল কল গানে।

৪

তোমার নির্ম্মল নীরে মৎস্য কেলি করে,
কেকারবে হংসকুল,
অর্ঘ্য থায় দলে ফুল,
সমীর মেদুরে বয়, শান্তি পরে ঝরে

৫

কাশীধামে গৌরী-কুণ্ড অতি মনোরম,
গঙ্গাতীরে অপরূপ,
সৌন্দর্য্যের শতস্তূপ,
বেগবতী জাহ্নবীর নাভি-পদ্ম সম।

বেনারস

অন্ধের উক্তি।

শুনেছি এ বসুন্ধরা সুচারু সুন্দর,
তরু লতা ফুল ফল অতি মনোহর।
নয়নরঞ্জন পাখী, আকাশ সুনীল,
জলধির বক্ষে নীল স্ফটিক সলিল।
জানি না সে সব হায়, মধুর কেমন!
আমার আঁধারে মগ্ন সমস্ত ভুবন
কেমন এ বসুন্ধরা, দেখিনি নয়নে,
কল্পনা অতীত সবি বিনা দরশনে।
কি পাপে এ গুরুশাস্তি বুঝিতে না পারি,
তমে আচ্ছাদিত মোরে করেছে মুরারি
কেন এ পৃথিবী ঘোষে তোমার মহিমা,
পাপী যদি নাহি পায় তিলমাত্র ক্ষমা।
খুলে দাও দৃষ্টি, ওহে নিঠুর ভবেশ
নিজ সন্তানেরে কেন এত দাও ক্লেশ?

কত দুঃখে, কত কষ্টে দিন কেটে যায়,
অন্তর্যামী তুমি প্রভো! কি বলিব হায়
সন্তান বলিয়া তব নাহি দয়া লেশ,
ঘুচাও সকল ব্যথা নিঠুর ভবেশ!
নাহি তব দয়াবিন্দু পাষাণহৃদয়,
মানবে রেখেছে নাম কেন দয়াময়?
এই ভাবে যাবে যাক্ সমস্ত জীবন,
নিঠুর! অন্তিমে দিও যুগল চরণ

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেনগুপ্ত।

ফল্গু নদী।

১

নহ নীরময়ী তুমি ফল্গু অন্তঃশীলা,
কায়া তব বালুকার সমষ্টি কেবল,
স্রষ্টার অদ্ভুত সৃষ্টি দেবতার লেখা,
বালুকার অভ্যন্তরে তটিনী শীতল।

২

শত শত নর নারী বক্ষের উপর,
পিতৃ-পুরুষের পিণ্ড করিতেছে দান,
এ দৃশ্য মরমস্পর্শী করুণ সুন্দর,
পবিত্র প্রফুল্ল যথা ত্রিদিব মহান্।

৩

সুবিশাল বক্ষে তব খোদিয়া বালুকা,
বাপীর মতন করি তুলিয়াছে জল,
নর নারীগণ—আহা মিষ্ট-মধু মাখা,
এই স্বল্প জল সদা সর্ব্বদা শীতল

৪

বক্ষোপরি মহাযজ্ঞ হয় প্রতিদিন,
পবিত্র তুলসী পত্রে সজ্জিত সতত,
ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ, রজঃ তম গুণহীন,
অনুক্ষণ অনুদিন মন্ত্র মুখরিত।

৫

তটভূমে রাম-শীলা বিচিত্র পাহাড়,
শত গুল্ম লতা তরু স্বভাবের শোভা,
হেথায় নিবাস যেন শত দেবতার,
শত সুর হেথা যেন ঢালিছে প্রতিভা

৬

তব তটে স্থিত ফল্গু প্রশস্ত মন্দির,
অভ্যন্তরে "গদাধর" করেন বসতি,
উচ্ছ্বসিত সদা প্রেম-উচ্ছ্বাস-গভীর,
হেথা 'পাদপদ্মে' পিণ্ড পড়ে নিতি নিতি

৭

ওহো কি করুণ-দৃশ্য হেরিলে হৃদয়,
কি এক মহান্ ভাবে হয় বিমোহিত,

মনে হয় স্বর্গ ইহা মর্ত্ত্য-ধাম নয়,
সকলের সার শোভা হেথা একত্রিত !

৮

পরপারে "সীতা-কুণ্ড" দেখিতে সুন্দর,
প্রস্তরে নির্ম্মিত হেথা শত দেব দেবী,
চতুর্দ্দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ পাহাড়, প্রস্তর,
প্রকৃতি এঁকেছে যেন অলকার ছবি।

৯

তটভূমে আর কত সুন্দর পাহাড়,
নির্ঝরিণী ঝরিতেছে পাহাড়ের গায়,
সৌন্দর্য্য ঝরিছে যেন রৌপ্য মেখলায়,
সাজিয়াছে ছবি যেন সহস্র শোভায়।

১০

প্রকৃতির মহালীলা এই গয়াধাম,
পার্ব্বতীয় সৌন্দর্য্যের প্রিয়-বাস-ঘর,
কিন্তু সব শোভা মাঝে ফল্গুই প্রধান,
শোভিছে গয়ার পূত চরণ উপর।

১১

কিম্বা সুর পুন্নাগের আদর্শ শোভিছে,
গয়ার শ্রী-কণ্ঠে ইহা যেন রৌপ্যহার,
গয়ার বক্ষেতে ফল্গু সৌন্দর্য্যে হাসিছে,
বালুকা দশন খুলি কিবা চমৎকার।

গয়াধাম

মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে।

চলিলে কোথায় ?
দেব ! তুমি চলিলে কোথায় ?
তোমারে বিদায় দিতে
প্রাণ যে ফাটিছে খেদে,
অশনি ভাঙ্গিয়া আসি পড়িছে মাথায়,
দেব ! তুমি চলিলে কোথায় ?

দেব ! তুমি চলিলে কোথায় ?
তুমি সমাজের প্রাণ,
তুমি এ দেশের মান,
কোন্ প্রাণে হেন জনে দিব গো বিদায়,
দেব ! তুমি চলিলে কোথায় ?

দেব ! তুমি চলিলে কোথায় ?
শিশু সন্তানের দল,
করিতেছে কোলাহল,
সতত খাটিতে তুমি যাদের মায়ায়,
আজি দেব ! চলিলে কোথায় ?

দেব ! তুমি চলিলে কোথায় ?
জন্ম ভূমি তব তরে,
কাঁদিছে করুণা করে,
এমন অসহ্য শোক সহা নাকি যায় ?
দেব . তুমি চলিলে কোথায় ?

চলিলে কোথায় ?
ওহে দেব . দয়াময়,
এই কি উচিত হয় ?
কোন্ থানে যাও বল কোন্ অভিপ্রায় ?
দেব ! চলিলে কোথায় ?

দেব ! তুমি চলিলে কোথায় ?
ওই দেখ সুকুমার,
করিতেছে হাহাকার,
সন্তোষ আনন্দ মণি ধূলায় লুটায়,
বল তুমি ! চলিলে কোথায় ?

দেব তুমি চলিলে কোথায় ?
ওই যে কাঁদিছে ঊষা,
ফুরাইল সব আশা,
আদবের কন্যাগণ করে হায়, হায় !
তুমি দেব , চলিলে কোথায় ?

দেব ! তুমি চলিলে কোথায় ?
ওই 'বামাবোধিনী'র
হৃদয় হইল চীর,
আর কে তুলিবে বল ধরিয়া তাহায় ?
যে 'বামাবোধিনী' বলে
দেহ রক্ত দিয়েছিলে,
আজ নিরাশার নীরে ডুবাইয়া তায়
তুমি দেব ! চলিলে কোথায় ?

দেব ! তুমি চলিলে কোথায় ?
পরহিতে নিজ প্রাণ,
তুমি করেছিলে দান,
সকলে নিজের মত দেখিত তোমায়,
হায় ! দেব ! চলিলে কোথায় ?

দেব তুমি চলিলে কোথায় ?
সাধু সন্ন্যাসীর মত,
সৎকর্মে ছিলে রত,
দীন হীন দুঃখী অন্ধ খুঁজিত তোমায়,
দেব ! তুমি চলিলে কোথায় ?

দেব তুমি চলিলে কোথায় ?
পরের বিপদ হলে,
ভাবিতে নিজেরি বলে,
আপনা ভুলিতে তুমি পরের মায়ায়,
আজি দেব ! চলিলে কোথায় ?

দেব তুমি চলিলে কোথায়?
জানিতে বিভুর তত্ত্ব,
বিভু প্রেমে ছিলে মত্ত,
প্রেমময়ে একেবারে সঁপেছিলে কায়,
দেব! চলিলে কোথায়?

দেব! তুমি চলিলে কোথায়?
স্বরগের লোক তুমি,
পবিত্র করিলে ভূমি,
সার্থক হছিল ধরা লভিয়া তোমায়,
আজ দেব! চলিলে কোথায়?

দেব. তুমি চলিলে কোথায়?
অগাধ তোমার পুণ্য,
ধন্য দেব! তুমি ধন্য,
সানন্দে স্বরগবাসী ডাকিছে তোমায়
তাই বুঝি চলিলে তথায়

দেব! তুমি চলিলে কোথায়?
ওহে দেব! পুণ্যবান্!
তব যোগ্য স্বর্গধাম,
তোমারে করিবে সুখী শত দেবতায়,
তাই দেব! চলিলে তথায়!

যাও তবে যাও স্নেহময়,
পবিত্র রজনী যোগে,
বায়ু বয় থেকে থেকে,
কুসুম নাচিয়া উঠে ধীরে গন্ধ বয়,
গমনের এই সুসময়

যাত্রার তো এই সুসময়,
নিদাঘের খর তাপে,
কারো না শরীর কাঁপে,
মুক্তা সম ঝলসিছে তারকা নিচয়,
দেব, যাত্রার তো এই সুসময়

যাও দেব! এই সুসময়,
ওই যে স্বর্গের রথ,
আলো করি আসে পথ,
শত রবি, শত শশী হয়েছে উদয়,
যাও দেব! এই সুসময়

যাও যথা সাধুগণ যায়,
অসংখ্য দেবতা-বর্গ,
গড়েছে অক্ষয় স্বর্গ,
সেখানে জ্যোতিরাসনে বসাবে তোমায়,
যাও যথা সাধুগণ যায়।

রূপ।

তুমি কি অরূপ দেব! নাহি কি তোমার রূপ,
কি ও তবে পূর্ব্বাকাশে আলোকের মহা স্তূপ ?
নেহারি তোমারি রূপ ফুটন্ত ফুলের মাঝে,
তুমি কি অরূপ, তবে চন্দ্রে কে কি রেখে গেছে ?
তুমি কি কওনা কথা, নাহি কি তোমার স্বর,
তবে ও সরিৎ, সিন্ধু কি বহিছে নিরন্তর ?
তুমি কি গো পিতা স্পর্শ, গন্ধ বিবর্জ্জিত,
কি তবে মলয়ানিল, পুষ্প কিসে সুবাসিত ?
তুমি পিতা আমাদের মোরা ত তোমারি নাথ,
চলেছি পঙ্কিল পথে ফিরাও ধরিয়া হাত।

চলিনু।

প্রভাতে আসিয়া ছিনু চলিনু সাঁজের বেলা,
তথাপি হল না কাজ, শুধুই খেলিনু খেলা
কি মায়া দিছিলি মোরে নিরদয়া ধরা তুই,
মহানে ছিলাম ভুলি মোহে ত মোহিত হই।
নেমা তোর ফুল-হার নেমা তোর নির্ঝরিণী,
একাকিনী এসেছিনু চলিলাম একাকিনী।
নেমা তোর জ্যোৎস্না নিশি, নেমা তোর শশী-কলা
চলিলাম চলিলাম দরজা হয়েছে খোলা।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত।

১

অহো কিবা কুসংবাদ, কিবা অমঙ্গল,
ঘটিল এ বঙ্গমাঝ,
সূর্য্যকান্ত মহারাজ,
ত্রিদিবে গেছেন ত্বরা, ত্যজিয়া সকল

২

সূর্য্যকান্ত ছিল শৌর্য্যে সূর্য্যেরি মতন,
সারাদিন অংশু ঢালি,
দিবাশেষে অংশু-মালী,
অস্তাচলে চিরতরে করেছে গমন!

৩

ফিলিপ্স করিয়াছিল নিগ্রহ যখন,
তখনো স্থনীর পদে,
আপন কর্ত্তব্য পথে,
হে কর্ত্তব্যপরায়ণ! করেছ গমন

৪

পূর্ণিমার শশী যথা মধ্যাহ্নের রবি,
প্রভাতের ফুল যথা,
বসন্তের লতা পাতা,
সতেজ সুন্দর যথা দেবতার ছবি।

৫

তেমনি ছিলে হে তুমি ওহে নরোত্তম !
অনিন্দ্য অপূর্ব্ব কান্তি,
নাহি ছিল ভুল, ভ্রান্তি,
অকৃত্রিম দেশভক্ত কেবা তব সম ?

৬

হেন পত্নীপরায়ণ বিরল জগতে,
পত্নী গেলে লোকান্তরে,
ভাসিয়া নয়নাসারে,
"জলছত্র" দিয়েছিলে শোকাচ্ছন্ন চিতে

৭

প্রিয়তমা প্রণয়িনী স্বর্গারূঢ় হলে,
না করি বিবাহ আর,
পরিচয় দিলে তার,
তুমি যে দেবতা, দেব, এ মহীমণ্ডলে

৮

প্রেম, পুণ্য, প্রজ্ঞাবান, প্রাণভরা মায়া,
মহাশয়, মহারাজা,
দেশশুদ্ধ করে পূজা,
বঙ্গ-ভূমি হেন ক্ষতি পরাবে কি দিয়া ?

৯

গৌরব-কিরণে আলো করেছিলে তুমি,
তোমারে হারায়ে আজ,
খসিয়া পড়িল বাজ,
বঙ্গের বিদীর্ণ বক্ষে, জানে বিশ্বস্বামী

১০

সুলেখক, শুদ্ধ, শান্ত, সূর্য্যকান্ত রাজা,
মধুময় পুষ্পযূথ,
স্থায়ী আকাশের মত,
কেননা রহিলে পেয়ে এত প্রীতি-পূজা?

১১

সূর্য্য অস্ত যায় দেব, দিবা অবসানে,
আবার প্রভাত হ'লে,
আইসে উদয়াচলে,
আলোক জুড়িয়া পড়ে, সুখ মোটে প্রাণে।

১২

তুমি সূর্য্য হলে কেন চির-অস্তমিত?
ফিরিয়া এসহে দেব।
জনম ভূমিরে সেব,
মায়েরে করিয়া তোল নব জাগরিত।

১৩

চির জনমের মত গিয়েছ কি তুমি?
আর না আসিবে ফিরে,
এ ক্ষণভঙ্গুর ঘরে,
ত্যজিয়ে ত্রিদিব-রাজ্য সুধা-মাখা ভূমি?

১৪

থাক তবে স্বর্গরাজ্যে, থাক গুণধর,
তোমার অক্ষয় যশ,
সিঞ্চি সঞ্জীবনী-রস,
জীবিত রাখিবে তোমা অবনী উপর।

বাসনা-বকুল।

জীবনের মধু-মাসে বাসনা-বকুল,
ফুটেছিল চারি দিক সুরভিত করি,
উৎসাহে হইয়ে মত্ত আশা-অলিকুল,
তুলেছিল সুমধুর সঙ্গীত লহরী
কুক্ষণে নিরাশা-বায়ু হয়ে প্রবাহিত,
উৎপাটন করি দিল বাসনার মূল।
সভয়ে জীবন মন হইল কম্পিত,
অকালে পড়িল ঝরি বাসনা-বকুল।

বঙ্গ-বন্দনা।

১

বঙ্গ জননি গো

জীবন-দায়িনি, সুখ-প্রসবিনি,

স্বর্গ-রূপিণি গো!

২

বঙ্গ-জননি গো।

নমামি পাবনি, ফল-প্রদায়িনি,

শোক-নাশিনি গো

৩

কুসুম-কুন্তলা, সুনীল-অঞ্চলা,

শস্য শ্যামলা গো!

৪

বঙ্গ-জননি গো!

অমর-বন্দিতা, মহিমা-মণ্ডিতা,

হর্ষ-বর্ষিণি গো!

৫

বঙ্গ-জননি গো!

চন্দন চর্চ্চিতা, বেদ-সুপূজিতা,

চিত্রকারিণি গো!

৬

বঙ্গ-জননি লো!
দিবসে তারকা, উরষে মালিকা,
ওলো স্বর্ণ-রূপিণি লো!

৭

বঙ্গ জননি লো।
জ্যোস্ন প্রফুল্লিতা পদ্মে পুলকিতা,
দেব-নন্দিনি লো!

৮

বঙ্গ-জননি লো!
রত্নবিমণ্ডিতা, বিশ্বপ্রশংসিতা,
স্বর্গরূপিণি লো!

মহালক্ষ্মী।

১

ক্ষুদ্র এক পল্লিগ্রামে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী,
নাচি নাচি চলিয়াছে মনোহর গতি।
তার— এক দিকে গাছ পালা ছায়া-প্রদায়িনী,
আর দিকে শস্য লতা পিযূষ-বর্ষিণী
এই তটিনীর তীরে যুবা এক জন,
নিবসতি করে, সে যে জাতিতে যবন,

নাম মহাজন —অতি পাষণ্ড পামর,
কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন অসভ্য বর্ব্বর।
তার— মর্ম্ম বর্ব্বর, অতি কুৎসিত মূরতি,
কোন দিন নাহি তার ধর্ম্মে রতি মতি,
গোলাপী নামেতে গৃহে গৃহিণী তাহার,
সুশীলা সুবুদ্ধি বা [illegible] অধার।
সে যে— গৃহ কর্ম্মে সুনিপুণা (তার) সদা ধর্ম্মপ্রাণ.
সে যে— আনন্দদায়িনী নারী কমলা সমান
কিন্তু শাশুড়ী তাহার বড় অপ্রিয়-বাদিনী,
বন-করিণীর ন্যায় ভীষণ নাদিনী।
সতত কলহপ্রিয় ধর্ম্মজ্ঞান-হীনা
শিশুর সমান বুদ্ধি হলেও প্রবীণা।
দানবীর মত তার দুষ্ট ব্যবহার,
সতত চোখের বিষ পুত্রবধূ তার,
কুচক্রী, কুটিলা তার সব বিপরীত,
শয়নে, স্বপনে সাধে বধূর অহিত।
কিন্তু সে সুশীলা বধূ প্রাণপণ করি,
শাশুড়ীর সেবা করে দিবস শর্ব্বরী
স্বামীও তাহার প্রতি সতত নির্দয়,
অকারণে মারে ধ'রে, কটু কথা কয়

২

এক দিন নিশা কালে, ছায়া রূপ মুক্ত চুলে,
রজত জোছনা-জালে, সাজিয়াছে রাতি।
পবিত্র প্রসূন গুলি, প্রাণের পাপড়ি খুলি,

প্রেমের নিশান তুলি, গলে দিল গাঁথি।
নীহারের মুক্তামালা, শূন্যে শোভে স্বর্ণডালা,
কি সুন্দর শশিকলা, চকোর বেষ্টিত,
অটবীতে, বিটপীতে, পবন জোছনা পেতে,
বসিতেছে মধু খেতে, সুরভি পূরিত।
মর্ম্মাহতা বধূ বালা এমন সময়,
পতি-শয্যা পরিহরি, উঠিল আলাপে স্মরি,
দর দর অশ্রুধারে দ্রবিল হৃদয়
স্বামী শাশুড়ীর শুধু হইল স্মরণ,
মুছিল দুইটি আঁখি, মন দুঃখ মনে রাখি,
সেই তটিনীর কূলে করিল গমন।
আশুভরা হাস্য এবে চলিয়াছে নদী—
সমুদ্র সখার কোলে, জোছনা পড়েছে ঢলে,
পবন মধুরস্বনে, চলে দ্রুত গতি।
এহেন সময় আসি গোলাপী রূপসী,
বসিল নদীর তটে, পুলিনে আঁচল লোটে,
শরীর শিহরি উঠে দোলে কেশ রাশি
তটিনীর তটে বটে আলয় তাহার
সাঁজ শিশু নিশাকালে, কবরী বা মুক্ত চুলে,
আসে হেথা, এই তার চিন্তার আগার

৩

অহো— এদিকে শাশুড়ী তার নিদ্রা পরিহরি,
উঠিল বিছানা ছাড়ি উগ্র মূর্ত্তি ধরি।

ডাকিল কর্কশ কণ্ঠে গোলাপী বলিয়া,
ঘরে তারে না হেরিয়া উঠিল রাগিয়া।
মদ্যপায়ী পুত্র তার ছিন্ন শয্যা তলে,
নিপতিত ছিল সুখ-সুষুপ্তির কোলে,
জননীর আর্ত্তনাদে চমকি উঠিল,
পুত্রকে জাগ্রত হেরি জননী কহিল,
মহাজন! স্ত্রী তোমার আপদ জঞ্জাল,
জ্বালাতন করি মোরে খায় চিরকাল।
হায়— কত ধর্ম্ম জ্ঞান বিধি দিয়াছেন তরে,
হায়— দিবা রাত্রি মরে ওযে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে।
সে— পাঁচোক্ত নমাজ পড়ে, সত্য কথা কয়,
সে— গুরু জন সন্নিকটে নত মুখে রয়।
সে— ঊষাকালে উঠে, করে নিশীথে শয়ন,
সে— ক্ষুধিতেরে নিজ অন্ন করে সমর্পণ।
সে— দুঃখী জন দুঃখ হেরি কত দুঃখ করে,
সে— সুখীর হেরিয়া সুখ ভাসে সুখ-নীরে।
সে— কখনো আঁখির পানে চায় না আমার,
গালাগালি দিলে শুধু ফেলে অশ্রুধার,
ছিছি— ঝাঁটা মারিলেও গায় কথাটি না কবে,
শুধু— চরণে পতিত হয়ে অজস্র কাঁদিবে।
আমি— এ সকল বদভ্যাস ছাড়াবার তরে
এত দিন দেখিয়াছি কত যত্ন করে,
সেযে— কিছুতে এ বদভ্যাস পারেনা ছাড়িতে।
উঃ— আমিও যন্ত্রণা আর পারিনা সহিতে।

হায়— জননীর মুখে শুনি, এরূপ অপ্রিয় বাণী,
ক্রোধে লাল হয়ে আসি সন্তান কহিল—
নিত্য নিত্য আর মাগো, এত জ্বালা সহেনাগো,
মাগো— আজ মোর এ অশান্তি অসহ্য হইল।
আজ আমি একেবারে, ফেলি তারে শেষ করে,
এ— সমুদয়, দুঃখ, জ্বালা দূর হয়ে যাক্,
তার— মধুর 'করবী" তোলা (তার গাঁথা) মধুর মালতী মালা,
তার— অঙ্গের সৌন্দর্য্য ঢালা সব দূরে যাক্।
সন্তানের মুখে শুনি এই রূপ বাণী,
সম্মতি-সূচক হাসি জনী হাসিল।
হায়— সন্তান রাগত হয়ে, তটিনীর তটে গিয়ে,
আহা— গোলাপীর হস্ত পদ দড়িতে বাঁধিল।
পরে— নদী নীরে অবগাহী, (ভয়ে) ক্ষণেক চৌদিকে চাহি,
হায়— আপনার গৃহলক্ষ্মী ভাসাইয়া দিল,
হায়— ষোড়শী যুবতী নারী, বন্ধনে হইয়া ভারী
নদীর তরঙ্গ-রঙ্গে ভাসিয়া চলিল।

৪

প্রভাত হইল নিশি প্রকাশিল দশদিশি,
কনক কিরণে।
ফুটিল তপন জবা, রশ্মি গুলি থোবা থোবা,
পূরব গগনে
এমন সময়ে হায় ঊষা-কলা-শশি প্রায়,
(হিল্লোলে হিল্লোলে)
কিম্বা শুষ্ক পুষ্পপারা, পবনে পাপ্‌ড়ি ছেঁড়া
দেহ মগ্ন জলে ;
যুবতী যবন-বালা, জল খেয়ে পেট ফোলা,
ভাসিতে ভাসিতে

নদীর অপর পারে, লাগিল -দেখিয়া তারে
অংইং তুলিতে
একটি যবন যুবা, যেনরে বিদ্যুৎ বিভা,
একত্র হইয়া,
পড়েছে নদীর নীরে কেশ গুলি ঘনাকারে,
রেখেছে ঢাকিয়া।
গোলাপীর চাঁদ মুখ নেহারি যুবার বুক,
বিদীর্ণ হইল
নয়নে বহিল জল দেহ হয়ে হীনবল
কাঁপিতে লাগিল।
তথাপি সঙ্কোচ ভবে,গোলাপীরে তুলি কোলে
আনিল আলয়ে।
যুবকের বোন, মাতা, সকলেই ছিল সেথা,
এরে এক হয়ে
গোপাপীরে তুলি ঘরে,অনেক চিকিৎসা করে
চিকিৎসক দিয়ে,
(যে ছিল চন্দ্রমা-ফুল্ল সে আজ মল্লিকা তুল্য
হতজ্ঞান হয়ে)

৫

বহু চিকিৎসার পর গোলাপী তখন,
একটু একটু করি মেলিল নয়ন
শীতের কুয়াসাবৃতা গোলাপ যেমন,
ধীরে ধীরে সূর্য্যালোক করে নিরীক্ষণ
তারপর ধীরে ধীরে গোলাপী সুন্দরী,
আরোগ্য হইল যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী
আরোগ্য করিয়া লাভ মনোরমা নারী,
আপনার দুঃখ কথা কহিল বিস্তারি।
সকলের কাছে, তাহা করিয়া শ্রবণ,
সহৃদয়গণ সব করিল ক্রন্দন

৬

এদিকে নদীর নীরে করি নিমজ্জিত,
মহাজন কিছুমাত্র হলনা ব্যথিত
পরিণীতা পত্নী, রূপ গুণের আধার,
প্রভাতে এ সব কথা হইল প্রচার
গৃহ হতে গৃহ-লক্ষ্মী করি বিতাড়িত,
মহাজন হইয়াছে অধিক কুৎসিত
মহাজন সন্নিকটে জিজ্ঞাসে সবাই,
এই ঘরে ছিল বধূ এই ঘরে নাই
কি হল কোথায় গেল বল বিশেষিয়া,
মহাজন গৃহ হতে দিল তাড়াইয়া
প্রশ্নকারী সকলেরে পুলিশ তখন,
বধূর সন্ধান হেতু করিল গমন
রৌদ্র ক্লিষ্ট-পুষ্পপারা গোলাপী সুন্দরী,
যে গ্রামে যে ঘরে ছিল, বহু চেষ্টা করি
পুলিশের লোক তাকে বাহির করিল,
মকোদ্দমা করিবারে পরামর্শ দিল।
গোলাপী তাহাতে কিন্তু না হল সম্মত
মকোদ্দমা সাজাইল নিজ ইচ্ছামত।
পুলিশের লোক, পরে গোলাপীরে নিয়া,
আসিল বিচারালয়ে আসামী হইয়া
মহাজনও আসিলেক সেই আদালতে,
আদালতে গোলাপীরে পাইল দেখিতে
নিরখিয়া গোলাপীর রূপ চমৎকার
হাকিমের মনে হল দয়ার সঞ্চার।
বিচারক সাক্ষী মুখে শুনিয়া ঘটনা,
গোলাপীরে কহিলেন করিয়া করুণা,
মকোদ্দমা তুলে লও, পরিহর ক্রোধ,
মহাজনে কহিলেন, শুন অবোধ,

ইহারে গ্রহণ করি গৃহে ফিরে যাও,
অকারণে কেন এত যন্ত্রণা বাড়াও।
শুনি হিত উপদেশ হাকিমের মুখে,
গোলাপী এ ক্ষুণ্ণ হল   শত বজ্র বুকে
পড়িল স্বামীর তার, ক্রোধিত হইয়া,
কহিল সে বিচারকে সব নিবেদিয়া
কিছুতে এ নারী ঘরে লইব না আর,
ক্ষমা কর অধীনকে ধর্ম্ম-অবতার

৭

গোলাপীর স্বামী অতি অবোধ যবন,
কিন্তু বন্ধু ছিল তার ধূর্ত্ত একজন
বাছির নামেতে, সে অতি বলবান্
গোলাপীর রূপে মুগ্ধ ছিল তার প্রাণ
এবে সে সময় বুঝি মহাজনে কয়,
মহাজন! তব কথা যুক্তিযুক্ত হয়
ত্যাগ কর গোলাপীরে এ বড় জঞ্জাল,
দেবে যে যন্ত্রণা বড় দিবে চিরকাল
কে পায় হে মহাজন তোমা হেন পতি,
তোমারে বাসনা করে যত রূপবতী
তোমা প্রতি ভক্তিমতি নহে এ রমণী,
চাহেনা এ চণ্ডালীরে তোমার জননী।
অতএব ত্যাগ এরে কর এইক্ষণ,
বরঞ্চ করিব এরে আমিই গ্রহণ
তুমি হতভাগিনীরে যাও ত্যাগ করে,
নিকা করে আমি লয়ে যাব নিজ ঘরে
মহাজন মূঢ় তাই করিয়া স্বীকার,
কহিল এ নারী আমি লইব না আর।
শুনিয়া গোলাপী   স্বামীর বদনে
এমন নিঠুর কথা,

যূঁই-ফুল-নিভ, মধুর মরমে,
পাইল বিষম ব্যথা
লুণ্ঠিত অঞ্চল, বিক্ষিপ্ত কুন্তল,
ধুলায় ধূসর দেহ।
নাহি তার তরে একটি হৃদয়ে
একটু সামান্য স্নেহ
স্থির সৌদামিনী, সুর-কন্যা সম,
রূপ যার দেহ ভরা।
বাগ্‌দেবী সম, সদা সুপণ্ডিতা
বিশ্বজন-মনোহরা
আহা সে বিদেশে, দীর্ঘ উপবাসে,
পাইছে কতই ক্লেশ।
শিথিল অঞ্চল, সতত চঞ্চল,
বিষণ্ণ মলিন বেশ।
আহা অভাগীর কপোল বহিয়া
ঝরিছে আঁখির নীর
বসন আবৃতা বদন মণ্ডল
চলন বলন ধীর।
অশনি সদৃশ, কঠিন ভারতী
শুনিয়া ভর্ত্তার মুখে
ঝঞ্ঝা-বিতাড়িত বল্লরীর ন্যায়
কাঁপিতে লাগিল দুঃখে।
শিশিরাশ্রুময়ী যূঁইটির মত,
ভিজিল নয়ন জলে
মরমে মরিয়া, কাঁদিয়া, কাঁপিয়া
ক্ষণেক ভাবিয়া বলে,
হে প্রেম-প্রতিম, হে প্রাণ-ঈশ্বর,
কেমনে তেয়াগি যাবে,
প্রাণনাথ হয়ে, অনাথে ত্যজিবে
সঙ্কে কেঅযশ গাবে!

সেই যে সেদিন, ধর্ম্ম সাক্ষী করি
গ্রহণ করেছ মোরে
বিভুও দোঁহারে, দিছেন বাঁধিয়া,
অপূর্ব্ব স্বর্ণ ডোরে।
অছেদ্য, অভেদ্য, স্বর্ণ শৃঙ্খল,
কেমনে ছিঁড়িতে চাও ?
যাঁর হাতে গড়া এ মহী তাঁহারে
কেমনে ভুলিয়া যাও ?
মৃত্যুরো অসাধ্য, ছিঁড়িতে এ বাঁধ
শুন ওহে প্রাণ পতি।
পতিই দেবতা, পতিই ঈশ্বর
পতিই সতীর গতি
পতিপরায়ণা ধার্ম্মিকা ললনা
যাহার সঙ্গিনী হয় ;
সেই ভাগ্যবান, তাহার সমান
দেবতাও সুখী নয়
কেন হে এরূপ, বিরূপ হইলে
বলিতে বলিতে বালা,
স্বামীর চরণে আছাড়ি পড়িল
আর হইল না বলা।
বাচ্ছা তখন, ভাবিতে লাগিল
হয়ে অতি বিষাদিত
একি শাপভ্রষ্টা, অপ্সরী কিন্নরী,
মর্ত্ত্যে হল উপস্থিত।
হাকিম তখন, কহিল হুঙ্কারী
আরে রে যবন পাজী,
আমার হুকুমে, পরিণীতা পত্নী
লইতে হইবি রাজী
নচেৎ মঙ্গল হইবে না তোর
বলিরে বিশেষ করে।

অগত্যা তখন, রাগিয়া ফুঁদিয়া
যবন চলিল ঘরে।
গোল আঁখি দুটি ঘুরিতে লাগিল
নিদারুণ ক্রোধ ভরে।
চলিল গোলাপী, (তার) পাছু গড়াইয়া
সৌন্দর্য্য উথলি পড়ে।

৮ কাশীধামের দেবদেবী।

মরি কি সুন্দর কাশী তীর্থের প্রধান,
স্বর্গ সম মনোরম প্রস্তরে নির্ম্মাণ।
মরিগো শিবের সভা সুন্দর কেমন,
শত শিবে করিয়াছে সভার গঠন।
যাঁর মন্দিরে ধ্বজ সুবর্ণ মণ্ডিত,
তিনি হন "বিশ্বেশ্বর' ভারত-বিদিত।
দক্ষিণেতে অসি আর উত্তরে বরুণা
কুলু রবে বাজাইছে বিজয় বাজনা।
কাশীর চরণে গঙ্গা উত্তর বাহিনী,
"অন্নপূর্ণা" বারাণসে প্রস্তর-রূপিণী।
"আদি কেশবের" রূপ অতি চমৎকার,
"বেণীমাধবের রূপ কাশীর বাহার
"বেণীমাধবের' ধ্বজ মরি কি সুন্দর,
ভীমার্জ্জুন সম শোভা করে নিরন্তর।
ওই অতি উচ্চ ধ্বজ করি আরোহণ
যাত্রীরা কাশীর শোভা করে নিরীক্ষণ।
সুবিখ্যাত শিব-লিঙ্গ অপূর্ব্ব "কেদার,"
গঙ্গাতীরে স্থিত অতি প্রকাণ্ড আকার,

কাশীর উত্তরে আছে "বটুক ভৈরব"
দক্ষিণেতে দুর্গাবাড়ী (যেন) কাশীর বৈভব
বাণারস হয় অতি বিশাল সহর,
শত শত কুণ্ড হেতা দেখিতে সুন্দর।
"সূর্য্য কুণ্ড' "গোবা-কুণ্ড" কুণ্ডের প্রধান,
'পিতৃ-কুণ্ডে" "মাতৃ-কুণ্ডে" (সবে) করে পিণ্ড দান।
"দুর্গা-কুণ্ড " লক্ষ্মী-কুণ্ড" বড়ই সুন্দর,
'মান-সরোবর" যেন শোভার আকর।
"ত্রৈতরণী" 'বৈতরণী" কুণ্ড চমৎকার,
লবাট-কুণ্ড"টি যেন সৌন্দর্য্যের সার।
"পাপ মোচনে"র স্নানে দূর হয় পাপ,
"ঋণ মোচনের" স্নানে দূরে যায় তাপ।
'পিশাচ মোচন কুণ্ড" সদা নীরময়,
তিথি মত স্নান করে যাত্রী সমুদয়।
"কপিল-ধরাতে" সব অমাবস্যা যোগে,
পিণ্ডদান করে গিয়া পুণ্যবান লোকে।
"কাল-ভৈরবের" কাছে যায় যাত্রিগণ,
'নাট-ভৈরবেরে" দেয় কুসুম চন্দন।
"দণ্ড-ভৈরবের" হয় অপরূপ রূপ,
'উন্মত্ত-ভৈরব" যেন শমন স্বরূপ
"সিদ্ধ ভৈরবেরে" হেরি বড় সুখ হয়,
"সংহার-ভৈরবে" হেরি ভীতি উপজয়,
"ক্রোধ-ভৈরবের" অতি ভীষণ আকৃতি
"ক্ষমা-ভৈরবের" অতি মধুর মূরতি।

'অগ্নি' "হুতাশন" 'বুধ' ইত্যাদি ভৈরব,
পুষ্প, বিল্ব পত্রে পূজা করে যাত্রী সব
লক্ষ লক্ষ শিব লিঙ্গ কি লিখিব নাম,
গোটা কত লেখে করি সিদ্ধ মনস্কাম
"স্বর্ণেশ্বর" "শূলেশ্বর" 'নীলকণ্ঠেশ্বর,"
"তিলেশ্বর" পাহাড়ের সম কলেবর
'কৃত্তিবাসেশ্বর আর 'কপাল মোচন"
'মহা মৃত্যুঞ্জয়েশ্বর" ভীম দরশন
"বৃদ্ধকালেশ্বর' আর 'বেদ ব্যাসেশ্বর"
'শূল টঙ্কেশ্বর' হয় অতি মনোহর।
'দশাশ্বমেধের ঘাট' অতি শান্তিপ্রদ,
"দশাশ্বমেধেরেশ্বর"ঘাটের সম্পদ।
'পুষ্পদন্তেশ্বর শিব' অতি নিরমল,
যাত্রিগণ দেয় গঙ্গা জল বিল্বদল
"জ্ঞানেশ্বর" বীরেশ্বর' "ভূতেশ্বর" আর,
"ত্রৈতরণীশ্বর' শিব অতি চমৎকার,
"বৈতরণী কুণ্ডে আছে 'বৈতরণীশ্বর"
'ঋণ মোচনের" পূজা হয় নিরন্তর
'কাশী যেন শিব মাল্য করিয়া গ্রথিত
মনোসুখে স্বশরীর করেছে সজ্জিত
ওষ্ঠে, পৃষ্ঠে শিব, শিব নয়নে বদনে,
অধরে, উদরে শিব, বসনে, ভূষণে,
"উল্টাচণ্ডি" "দুর্গা" "কালী" "চৌষট্টি যোগিনী,"
'ত্রিপুরা' "ভৈরবী" "যোগচণ্ডি" 'দেবী-রাণী"

"আশাকালী" 'কাশী কালী' "ভদ্রকালী" আর
"সঙ্কটা দেবী"র পূজা হয় শুক্রবার
"ললিতা" 'কামাক্ষ্যা" 'নাগচণ্ডি' "জগন্মাতা''
সুভদ্রা ও সীতা সতী সবার পূজিতা
"মহা দেবী কাশীশ্বরী" "কাল-রাত্রি কালী"
"পার্ব্বতী" 'বিকট কালী' প্রস্তর পুতুলি ।
"জগন্নাথ" "বলরাম' "শ্রীরাম লক্ষ্মণ'
পাষাণে গঠিত মূর্ত্তি অপূর্ব্ব দর্শন
যত তীর্থ আছে এই ভারতের মাঝে
সে সকল তীর্থ এক কাশীধামে আছে
ঈশ্বরী যথাই চণ্ডি, খোদিতা পাষাণে,
মঙ্গল বারেতে সব বিবিধ বিধানে
গঙ্গা জলে, বিল্ব দলে পূজে যাত্রিগণ,
প্রবাদ করেন ইনি শান্তিসঞ্চারণ ।
এক কাশী ধামে আছে সহস্র গনেশ,
পাষাণে গঠিত নহি সৌন্দর্য্যের লেশ ।
'ধুণ্ডি রাজ' চিন্তামণি'' আর গণপতি
"এক'পদ'' বক্র তুণ্ড'' বিকট আকৃতি
'জব পুড়ানের' কাছে যব দিতে হয়,
'অঙ্গ বিনাশের'' অঙ্গ সদা দুঃখময় ।
"দাতা গণেশেরে" লোক নিত পূজা করে,
"রাজা গণেশেরে" লোক হেরে প্রাণ ভরে
'নর-সিংহ' রূপ আহা সুন্দর কেমন,
"পুষ্কর" 'ভাস্কর" হেরি মুগ্ধ হয় মন

"ব্যাসকাশী"* তীর্থ আছে গঙ্গার ওপারে।
যাত্রিগণ যায় ব্যাসকাশী দেখিবারে,
কিন্তু ব্যাসকাশী কেহ বসতি না করে।
সকলের ভয় পাছে ব্যাসকাশী মরে
ব্যাসকাশী মাঝে যার দেহ মুক্ত হয়,
আত্মা তার গাধা হয় কাশীখণ্ডে কয়।
অনেক শীতলা মূর্ত্তি আছে কাশীধামে
যাত্রিগণ পূজা করে বিবিধ বিধানে
কার্ত্তিক মাসেতে পূত পঞ্চগঙ্গা ঘাটে
শেষ বিভাবরী যোগে বহু যাত্রী যোটে।
আকাশে ত রকা বাজি করি সন্দর্শন,
পাইতে হইবে এই স্নানের নিয়ম।
যাত্রিগণ স্নান করি পিশাচ মোচনে
পিশাচে সন্তুষ্ট করে বার্ত্তাকু অর্পণে
শীতল পাথরে গড় সুন্দর সুঠাম,
কাশীর প্রধান শিব "বিশ্বেশ্বর" নাম
সোণার চৌবাচ্চে আর গঙ্গাজল মাঝে,
পুষ্প বিল্বদলে শিব নীরবে বিরাজে
এঁর সন্ধ্যারতি সম সন্ধ্যারতি আর,
ভারত সংসারে নাই কোন দেবতার।
নয় জন পাণ্ডা ঘেরি বসি বিশ্বেশ্বরে,
সন্ধ্যা সমাগমে নিত্য সন্ধ্যারতি করে।
নয় জন একাসনে ঢালে গঙ্গাজল,

* গঙ্গার একটী ঘাটের নাম।

নয় জন এক সঙ্গে দেয় বিল্বদল
একসঙ্গে পঞ্চ গব্য ঢালি নয় জন,
শুদ্ধ করি লন পরে মনের মতন
নয় গাছি পুষ্প মাল্য নয় জনে নিয়ে,
এক সঙ্গে বিশ্বেশ্বরে দেয় পরাইয়ে,
পুষ্প, বিল্বদল সব নিবেদন [illegible],
এবং [illegible] দিতেছেন [illegible]
তারপর নানারূপ করি স্তব স্তুতি,
নয় জনে মিলে করে দিবেন আরতি।
নয় জন নিয়ে পঞ্চ প্রদীপ লইয়া,
সুন্দর আরতি করে নাচিয়া নাচিয়া
দুই ঘট এ [illegible] নিগম,
বাজন ডঙ্কা [illegible] অনেক রকম
এরূপে আরতি [illegible] সমাধা হইলে,
বেদ পাঠ করে সব পাণ্ডাগণ মিলে
তারপর [illegible] হয়,
হেরিলে অন্তরে হয় আনন্দ উদয়
কার্তিক মাসেতে এক দিবস মোকামে
একটা উৎসব হয় 'অন্ন-কুট" নামে
[illegible] অন্ন আর নানা ব্যঞ্জন,
পাণ্ডাগণ সবজনে করে আয়োজন
থরে থরে রাখে আনি শিবের গোচরে
হেরিলে বিস্ময়ে যেন নবীন শিখরে ।

সন্দেশ ও সরবৎ দ্বারা ভোগ দেওয় কে শিঙাইর কাছে

অন্নের উপরে দিয়ে শক্তি মত ধন,
নর নারীগণ সব করে নিরীক্ষণ
ক্রিয়ান্তে অর্দ্ধেক অন্ন দরিদ্রেরা খায়,
অবশিষ্ট অংশ পাণ্ডাগণ নিয়ে যায়।
কেদারের* অন্ন কুট এইরূপে হয়,
নেহারিলে মনে হয় বহু সুখোদয়
কি সৌন্দর্য্য কাশীতলবাহিনী গঙ্গার,
কিবা কল কলনাদ কিবা স্রোত-ধার
দুর্গোৎসব উপলক্ষে পূত বারাণসে,
দেশ দেশান্তর হতে কত লোক আসে
বিজয়া দশমী যোগে কত ঘটা হয়,
হেরিলে কার না নাচে আনন্দে হৃদয়
দলে দলে ষাঁড় গুনি ভ্রমিয়া বেড়ায়,
ভ্রাম্যমান মর্কটেরে হেরি কম্প কায়
ষাড়বৎ রাড়িরাও দিবানিশি ভ্রমে,
কি আশ্চার্য্য যাত্রীদের অরুচি বিশ্রামে
প্রত্যুষেতে বিধবারা করয় গমন,
নামাবলী বস্ত্রে করি দেহ আচ্ছাদন।
পূজার যোগাড় সব সঙ্গে করি নিয়ে,
দীর্ঘ দিন পথে পথে বেড়ায় ভ্রমিয়ে
শত শিব পূজা করে বসি শত বার
তথাপি পূজিতে নাই অরুচি কাহার
মধ্যাহ্নে আসিয়া করে রন্ধন ভোজন,

---

*কেদারেশ্বর শিব।

আবার আরম্ভ করে করিতে ভ্রমণ,
শান্তিহীনা ক্লান্তিহীনা কোটি কোটি নারী,
দেবালয়ে দেবালয়ে ভ্রমে সারি সারি।
আনন্দ উৎসব যেন জোছনার মত,
কাশীকে রেখেছে সদা করি আচ্ছাদিত।

শরৎ সেফালী।

ফুটিয়াছে শরতের সেফালিকা ফুল কুল,
মাঝে মাঝে শুভ্র নগ্ন বৃন্ত ললনার চুল
বৃন্তে রাখি অধরোষ্ঠ শূন্যে বাঁধিয়াছে কোল,
সমীর সোহাগ করি সতত দিতেছে দোল।
ভ্রমর ভাবনা ভুলি নিত্য করে মধু পান,
প্রজাপতি প্রেমে মাতি সদা করে স্তুতি গান।
শিশির সলিল সব ধরিতেছে আনমনে,
বালার্ক কিরণ-কণা পরশিছে সন্দর্শনে,
কার কারুকার্য্য এরা কার প্রেমে মাতোয়ারা,
কার খোঁজে পড়ে ঝরে কোন্ খেদে দিশাহারা ॥
অসীম সৌন্দর্য্য মাখা বিষাদের আবছায়া,
প্রকৃতি গড়েছে ইহা শ্রেষ্ঠ উপাদান দিয়া

দুর্গাবাড়ীর পথে ৺মেনকার বাড়ী।

কত যে প্রফুল্ল ফুল
কত যে ললিত লতা,
কত যে কোমল-কলি,
কত যে পবিত্র পাতা
কত ঘাস কত বাঁশ,
কম্পিত হতেছে সদা,
কত ঘুঘু ঘাস ঘনে
কহিছে মধুর কথা।
পল্লব-ভূষণ পরি,
দিগম্বরী দিক্ বালা,
ঊর্দ্ধে মুক্ত নীলাকাশ,
দিয়ে শ্যাম শোভা ঢালা
পশ্চাতে প্রশস্ত পথ
সংখ্যাতীত নর নারী,
দুর্গাবাড়ী চলিয়াছে,
কেহ পূজি যায় ফিরি

ছোট-বস্তু।

(ইংরাজী হইতে অনুবাদিত)

১

যদিও সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনের কণা
তথাপি গড়িছে ইহা অনন্ত অর্ণব,
যদিও সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকার দানা,
তথাপি গড়িছে দেশ দেশান্তর সব

২

এইরূপে ক্ষুদ্র কাল মিনিট সকল,
যদিও সামান্য এরা তথাপি গড়িছে
অনন্ত কালের আয়ু মরি কুতুহল
মিনিট ধরিয়া যুগ আসিছে যাইছে

৩

এইরূপ আমাদের ক্ষুদ্র ভুল যত,
চালায় আত্মা কে দূরে ধর্ম্মপথ হতে,
পথহারা করে নিয়ে উদ্ভ্রান্তের মত
পাপে ডুবাইয়' ক্লেদ মেখে দেয় হৃদে।

৪

একটু স্নেহের কণা একটু করুণা
কেমন প্রফুল্ল করে মানব হৃদয়,
কি এক হর্ষের রাজ্য করয় স্থাপনা
এক বিন্দু হাস্য, জুড়ি বিশ্ব সমুদয়।

৫

একটু দয়ার কার্য্য কিবা মূল্য তার,
তথাপি যখন ইহা না থাকে হৃদয়ে,
থাকেনা সেখানে কিছু সৌন্দর্য্য বাহার
পরিপূর্ণ হয়ে থাকে অন্ধকার দিয়ে।

৬

একটী দয়ার কার্য্য একটু সান্ত্বনা,
ধরাতলে আমাদের নেত্রের গোচরে,
নন্দন কানন কোটী করিছে রচনা,
দেবতার দেশ যথা শূন্যে শোভা করে

মহান ঈশ্বর।

(ইংরাজি হইতে অনুবাদিত)

১

বসুধার যত বস্তু কি উজ্জ্বল, কি সুন্দর,
পৃথিবীর যত প্রাণী, ক্ষুদ্র কি মহৎ জ্ঞানী,
আশ্চর্য্যজনক হোক, কিবা চতুর বর্ব্বর,
সব সৃজেছেন এক সেই মহান ঈশ্বর।

২

ছোট পাখী গুলি যাহা করে সদা কত গান,
প্রত্যেকটি ফুল-যূথ, যাহা হয় বিকশিত,
ফুলের রঙ্গিণ রূপ ডানা পাখীর উপর,
সব সৃজেছেন এক সেই মহান ঈশ্বর

৩

অহো !! কনক-উজ্জ্বল যত পর্ব্বত-শিখর,
নদ, নদী প্রবাহিত, হয় যাহা নির্গমিত,
প্রাতঃ, সন্ধ্যা আলোকিত করে সব চরাচর,
সব স্বজেছেন এক সেই মহান্ ঈশ্বর।

৪

সবুজ বনের মাঝে দীর্ঘ তরুবর,
নিদাঘের মিষ্ট রবি, অনলের উষ্ণ ছবি,
বাগানের পক্ক ফল মরি কিবা মনোহর
সব স্বজেছেন এক সেই মহান্ ঈশ্বর।

৫

তিনি দিয়েছেন সবে দুটি চক্ষু ইন্দিবর,
হেরিতে এ শোভা তাঁর, দুটি ঠোঁট বলিবার।
তিনি রেখেছেন সুখ-পথ খুলি বহুতর,
তিনি বিশ্ব-সিংহাসনে রাজছত্র-দণ্ডধর
ওহো ! মহান ঈশ্বর তিনি মহান ঈশ্বর।

বালকের উক্তি।

তারার প্রতি

(ইংরাজি হইতে অনুবাদিত)

১

শিরোপরি শূন্যে তুমি উজ্জ্বল-তারকা,
জ্বল ঝলমল করি শূন্যাসনে রহি,
কি বিচিত্র তুমি যেন চিত্র পত্রে আঁকা,
মুগ্ধ নেত্রে মগ্ন হয়ে হেরিতেছ মহী

২

থাকিত আমার যদি দুটি ক্ষুদ্র ডানা,
পরিচয় করিতাম তব সনে তারা
দেখিতাম তারা ! তুমি তারা কিম্বা সোণা,
দেখিতাম কত খেলা খেল নিশি ভরা।

৩

কত যে আমোদে মোরা যাইতাম চলে,
গড়াইয়া গড়াইয়া মেঘ ভেদ করি,
একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে কুতূহলে
ধীরে ধীরে, চুপে চুপে সারি সারি সারি।

৪

ওই চাঁদ ছিল পূর্ণ থালার মতন,
এবে হইয়াছে রৌপ্য তরিটির ন্যায়,
চারিদিকে আলোকের সিন্ধু অতুলন,
ওই রৌপ্য তরি মোরা নিক্ষেপিয়া তায়—

৫

অপার আনন্দে মোরা বেড়াতাম ভেসে।
ওহে! যবে নৃত্য কর কিম্বা কর খেলা,
কেহ কিহে বাধা দেয় ক্রীড়া স্থলে এসে,
খেলিতে বারণ করে ভরা সন্ধ্যাবেলা!

৬

বিস্ময়ে হয়েছে পূর্ণ ক্ষুদ্র মম মন,
এত সহিষ্ণুতা গুণ হেরিয়া তোমার,
এত ধীরে কি প্রকারে করহ গমন
নিশিব্যাপী হও আকাশের প্রান্ত পার

তারার উক্তি।

৭

ওহে শিশু অদ্বিতীয় পিতা একজন
আছেন মোদের দেন পথ দেখাইয়া,
আমরা তাঁহার বাক্য করিনা হেলন,
প্রতি কাজ করি তা'র উপদেশ নিয়া।

বরষার ফুল।

১

ফুটেছে কানন ভ'রে বরষার ফুল,
ভাদরের ভরা জল,
করিতেছে কল্ কল্,
ভাসিয়া গিয়েছে স্রোতে একূল ওকূল

২

ফুটেছে কানন ভ'রে বরষার ফুল,
তরু লতা হাঁটু-জলে,
কুন্তল দিয়েছে খুলে,
দুলিছে পল্লবাঞ্চল দুদুল্ দুদুল্।

৩

ফুটেছে কানন ভ'রে বরষা-কুসুম,
নাই প্রজাপতি, অলি,
ঘুমেতে পড়েছে ঢলি,
বসন্তের সমাদরে ভাঙ্গিবে এ ঘুম।

৪

ফুটেছে কানন ভ'রে বরষার ফুল,
ডুবুডুবু বৃষ্টি-জলে,
সমীর খেলিছে কোলে,
অমরার ধন এ যে ধরাতলে ভুল।

৫

ফুটেছে কানন ভ'রে অশ্রুমুখী-ফুল,
নীর-কণা ভূষা তার,
কোমলাঙ্গ চমৎকার,
দেবতার আশীর্ব্বাদ অমৃত মুকুল।

৬

ফুটেছে কানন ভ'রে বরষার ফুল,
নিজে হাসে, নিজে কাঁদে,
প্রেম-ডোরে নাহি বান্ধে,
কোন প্রিয়জনে—এ যে দেববালা তুল

চন্দ্র।

১

চন্দ্র! তুমি সুন্দর অতি
আকাশ তলে বসিয়া,
চেয়ে আছ মোর প্রতি
সহস্র আঁখি খুলিয়া।

২

চন্দ্র তুমি সুন্দর বড়
বড় নির্ম্মল, পবিত্র,
তব জ্যোছনা থরে থর
হাসিছে হয়ে একত্র।

৩

কি মধুর তব আনন
মাখিয়া আছে অমিয়া,
তব চকোরী ত্যজি ভুবন
প্রেমেতে ভ্রমে নাচিয়া।

কালের খেলা।

১

বৃক্ষ অলি গ্রামে নাম কপিল ব্রাহ্মণ,
কস্তবিক পত্নী সহ বসে হৃষ্টমন
কপিল ও কস্তবীর প্রেম-সরোবরে
ফুটেছিল ক'টি ফুল বিধাতার বরে
সেই গ্রামে কৃষ্ণকান্ত নামে জমীদার
ছিলেন, চৈতন্য সম চরিত্র তাঁহার;
প্রাণভরা প্রীতি লয়ে প্রেমে উতরোল,
অধম পাতকী জনে ডেকে দেন কোল
যেমন চাকর তাঁর তেমনি মনিব—
কপিল বিশ্বস্ত নন্দী, কৃষ্ণকান্ত শিব
কৃষ্ণকান্ত নিষ্ঠভাবে কপিলের সনে
সঙ্কীর্ত্তন করি ফিরে শ্মশানে মশানে।

এই ভাবে তাঁহাদের সৌভাগ্য নলিন
ক্রমে প্রস্ফুটিত, সুখে কেটে যায় দিন।
কপিল প্রভুর কাজ করি সমাধান,
সানন্দে আপন গৃহে করেন প্রস্থান।
এ দিকেতে কস্তুরিকা স্বামীর কারণ
কতই সুখের চিত্র করেন অঙ্কন
সুবৃহৎ খট্টা পরে শয্যা বিছাইয়া,
আপনি রাখেন তাহে তাম্বুল সাজিয়া
স্বহস্তে খাবার বস্তু করিয়া তৈয়ার
সযত্নে রাখেন আনি সম্মুখে তাহার
হস্ত পদ প্রক্ষালিতে সুশীতল বারি
রাখেন স্বামীর তরে সতী সাধ্বী নারী।
যখন কপিল দেব আসেন ভবনে,
কস্তুরিকা কাছে যান প্রফুল্ল বদনে
পত্নীর পবিত্র মুখে হেরে হাসিরাশি
কপিল স্বরগে যান সুখনীরে ভাসি
কদম্ব কমল নামে তনয়যুগল
হাস্যমুখে বন্দে আসি পিতৃ-পদতল
দাসীর কোলেতে থাকি বিপিন তনয়া
পিতৃ-কোলে যায় ক্ষুদ্র ভুজ পসারিয়া।
তখন কপিল দেব পুত্র কন্যা নিয়ে
বিশ্রাম করেন সুখশয্যায় বসিয়ে।
কস্তুরিকা সতী, তাঁর বসি পদতলে
পতিকে করেন তুষ্ট গল্পসল্পচ্ছলে।

২

পত্নীর ধরিয়া হস্ত প্রভাতে প্রদোষে
কপিল বাগানে যান শীতল বাতাসে
সুকোমল পুষ্পগুলি পড়ে চারিভিত,
শিশির ঝরিয়া পড়ে, পাখী গায় গীত
চারি দিকে মনোহর মধুর-সলিলা
মানস-সরসীগুলি হিল্লোল-কুন্তলা।
প্রভাতে শোভয় তাহে পদ্ম অলঙ্কার,
ঘন ঘন উঠে কৃষ্ণ ভ্রমর-ঝঙ্কার
প্রদোষে মুদিত পদ্মে নিদ্রিত ভ্রমর,
কি মধুর। সমীরণ করে সরসর।
মানস-সরসে হংস, কপিল-পালিত
মৃণালিনী সহ করে মৃণালে দলিত।
কপিল ও কস্তুরিকা সরসীর তীরে
প্রদোষে প্রভাতে কত সুখে ক্রীড়া করে
কখনো তুলিয়া ফুল পীরিতি সোহাগে,
সাজান কপিল দেব প্রাণের জায়াকে।
কখন বা কস্তুরিকা তুলিয়া কমল
পূজেন ভবানী সম পতি-পদতল
তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন
তনয় তনয়া গুলি করে আগমন।
কখন বা অপরাহ্নে পশিয়া বাগানে
সুখে আত্ম-হারা হয় শোভা দরশনে।
অঞ্জলি অঞ্জলি তুলি গোলাপ বকুল
নির্ম্মূল করিয়া ফেলে কিশলয়কুল

মানস সরস ত্যজি রাজহংসদল
শিশুদের কাছে এসে করে কোলাহল।
চকিতে হরিণ শিশু যায় পলাইয়া,
শিশুরা ধরিতে যায় হাত তালি দিয়া।
অদূরে বকুলতলে বসি ভূমি'পরে
কপিল ও কস্তুরিকা এই শোভা হেরে।

৩

এরূপে দম্পতী প্রেমানন্দের তুফানে
সুখে কাল কাটে রোগ শোক নাহি জানে।
কস্তুরীর বিম্বাধরে হাস্যের লহরী
চির-বিকশিত যেন বিশ্ব মুগ্ধকরী।
অগাধ আনন্দভরা আত্মার ভিতরে,
অপার গাম্ভীর্য্যরাশি বদন উপরে,
ইহাতে হয়েছে অতি শোভা অতুলন
কপিলের—দৃষ্টি মাত্র মুগ্ধ হয় মন।
মধুর উজ্জ্বল যথা মন্দার-মালিকা
তেমনি তাদের তিন বালক বালিকা।
মুখে হাসি বুকে দয়া কার্য্যেতে তৎপর,
দেহে পরিপূর্ণ রূপ, দানেতে সত্বর
পরম পবিত্র ভাবে সুখের হিল্লোলে
দিনগুলি নেচে নেচে যাইতেছে চলে।
ওহে বিধি নিরদয় এমন সময়
কীট-দষ্ট করি দিলে সুখ-কুবলয়!

ফিরিল সৌভাগ্য-চক্র, আইল কুদিন,
বাসনা-মুকুল গুলি হইল মলিন।
কপিল দেবের হ'ল ক্ষয়কাশ রোগ,
ভুগিতে লাগিল সে যে নিদারুণ ভোগ।
অরুচি উৎকট জ্বালা সর্ব্ব কলেবরে
নিরখিয়া সকলের হৃদয় বিদরে।
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা কস্তুরিকা সতী
সেবিতে লাগিল নিজ প্রাণাধিক পতি
খেলা ধূলা ভুলি দুটী সুবোধ তনয়
পিতার চরণ তলে সদা বসি রয়।
হায়! এই ঘটনার মাস দুই পরে,
কপিল স্বরগে গেল মহাযাত্রা করে।

৪

কে গো তুমি বিষাদিনী বসি তরুতলে
এলোচুলে ভাসিতেছ নয়নের জলে?
তেজশূন্য শোভাশূন্য যুগল নয়ন
রক্তশূন্য, মধুশূন্য, সরোজ বদন।
দুই দিকে বসি দুই নীরব তনয়,
ক্রোলের নিকটে কন্যা হেঁট মুখে রয়।
তোমারে চিনেছি অয়ি কস্তুরিকা সতি!
ধরেছ বিষাদমূর্ত্তি হারাইয়া পতি
দুই দিকে বসি দুই তনয় রতন
জননীকে বাহু দিয়া করেছে বেষ্টন।

কোলের নিকটে বসি বালিকা বিপণি
মাতার যন্ত্রণা হেরি বিরস-বদনী
উঠ উঠ সতী সাধ্বী কস্তুরী ললনা,
জগত-জীবন ঘুচাবেন এ যাতনা ।
কস্তুরিকা এসংসার পরীক্ষার স্থল,
অসার সংসারে সার ধর্ম্মই কেবল
অতএব উঠ, কর শোক পরিহার,
সাধুজনে রক্ষিবেন দেব সারাৎসার।
ধর্ম্মের চরণে করি দৃঢ় প্রাণ মন
উঠিলেক সতী করি অশ্রু সম্বরণ।
চিরাঙ্কিত করি বুকে পতির মূরতি,
কর্ত্তব্য পালন হেতু উঠিলেন সতী।
কপিলের যদি হ'ল দেহের পতন
কৃষ্ণকান্তের(ও) হইল রোগের লক্ষণ।
দুই তিন দিন রহি রোগ শয্যাপরে
কৃষ্ণকান্ত চলে গেল অমর নগরে—
কপিল গিয়াছে যথা　হায় হায় হায়!
কস্তুরীর মুখপানে কেবা ফিরে চায়
কস্তুরীর টাকা কড়ি সব ফুরাইল,
দাস দাসী লোক জনে বিদায় করিল
মানস সরস সহ ফুলের বাগান,
বিক্রী করি টাকা দিয়ে কিনিলেক ধান,
আপনার অঙ্গে ছিল যত অলঙ্কার
বেচি বেচি অভাগিনী চালায় সংসার।

ঘরে নাই অন্ন গোটা অঙ্গে নাই বল,
ললাটে চিন্তার রেখা চক্ষে অশ্রুজল ?
এইরূপে বিষাদিনী শিশুগণে নিয়ে
কভু অন্ন খায়, কভু না থাকে খাইয়ে
'মা' বলিয়ে ডাকে যবে হৃদয় কমল,
কস্তুরীর ভাঙ্গা বুকে আসে কত বল
দেড় বৎসরের শিশু, বালিকা বিপণি
মা বলিয়া আসে যবে তুলি হাতখানি
আধ হাসি আধ কান্না মাখা সেই মুখ
হেরিলে দুঃখিনী যেন ভোলে সব দুখ
কি আশ্চর্য্য বিধাতার মঙ্গলবিধান—
দুখের মধ্যেও প্রাণে করে শান্তি দান !!
এইরূপে অভাগিনী বিষাদ-সাগরে,
ডুবিয়া কেবল মনে হরি নাম করে
হৃদয়-মন্দিরে আঁকি স্বামীর মূরতি
আপনার ইষ্ট পূজা করে নিরবধি,
তনয় তনয়া গণে পালে সযতনে,
যথাসাধ্য দান করে দীন দুঃখী জনে
এইরূপে সম্বৎসর অতীত হইল,
দ্বিতীয় বৎসর এসে অন্তে দেখা দিল।
কি কব দুঃখের কথা বিধি নিরদয়
বিমুখ হইল পুনঃ এমন সময়।
এক দিন নিশি শেষে বসন্তের ঊষা,
উদিল পুষ্পক জালে ঘুচিল কুয়াসা।

সেই সঙ্গে প্রান্তিময়ী প্রভাত উদিল,
পূরব গগনে বাল-রবি প্রকাশিল
কদম্ব, কমল দুটী ভাই এক সনে,
সাজি নিয়ে চলিলেক কুসুম চয়নে
শিব পূজা ক'রে মাতা, দাসী দাস নাই,
সেই হেতু ফুল তুলে আনে দুই ভাই
হারাদের বাগানেতে আছে কত ফুল,
কন্দর, কেতকী, জবা, কঙ্কুর, বকুল।
দুই ভাই দ্রুত গতি চলিল তথায়,
অন্তরীক্ষে অন্তর্যামী নিমগ্ন লীলায়।
সুবৃহৎ তরু শিরে থরে থরে থরে
ফুটেছে কনক চাঁপা চঞ্চল সমীরে।
কদম্ব উঠিল বৃক্ষে ফুলের কারণ,
এদিকে মায়ের চক্ষু হইল স্পন্দন।
নির্জ্জন কোটরে এক সে তরুর গায়
ছিল এক কাল সর্প কালের ইচ্ছায়
কদম্ব বিহঙ্গ ভাবি ভুজঙ্গে ধরিল,
অমনি রুষিয়া ফণী দংশন করিল।
আয় ভাই আয় আয় ধরিয়াছি পাখী,
অগ্নিসম জ্বলিতেছে পাখীর দু আঁখি।
কোটরে দিয়াছি হাত এই দেখ হাতে,
পাখী মোরে রাগ করি কাটিয়াছে দাঁতে।
বড়ই লেগেছে মোর ঘুরিতেছে মাথা,
তুমি এসে পাখী ধর রাখ মোর কথা

উচ্চস্বরে বার বার এই কথা বলে,
বালক মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল ভূতলে।
দাদা যদি পড়ে গেল কমল তখন,
সানন্দে করিল সেই তরু আরোহণ
ধরিতে পাখীর ছানা হায়রে নিয়তি,
কর্ত্তব্য পালনে তুমি ব্যস্ত সদা অতি
ক্রোধ করি কাল সর্প যে কোটরে ছিল,
কমল কোমল হস্ত সে কোটরে দিল।
পাখী ভাবি কালসর্পে করিল স্পর্শন,
যমদূত কমলেরে করিল দংশন
দাদা দাদা, ধর ধর বলিতে বলিতে
কমল অজ্ঞান হয়ে পড়িল ভূমিতে
রে দুষ্ট, রে নিরদয়, রে কাল শমন
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি তোমার ব্যাদন।
অনন্ত আকাশ যুড়ি তোমার উদর,
নিদারুণ ক্ষুধা তব জ্বলে নিরন্তর

৬

কদম্ব কমল যদি হইল পতিত,
অকস্মাৎ কস্তুরিকা হইল কম্পিত
কন্যাটিকে কোলে করি বিষণ্ণ বদন,
স্নান হেতু সরোবরে করিল গমন
বিপণিকে বসাইয়া সরোবর তীরে,
স্নান হেতু ধীরে ধীরে নামিলেক নীরে।

অজ্ঞাত আশঙ্কা কিন্তু ছাড়িল না তারে
জ্বালিতে লাগিল অগ্নি ফুৎকারে ফুৎকারে।
অন্তরে উঠিল জ্বলি বিষম অনল,
ঝরিতে লাগিল বেগে নয়ন কমল
কি হেতু এরূপ হয় ভাবিতেছে মনে,
হঠাৎ এ কুসংবাদ শুনিল শ্রবণে
"হারাদের বাগানেতে কদম্ব, কমল,
সর্পাঘাতে মরে পড়ে আছে ধরাতল "
"কে হরিল, কোথা গেল সর্ব্বস্ব আমার,
জনমের মত আহা দেখি একবার "
ইহা বলি বক্ষস্থলে করাঘাত করে,
ছুটিল বিবশা নারী কে রাখিবে ধরে ?
সরোবর সোপানেতে বিপণি তাহার,
রহিল যে পড়ি, তাহা জ্ঞান নাই আর।
পাগলিনী সম যদি ছুটিল কস্তুরী,
ছুটিল পশ্চাতে তার যত নরনারী
হারাদের বাগানেতে কত নারী নর
সমবেত হইয়াছে ভূমির উপর।
সেই জনতার মাঝে কদম্ব, কমল
চির নিদ্রাগত যেন তড়িৎ অচল
ওহে নিদারুণ বিধি, ওহে পরমেশ,
দয়াময়, তোমার কি নাহি দয়া লেশ ?
দীনা, হীনা, বিমলিনা বিধবা কস্তুরী
মরা পুত্রে নিয়ে কাঁদে হরি হরি হরি।

উঠ উঠ কস্তুরিকা কি হবে কাঁদিয়ে,
বিপণি ডাকিছে তারে কোলে কর গিয়ে!
ওহো হো শশীর শোভা, সুখের ভাণ্ডার,
কদম্ব, কমল উঠ, ঘুমাও না আর
নাই নাই দাস দাসী, নাই নাই ধন,
মায়ের করুণ মুখ কর দরশন
কেন উপবিষ্ট আছ গ্রামবাসিগণ,
দুঃখিনীর ধনে কর দাহ আয়োজন।
দুঃখিনীকে সরাইয়া সকলে তখন,
শব নিয়ে শ্মশানেতে করিল গমন।
ধীরা, স্থিরা, সুগম্ভীরা কস্তুরিকা সতী
ডাকিল বিপন্ন হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের পতি
গুরুতর পুত্র-শোক সহিতে না পারি,
ডাকিল কাতর হ'যে শ্রীহরি, শ্রীহরি

৭

এদিকে সোপানে বসি বালিকা বিপণি,
না হেরি মায়ের মুখ বিষণ্ন বদনি
দেড় বৎসরের শিশু কি বোঝে কি জানে?
ভীত ভয়ে কেবল সে কাঁদিছে সঘনে
কাঁদে আর চতুর্দ্দিকে করে দরশন,
হেন কালে জল মধ্যে হইল পতন
সলিলে পড়িয়া শিশু হাবু ডুবু খায়
শমন দেখিয়া ক্রোড়ে লইল তাহায়

গৃহস্থের বধূ এক এহেন সময়
জল হেতু সবে ঘরে উপনীত হয়
হেরিল ভাসিছে চুল জলের উপর,
হঠাৎ উঠিল কাঁপি তাহার অন্তর
কেশ আকর্ষণ করি তুলিয়া ডাঙ্গায়,
বিপণির মুখ চিনি করে হায় হায়
দেখিতে দেখিতে তথা জনতা বাড়িল,
আহা আহা উহু উহু শব্দ উঠিল।
যেখানে কস্তুরী সতী মৃত প্রায় হয়ে,
অনশনে, ধরাসনে রয়েছে পড়িয়ে
সেখানে এ কুসংবাদ হইল প্রেরিত,
হতজ্ঞানা, কস্তুরিকা হইল কম্পিত।
ছুটিয়া পুকুর ঘাটে যাইতে চাহিল,
মস্তক ঘুরিয়া ভূমে পতিত হইল
জড়িত জিহ্বায় আর স্ফুরিল না ভাষ,
সঙ্কেতে মনের ইচ্ছা করিল প্রকাশ
বুঝিয়া তাহার ইচ্ছা গ্রামবাসিগণ,
বিপণির দেহ খানি করিল আনয়ন।
বিপণির মৃত দেহ দেখিয়া সম্মুখে
অভাগী উঠিল যেন বল বাঁধি বুকে
মুছাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে সোনার বদন,
বক্ষে চাপি বার বার করিল চুম্বন।
অকস্মাৎ দেহ তার কাঁপিতে লাগিল।
পদ্ম পত্র সম নেত্র নিস্পন্দ হইল।

কি হোল কি হোল বলি প্রতিবাসিগণ
দেখিল তাঁরেও গ্রাস করেছে শমন ॥

পিতাপুত্রে *

বসন্তের সন্ধ্যাবেলা, একটী সৌখীন বাবু,
হাঁকাইয়া গাড়ী,
বিয়াল্লিশ নম্বরের, বাড়ীতে নামিল আসি,
হাতে রৌপ্য ঘড়ী
বক্ষে স্বর্ণ চেনঘড়ী, নয়নে চশমা আছে,
দীর্ঘ শ্মশ্রু ভার,
পিঁধনে ঢাকাই ধুতি, অধরে তাম্বুল রাগ,
রূপের বাহার
রথীন্দ্র বাবুর নাম, চট্টগ্রামে বাড়ী তাঁর,
পার্ক ষ্ট্রীটে আজ
প্যাসিং কন্যার বাড়ী, হাঁকাইল জুড়ি গাড়ী,
দেহ ভরা কাজ।
অন্তঃসত্ত্বা কন্যা লীনা, রম্য হর্ম্ম্যোপরে বসি,
ভাবিতেছে কত,
আপনার ভাগ্য কথা, ও শিশু কুমার রত্ন,
রূপ গুণ যুত।
সে রত্ন অমূল্য রত্ন, বক্ষে ধরি লীনা সদা
করিয়া যতন,

* খবরের কাগজে পঠিত।

চুম্বিবে সে বিম্বাধরে, পিত্রালয়ে গিয়া সুখে,
কবিবে অর্পণ
জননীর কোলে পুত্র, জনক আসিয়া আহা,
কতই আদরে
দৌহিত্র নিবেন হৃদে, দেব দেবীদের বরে,
ধীরে ধীরে ধীরে।
বাড়িবে সে অনুপম, শিরীষ কুসুম সম,
তনু সুকুমার,
হেনকালে দ্বারদেশে, পদ শব্দ শুনি লীনা
চাহে বার বার
সহসা রথীন্দ্র বাবু, দাড়াইল এসে হেসে,
লীনা ছিল যথা,
আনন্দে পিতাকে হেরি, লুটায়ে পড়িল লীনা,
(যেন—) স্বর্ণ-পুষ্প লতা।
প্রণমি পিতার পদে, কুশল জিজ্ঞাসা লীনা
করিল তখন,
পিতাও সুস্থির হয়ে, (ক্রমে) কন্যার সকল প্রশ্ন,
করিল পূরণ
আর কহিল লীনা, চাঁদমুখে হাসি আনি,
পিতৃ করে ধরি,
এনেছ গরম জামা, সুমিষ্ট কমলা লেবু,
কহ ত্বরা করি
আমার লাগিয়া বাবা? আনি নাই লীনা,—লীনা,
শুনিয়া সেকথা

কহিল রাগিয়া বেশ শিখিয়াছ নিষ্ঠুরতা,
এবে তুমি পিতা
রথীন্দ্র কহিল লীনা গিয়েছি ভুলিয়া—লীনা
রক্ত বর্ণ হয়ে
কহিল আছে যে মনে, লীনা বলে এক জনে
যাহা তা ভুলিয়ে।
তব সম পিতা যার জীবনে মরণ তার
আমি অভাগিনী,
এমন গুণের বাপ পেয়েছি তপস্যা করি,
যাও কি পাষাণী ?
অথবা সে পরাধীনা, বিধবা সমান নারী,
তুমি পতি যার,
রথীন্দ্র শুনিয়া ক্রোধে, অধীর হইল যেন,
জ্ঞান নাই তার
কহিল পাষাণী লীনা যে দুর্ব্বাক্য শুনাইলি,
তোর গৃহে আমি
না করিব জলপান, এখনি ফিরিয়া যাব,
'যাবে যাও তুমি"
শুনিয়া কন্যার কথা, চলিল কুপিত পিতা,
কন্যা গৃহ ছাড়ি,
এদিকে সংক্ষুব্ধা কন্যা বিষ গুলে খেয়ে গেল,
দেহ পরিহরি
আর না জন্মিল পুত্র, আর না চুম্বিল লীনা,
আদরের ধনে.

আত্মহত্যা পাপে ডুবি, ভ্রমিতে লাগিল সদা,
নরকের বনে

কাক ঝোরা।*

১

কোথায় চলেছ তুমি নির্ঝরের জল!
কুলু কুলু কুলু রবে,
মোহিত করিছ সবে,
মুখরিত করি চির-স্তব্ধ-বনস্থল?

২

নীরব পাহাড়-ভূমি—নীরব সকল;
ভাঙ্গিয়া সে নিস্তব্ধতা,
তুমি চলিয়াছ কোথা,
অয়িলো রজত-লতা সুন্দর সরল?

৩

কোন্ দেব-দেশ হতে উজ্জ্বল অমল
রজত-ঝরণা ঝরি,
পড়িছ পর্ব্বতোপরি,
পান করি পরিতৃপ্ত তৃষার্ত্ত সকল

---

* দার্জিলিঙের প্রকাণ্ড নির্ঝর

৪

কোথায় চলেছ তুমি নির্ঝরের জল !
চরণে নূপুর কিবা,
বাজিছে যামিনী দিবা,
দিগ্ দিগন্তরে ব্যাপী কল্ কল্ কল্

৫

অমরের অক্ষিবারি ক্ষরি অবিরল
চলিয়াছে নাচি নাচি,
নাচাইয়া তৃণ গাছি,
ভিজাইয়া কাঁপাইয়া শুষ্ক দূর্ব্বাদল

৬

বিগলিত শান্তি এই নির্ঝরের জল
চারিপাশে ফুলদল
করে সদা দলমল,
হেলিয়া দুলিয়া নাচে ব্রততী সকল।

৭

সকলের মুখ প্রিয় নীর নিরমল
কখনো সর্পের মত,
বেঁকিয়া হয়েছ নত,
কখনো অধিক বক্র, কখনো সরল।

৮

বরফের মত তুমি সতত শীতল,
পর্ব্বত গহ্বর হতে,
ছুটিয়াছ বনপথে,
ধোয়াইয়া ধরণীর তপ্ত অন্তস্তল,
নির্ঝরের প্রতি

১৮ এপ্রিল -০৬
দার্জ্জিলিং

দার্জ্জিলিং।

দার্জ্জিলিং স্বর্গ-রাজ্য কুসুমের বেশে,
স্বর্গের দেবতা সব মধু-রসে ভাসে
সব্ সব্ সব্ করি নির্ঝরি সকল,
স্বর্গদীর স্বর সুধা করিছে নকল
নির্জ্জন-কানন গুলি আশ্রমের সম,
শ্যামল ব্রততী পত্র তাপসী উপম।
নিস্তব্ধে পর্ব্বত গাত্রে প্রস্তর বালিকা,
থরে থরে স্তরে স্তরে কুসুম-মালিকা
শূন্য পথে, ঘুরিতেছে কুয়াসা চঞ্চল,
আবরিছে পথ ঘাট কাঁপিয়া অঞ্চল
হাসিয়া মধুর হাসি সূর্য্য কর দিয়া,
কুয়াসার বস্ত্রাঞ্চল ফেলিছে তুলিয়া।

দলে দলে প্রজাপতি ভ্রমর ভ্রমরা,
কুসুমের বনে যেন অপ্সর অপ্সরা।
মূর্ত্তিমতী শান্তি যেন সহর ব্যাপিয়া,
গড়েছে অমরাবতী অমৃত ঢালিয়া
প্রভাভরা শোভা ভরা এহেন নগর,
একবার উপভোগ কর নারী নর।

১৮ এপ্রিল -০৬
দার্জ্জিলিং

পেন্‌সি-ফুল।*

১

মরি কি মধুর ফুল, মরি কি মধুর,
যেন চন্দনে চর্চ্চিত শ্যামা মধুময়ী মনোরমা
সে সৌন্দর্য্যে হারমানে শত সুরপুর
মরি কি মধুর ফুল মরি কি মধুর।

২

দুই দিকে দুই পাখা প্রজাপতি সম,
চিকণ সীমন্ত দাগ,
তাহাতে লোহিত রাগ,
সতীর সীমন্তে যেন সিঁদুর উপম।

* দার্জ্জিলিঙ্গের একটী ফুল ফুলটী দেখতে ঠিক প্রজাপতির মত।

৩

নীলোজ্জ্বল দেহ কান্তি নীলাব্জের মত,
প্রজাপতি সারি সারি
পরিয়া রঙ্গিন সাড়ী,
সে পদ্মে বসিয়া রঙ্গে নাচিছে নিয়ত

৪

ফুলের পাতাতে পাতা গিয়াছে মিশিয়া,
রূপে রূপ মিশিয়াছে,
কিছু না বিভিন্ন আছে,
বহিছে অমৃত স্রোত বিপিন বহিয়া।

৫

মরি রে পেন্‌সি ! তুই কি রূপের নিধি,
এ ফুলে গাঁথিয়া হার
বক্ষে রাখি অনিবার,
নির্জ্জনে বসিয়া বনে হেরি নিরবধি

৬

জন কোলাহল পূর্ণ বিষাক্ত সংসারে,
পেন্‌সী লো ! ফিরিতে আর
ইচ্ছা না করে আমার,
কি সুখ এ গিরিবর্ত্তে, কি সুখ কান্তারে।

৭

পরিপূর্ণ মধু নিয়ে মরম ভিতরে
কি সুখে লো তুমি ফুল,
তুষিতেছ অলিকুল,
ঢালিছ সুবাস রাশ দিক্‌দিগন্তরে।

দার্জ্জিলিং।

বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত।

বিন্ধ্যাচল পর্বত, আছে মহা ধ্যানে রত,
স্তরশোভা সজ্জিত শরীরে,
হেরি সে সৌন্দর্য্য-স্বর্গ অবশ ইন্দ্রিয়বর্গ,
কলেবর পুলকে শিহরে
সজ্জিত সোপান গুলি, রহিয়াছে ক্রোড় খুলি,
নর আরোহিছে হর্ষ ভরে,
সদা বহে নির্ঝরিণী (যেন) গলিত রৌপ্যের বেণী
তৃষিত পথিকবর্গ তরে।
ফুল তরু, গুল্মলতা নাচিছে নৃত্যকী যথা
নৃত্য করে অঙ্গ ভঙ্গী করে,
বাজাইয়া বাঁশী, বীণা, বপু পূর্ণ পুষ্প সোণা,
সর্ব্বদা সৌন্দর্য্য ঝরে পড়ে।
কত পাহাড়িয়া ফুল তারকার সমতুল
কেহ বা বালুকা খণ্ড মত,
কত পাহাড়িয়া পাখী কাঞ্চন কিরণ মাখী
কত কুঞ্জ করিছে কুজিত
চির চারু দরশন কত বন উপবন
সুপবিত্র মণ্ডপের সম,
সুবাসিত, প্রফুল্লিত, স্বর্গসম সুসজ্জিত,
আনন্দিত অপূর্ব্ব উত্তম।

হেরিলে যুগল আঁখি, ভাবাবেশে আসে ঢাকি,
মনের মালিন্য ধুয়ে যায়,
গুপ্ত গুহা অভ্যন্তরে মুনি মৌনী বাস করে,
নেহারিলে পুণ্য বৃদ্ধি হয়।
দিকদিগন্তর ভরা প্রকৃতি দিয়েছে ছড়া,
বহুবিধ উপল খণ্ডের,
লাল, নীল, শ্বেত, পীত, প্রস্তরেতে সুসজ্জিত,
(যেন) প্রকৃতির প্রান্ত হৃদয়ের
অথবা প্রবাল কিবা শোভিতেছে নিশি দিবা
স্বভাবের সুন্দর উরসে;
নিদ্রাতুর নির্জ্জনতা শায়িতা অঙ্গ পাতে,
গন্ধ ছোটে সমীর নিঃশ্বাসে
সূক্ষ্ম তুলিকার দ্বারা কে এঁকেছে প্রাণহারা,
নব দূর্ব্বাদল ভূমি তলে,
যেন দেববালাগণ পাতি শ্যাম আস্তরণ,
অন্তরীক্ষে রহি খেলা খেলে;
লজ্জাবতী লতা কত পত্র পুষ্পে অবনত,
শ্যামা বর্ণা সুন্দর বরণী,
এঁকেছ বিচিত্র চিত্র লিখেছে অযুত ছত্র,
প্রকৃতি মা ক্ষমতাশালিনী
বিন্ধ্য পর্ব্বতের মাথে সুন্দর সুনারী হাতে
মরি, মরি, মরি রে বাখানি,
শ্বেত প্রস্তরের সিঁড়ি নীরবে রয়েছে পড়ি,
স্তরে স্তরে যেন শ্বেত খনি

নামিতেছে নারী নর অন্য পথে নিরন্তর
আরোহণ করি অন্য পথে
পথের দুধার দিয়া ফুল আছে বিকশিয়া,
পত্রকেশা ব্রততীর সাথে
অলীগুলি দুলি দুলি চুমিছে কুসুম গুলি,
সঙ্গীত ঢালিছে গুণ, গুণ,
সমীর সন্তোষ-চিত নাচিতেছে অবিরত
সঙ্গীত ঢালিছে পুনঃ পুনঃ
কি অপূর্ব্ব শোভা যুত কি অমিয়া বিজড়িত
এই মনোরম স্থান গুলি,
নরনারী আসি হেথা, পাসরে সন্তাপ ব্যথা,
শরীরের রোগ যায় ভুলি
কিছু নিয়ে গুহাঘরে দেবী* এক বাস করে,
নাম তার শ্রীবৃন্দবাসিনী,
পর্ব্বত পার্শ্বিক রূপে শোভিছে পাষাণ স্তূপে,
পুষ্পময়ী মনমপর্শিনী
প্রস্তরের গৃহ তার চতুর্দ্দিকে ফুল হার,
সুগন্ধে মোহিত বসুন্ধরা,
স্বভাবের চিত্রপটে সৌন্দর্য্য পড়েছে ফুটে,
নরনারী হেরি দিশাহারা

বিন্ধ্যাচল।

* প্রস্তর মূর্ত্তি।

"জেগেছে।"

১

প্রভু অশ্রুসিক্ত হৃদয় লইয়া
আমি— তোমার সকাশে এসেছি,
ওহে— তব সৌন্দর্য্যের আভাস পাইয়া
আমি— ভুবন ভুলিয়া গিয়েছি

২

ওই যে রবিটি দূরাকাশে জ্বলে
বালুকা কণাটী পুলিনে,
সৌর্য্য-করোজ্জ্বল লহরী-সলিলে
অই— বসন্ত প্রসূন বিপিনে।

(৩)

তোমারি সৌন্দর্য্য মাখিয়া এ সব
চরাচর আলো করেছে,
হেরি তব মাধুরী নব
জড় হিয়া মম জেগেছে

ভাঁটির ফুল।*

মরি কি ভাঁটির ফুল ধবল সুন্দর,
ফুটিয়াছে উপবনে মুনি মনোহর।
ধবল ফুলের কোলে রাঙ্গা ফলগুলি,
সবুজ পাতার নীচে রহিয়াছে ঝুলি
খেদ ক্লেদ হীন এযে বসন্তের ফুল,
প্রশান্ত প্রফুল্ল মূর্ত্তি অপূর্ব্ব অতুল
এমন পবিত্র ফুল সিতিকণ্ঠ বিনে
কে বাঞ্ছিবে, শোভা পাবে কাহার চরণে?

অপরাজিতা

১

বসন্তের সন্ধ্যানিলে সুগন্ধি লহরে
গাইছে মধুরগীতি, সুনীল অম্বরে।
উঠিছে সে গীত ধ্বনি ব্যাপিয়া ভুবন,
ফুটিছে তারকা গুচ্ছ রজনী-রঞ্জন

---

* প্রবাদ এই যে ভাঁটির ফুলে পূজা করিলে মহাদেব পরিতুষ্ট হই থাকেন।

উদ্যানে উপমা-হীন বায়ু-আন্দোলিত
কেলি করে ফুল-কুল মধু-বিমণ্ডিত।
বিনোদ মাধুরী-ভরা সুলতা বিতানে,
ললনা-ললাম ছায়া বিমুক্ত পরাণে
খেলিছে, ভাসিছে বিশ্ব অমৃত অর্ণবে,
প্রকৃতির যজ্ঞে জীব মত্ত সুখোৎসবে
মালা-গাঁথা গ্রাম মাঝে এমন সময়ে
স্ব-ভবনে সুখচন্দ্র ভাবে ভবময়ে
সর্ব্ব সুলক্ষণ যুতা সুখের ভাণ্ডার—
গৃহমধ্যে গৃহশোভা গৃহিণী তাঁহার—
শান্তি নামে প্রকৃতই শান্তি স্বরূপিণী
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, প্রেমে গৃহে সু গৃহিণী।
শান্তি পদানিছে দীপ প্রতি ঘরে ঘরে,
বিদ্যুৎ প্রকাশ যেন সুধাকর করে
অনন্তর নিত্য কর্ম্ম করি সমাধান,
ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সীতারাম
হস্ত পদ প্রক্ষালিয়া সরোবর-জলে
জপ হেতু বসিলেক তুলসীর তলে
বাহিরেতে সুখচন্দ্র করেন বিশ্রাম,
অন্তঃপুরে বসি শান্তি করে শ্যামা নাম।
শ্রীমতী অপরাজিতা একমাত্র সুতা,
আছেন শ্বশুরালয়ে রূপ গুণ-যুতা।
নাহি আর সে সংসারে অন্য পরিবার,
তাই সন্ধ্যাকালে যেন শূন্য গৃহদ্বার।

২

কে তুমিগো মনোরমে, এই সন্ধ্যাকালে
চলিতেছ মুক্তপথে তাম্বুল কপোলে,
চরণে অলক্তরাগ, নয়নে কজ্জল,
সুচারু বদনশশী, চরণ চঞ্চল।
কপালে চন্দন বিন্দু, সীমন্তে সিন্দুর,
শান্তিরসে পরিপূর্ণ মানস মধুর
লুটিত বসনাঞ্চল এলো থেলো বেশে
কে তুমি যুবতী বল যাও কোন্ দেশে?
কে তুমি গো? তুমি কিগো শান্তির দুহিতা,
শ্রীমতী অপরাজিতা চির-সুচরিতা?
শ্বশুরের নিকটে লভিয়া অপমান
আসিতেছ তেজস্বিনী পিতৃ সন্নিধান
মালা-গাঁথা গ্রাম দেখি। ওই দেখা যায়,
যাও আলো করি দিক মহিমাচ্ছটায়।
ধর্ম্ম-প্রাণা রমণীর নাহি ভীতি ভয়,
অচিরে উঠিল আসি পিতার আলয়
বাহিরের বারাণ্ডায় জনক তাহার
উপবিষ্ট আছে, যেন পুণ্য-অবতার
সন্ধ্যাকালে একাকিনী হেরি দুহিতায়
হইলেন সুখচন্দ্র হতজ্ঞান প্রায়
আনন্দ বিস্ময় ভয় একত্র হইয়া
রাখিল তাঁহাকে যেন নির্ব্বাক্ করিয়া।

অপূর্ব্ব মহিমাময়ী রমণী রতন,
জনকের মনোভাব বুঝিয়া তখন,
পিতার পবিত্র পদ বন্দনা করিল,
অনন্তর যোড়হাতে বলিতে লাগিল :—
"কেন পিতঃ, হইয়াছ এত উতরোল,
স্থির হও স্থির হও শুন মোর বোল
অন্তঃপুরে যাই চল জননী-সদনে,
নিবেদিব আত্ম কথা কমল-চরণে।"

৩

শান্তি উপবিষ্টা ছিলা তুলসীর তলে,
অপরা নমিল তাঁর চরণ কমলে
সুখচন্দ্র আসি ত্বরা অপরার পাশে
দাঁড়াইয়া রহিলেন বিস্ময় উল্লাসে
স্বামীর বিস্ময় আর দুহিতার মুখ,
নিরখি শান্তির যেন দমে গেল বুক।
ব্যস্তে ব্যস্তে করি জপ তপ সমাপন,
করিলেন দুহিতার বদন চুম্বন
তখন অপরাজিতা প্রফুল্ল বদনে
বলে সবিশেষ পিতৃ-মাতৃ সন্নিধানে ;—
"শ্বশুর আমাকে আজ অসতী বলিয়া
আপনার গৃহ হতে দিলা তাড়াইয়া
অবলা জাতির চির সহায় সম্বল
স্বামীর চরণ আর পিতৃ-পদতল।

সেই স্বামী-গৃহ হতে হয়ে বহিষ্কৃতা,
আসিয়াছি তোমার চরণে আজ পিতা।"
শুনি বার্ত্তা দুহিতার মুখে অকস্মাৎ
মা বাপের বক্ষে যেন হ'ল বজ্রাঘাত
নিদারুণ অপমানে হয়ে আত্মহারা
সোহাগ-মিশ্রিত ক্রোধে বলিল তাহারা ;—
"এমন কুৎসিত বাণী কিরূপে স্বমুখে
শুনাইলি বল আজ অচঞ্চল বুকে ?"
অপরা তাদের মুখে একথা শুনিয়া
বলিল গম্ভীর মুখে ঈষৎ হাসিয়া,—
"কে করিতে পারে বল কার অপমান,
দুঃখেতেও দুঃখ নাই চিন্তা কর যাঁর।
শ্যামরূপ সাধনায় যার হৃদি ভরা
হর নামে যে মহাত্মা হয় আত্মহারা।
সে কেন অধীর হবে তুচ্ছ কথা নিয়ে
সুখে দুঃখে স্থির রবে তাঁহাকে স্মরিয়ে"
দুহিতার মুখে শুনি জ্ঞানের বচন
সুখশান্তি কিছু সুস্থ হইল তখন
হরিষ বিষাদে করি রজনী যাপন
সুখশান্তি পাঠাইলা দূত একজন
কন্যার শ্বশুরালয়ে, করিয়া বিনয়
লিখিল "আসিবে বৈবাহিক মহাশয়"
বেয়াই পাইয়া তাহাদের সে লিখন
বেয়াইর গৃহে আসি দিল দরশন।

সম্ভ্রমে অপরাজিতা শ্বশুরের পায়
প্রণাম করিল আসি, শ্বশুর তাহায়
বলিল 'রে দুষ্টা! তুই কেন অকারণ
আমার পবিত্র অঙ্গ করিলি স্পর্শন?"
সুখচন্দ্র তাহা শুনি বলে রোষ-বশে,—
"এমন অন্যায় বল কেমন সাহসে
বৈবাহিক তুমি মম সতী দুহিতায়?
হবে সদ্য বজ্রাঘাত তোমার মাথায়।'
অপরার শ্বশুরের নাম জনার্দ্দন,
সক্রোধে বলিল কত কর্কশ বচন
"ওই যে প্রফুল্লমুখী তোমার দুহিতা,
তুমি জান তারে সতী সাধ্বী পতিব্রতা
তাহা নয়, কন্যা তব কুল কলঙ্কিনী
বর্জ্জ এতাদৃশী কন্যা, শুন মম বাণী "
সুখচন্দ্র বলিলেন, "ওরে নরাধম।
ভুলিলে ভবেশ প্রাণারাম প্রিয়তম
মিথ্যা কথ বলিতেছ সবার গোচরে,
মিথ্যা সম পাপ আর নাহি ত্রিসংসারে।"
বেয়াইর মুখে শুনি তীব্র তিরস্কার
জনার্দ্দন কহে, হয়ে অগ্নি অবতার—
"হয়েছে অপরাজিতা স্ব-ধর্ম্ম পতিতা,
সবাকে বলিব এই ধ্রুব সত্য কথা।"
সুখচন্দ্র বলিলেন "রে মূর্খ বর্ব্বর
বজ্রাঘাত হবে তোর মস্তক উপর

আমার অপরাজিতা সতী পতিব্রতা,
তাহাকে বলিস্ তুই এ কুৎসিত কথা"
জনার্দ্দন বলিল "কর হে এক কাজ—
কন্যাকে ডাকিয়া আন সভার সমাজ
তুমিও ধার্ম্মিক, তব কন্যা ধর্ম্মশীলা,
সতী সাধ্বী পতিব্রতা সরল সুশীলা।
সভায় আসিয়া গুরুদেব সাক্ষী করি
বলুক সবার কাছে আমি সতী নারী"
সুখচন্দ্র সে কথায় হইলা স্বীকৃত,
অপরাকে সভাতলে আনিল ত্বরিত
সভাতে অপরাজিত গুরু সাক্ষী করি
বলিল সবার কাছে "আমি সতী নারী
জীবনে জানিনা কভু পতি পদ বিনে,
সমস্ত যামিনী যাগি ধ্রুব ধেয়ানে
গুরুর পবিত্র নাম জপি দিবানিশি,
দীন দুঃখী অন্ধ জনে বড় ভালবাসি।
গুরুজন—পাদপদ্ম পূজি দিবারাতি,
কখনো বলি না মুখে কুৎসিত ভারতী
এই কাজ করি আমি শুন সর্ব্বজন
মিথ্যা যদি বলি তবে নরকে পতন"
শুদ্ধা রমণীর মুখে শুনি শুদ্ধ বাণী
আনন্দে অধীর, যেন হইল অবনী।
সভাতে বসিয়াছিল যত গ্রামবাসী,
সকলে উঠিল সুখ-সিন্ধুনীরে ভাসি।

সুখচন্দ্র অতি সুখে হইল বাতব,
লভিল স্বর্গীয় শান্তি শান্তির অন্তর
হেরি তাঁহাদের এত আনন্দ উল্লাস,
শ্বশুরের মনে হলো ঈর্ষার প্রকাশ।
বলিল "দেখেছি যারে পর পতি কোলে
সে অসতী সভাতলে 'আমি সতী' বলে
ইহা হতে অবিচার কি আছে ভূতলে,
অচিরে সংসার যাবে পুড়ে পাপানলে
তখন অপরাজিতা সুধীর ললনা,
শ্বশুরের ক্রোধানল করিতে সান্ত্বনা,
বলিল, "হে পিতঃ, তব কি বা মনোসাধ,
ব্যক্ত করে এ দাসীর খণ্ডাও বিষাদ।
অনলে সলিলে যদি এ প্রাণ ত্যজিলে
তুষ্ট হও, এখনি তা ত্যজি অবহেলে।
এ অধিনী চিরকাল চরণে কিঙ্করী,
কি আজ্ঞা আমাকে হয় বল কৃপা করি"
সরোষে বলিল তবে ভ্রান্ত জনার্দ্দন,
"আমার মনের ইচ্ছা শুন সর্ব্বজন।
একটি অগ্নির গোলা করিয়া নির্ম্মাণ—
অপরাজিতার হাতে করহ প্রদান
সে জলন্ত অগ্নি রাশি দুই হাতে ধরি
রাখিবেক দূরে, তবে বলি সতী নারী।"
ভ্রান্ত জনার্দ্দন যদি এরূপ বলিল,
সালাগাঁথা গ্রামবাসী কম্পিত হইল।

কঠিন সমস্যা দেখি সুখচন্দ পিতা
বুকে টানি লইলেন আপন দুহিতা
শান্তি-স্বরূপিণী শান্তি প্রফুল্ল বদনী-
বলিল স্বামীর কাছে যুড়ি দুটি পাণি
"দাও দেব! এ কন্যাকে সীতার প্রসাদ,
হইবে অপরা জয়ী, ঘুচিবে বিবাদ
অথবা হইবে ছাই পুড়িয়া অনলে,
আমরা দুজনে যাব হিমাংশু যে চলে
একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ,
তবে মৃত্যু ভাবি আর চিন্তা কি কারণ?"
অনন্তর সুখচন্দ্র বলিল সভায়
'তাই হোক' বলি জানাইল অভিপ্রায়
শ্বশুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া অন্তরে
প্রসন্ন হইল সত্য পতি পদ স্মরে।
ভয় ভীতি শঙ্কা শূন্য দেবতা বিশেষ,
ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ।
স্নানান্তে লইয়ে করে ফুল সচন্দন
পূজিল পতির পদ হয়ে এক মন
তার পর সীতারাম করিয়ে অর্চ্চনা,
জনক জননী পদ করিল বন্দনা
পরে শ্বশুরের পদে করিল প্রণাম,
সদাসদ্গণ তার করিল কল্যাণ
অনন্তর অগ্নি-গোলা নির্ম্মাণ হইলে
আপনি অপরাজিতা নিল করে তুলে

করে প্রজ্জলিত অগ্নি,মনে স্বামীরূপ,
চলিতে লাগিল যেন লাবণ্যের স্তূপ।
লইয়া অগ্নির গোলা শত হস্ত দূরে
রাখিল অপরাজিতা ভূমির উপরে।
গাইল মঙ্গল গীতি সভাসদ্‌গণ,
আনন্দেতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
নাচিল গ্রামের লোক "সতী জয়" বলে
শ্বশুর নাচিল সুখে দুই বাহু তুলে।
সুখ, শান্তি দুইজনে বসি একাসনে
হেরিতে লাগিল দৃশ্য নিস্পন্দ নয়নে॥
সন্তাপিত জনার্দ্দন আসিয়া তখন
পুত্রবধূ কোলে করি জুড়িল ক্রন্দন।
আহা হা বিধির ইচ্ছা এমন সময়
অপরাজিতার স্বামী হলেন উদয়।
বলিল সকল তাকে গ্রামবাসিগণ,
শুনিয়া মধুর হাস্য করিল সেজন।
বলিল "সাধুতে সদা রহেন সন্তোষ
আমি এ অধমাধম কি কব বিশেষ?
বিমাতার কথা পিতা শুনিয়া শ্রবণে
এত কাণ্ড করিলেন বৃথা অকারণে।
স্বর্গের অপরাজিতা পুণ্যের আধার
স্বয়ং দিলেন সাক্ষী বিভু সে কথার।"

"ভারতের দুরবস্থা।"

ভারতের দুরবস্থা হেরিয়া নয়নে,
কেন এ পরাণ কাঁদে কহিব কেমনে।
যে ভারতে ছিল পূর্ব্বে রাম যুধিষ্ঠির
দশরথ সত্য হেতু ত্যজিল শরীর।
যে ভারতে ছিল বীর সুধীর লক্ষ্মণ,
ধর্ম্ম হেতু রাজ্য সুখ দিল বিসর্জ্জন
যে ভারতে ছিল পূর্ব্বে ভীষ্ম দেবব্রত,
সত্য ধর্ম্মে ছিল শত দেবতার মত
যে ভারতে ছিল পূর্ব্বে দময়ন্তী সীতা,
গান্ধারী ও কুন্তী, মাদ্রী, অর্জ্জুন বনিতা।
অন্তঃপুর নিবাসিনী এরা রাজরাণী,
সত্য হেতু হয়ে ছিল কানন বাসিনী।
যে ভারতে ছিল মাতা সুমিত্রা সুন্দরী,
সত্যের জীবিত মূর্ত্তি প্রফুল্ল অমরী।
সে ভারতে হইয়াছে সত্যধর্ম্ম-হীন,
যজ্ঞের জলন্ত অগ্নি হয়েছে মলিন!

স্তব।

করিয়াছি শত পাপ আমি হীন নর,
কৃপা করি চাও হরি হীনার উপর
সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ,
চাই আমি হে চৈতন্য। তোমারি চরণ
গ্রহ, উপগ্রহ সব উৎপত্তি তোমার
প্রাংশুরূপ ধাতা তুমি পালক সবার
তোমারি আশ্রিত এই ভূলোক, দ্যুলোক,
কর্ম্ম ফলে করে জীব সুখ, দুঃখ ভোগ।
বিকারবিহীন তুমি, আমি জ্ঞান-হীন
তমঃগুণে মন মম হয়েছে মলিন।
দিবা, সন্ধ্যা, রবি, শশী, সরিৎ, সাগর
সকলিত পরিজ্ঞাত তোমার গোচর।
অভ্রান্ত ও অবিনাশী পূর্ণ জ্ঞানাধার
কর হে অপাংবিদ্ধ পাপীর উদ্ধার।

কালীপদ।

দ্যুলোকে মন্দার ছিলি,
ভূলোকে কমল,
স্বর্গেতে স্বর্ণদী ছিলি,
মর্ত্ত্যে গঙ্গাজল।

উচ্চে প্রভাকর ছিলি
নিয়ে হুতাশন,
নিশিতে জ্যোছনা ছিলি
দিবসে কিরণ।
বসুধার পুণ্যপুঞ্জ
চন্দ্রাতপ তলে।
প্রকৃতি আকৃতি গড়ে
দিছিল কি ফেলে?
তুলনায় ছিলে তুমি
কুসুম চন্দন,
আর ত হেরিনা হারে,
তোমার মতন।

"ভাই রে অতুল।"

১

অতুল অতুল ভাই, ভাইরে অতুল,
তুমি কি মানব ছিলে
এই হেয় ভূমণ্ডলে?
অথবা মানব মোরা আমাদের ভুল!

২

অতুল অতুল ভাই ভাইরে অতুল,
ত্রিদিবের প্রতিমূর্ত্তি
সদা হাসি সদা স্ফূর্ত্তি,
প্রেম পুণ্যে সুপবিত্র সোণার পুতুল।

৩

অতুল অতুল ভাই, ভাইরে অতুল,
ছিলে নীলিমার মত,
কিম্বা নীল অম্বুযূথ,
রবি করে অলঙ্কৃত বাতাসে দুদুল।

৪

অতুল অতুল ভাই, ভাইরে অতুল,
আজানুলম্বিত ভুজ সুনিবিড় চুল,
সুগোল বলিষ্ঠ কায—
প্রভূত সমর্থ তায়,
জ্যোতি-বিমণ্ডিত চক্ষু ঈষৎ বর্তুল।

৫

অতুল অতুল ভাই, ভাইরে অতুল,
কেমনে নিলবে যম,
এত কিরে নির্মম,
কারে নিতে কারে নিল করিল কি ভুল!

৬

অতুল অতুল ভাই, ভাইরে অতুল,
কেবা বল তোর মত
পরসুখে সুখী এত,
তোর সম পরদুঃখে কে এত আকুল?

৭

অতুল অতুল ভাই, ভাইয়ে অতুল,
মা বলে ডেকেছ যাঁরে,
সে আর বাঁচিবে নারে,
কোথা আছে অভাগিনী তাঁর সমতুল ?

৮

অতুল অতুল ভাই, ভাইরে অতুল,
তব— শিশু স্ত্রী জানেনা ব্রীড়া
সন্ধ্যা, প্রাতেঃ করে ক্রীড়া,
ছিঁড়িল বসন্ত-পুষ্প হইল নির্ম্মূল !

"বরষা—সন্ধ্যা মালতী "

বহু দিন পরে সমীরের ক্রোড়ে
মালতী তোমারে
হেরিনু আজি—
কেন লো বিমলা কেন লো শ্রীহীনা
ছিঁড়িয়া গিয়াছে,
পাপড়ি রাজি।
সলিলাক্ত দেহ কাঁপে অহরহ
কহ লো কহ,
কিসের ব্যথা।

এবে কি আদিত্য নাহি উঠে নিত্য
পিক না শুনায়
মধুর কথা !
আর কিলো শশী পদ্মাসনে বসি
নাহি হাসে হাসি
তেমনি তর !
আর কি নীহার দেয়না সুহার
সুঅঙ্গে তোমার
চারু সুন্দর !

ফুলের উক্তি

জগৎ দেখ জগ করিছে পাগল
বায়ু কোলাহল
বাজিছে কাণে,
গায়না কোকিল মলয় অনিল
ঢালেনা হবিষ
আর এ প্রাণে।

প্রতিফল।

প্রভাকর প্রভাতে প্রভাত-সমুজ্জলা,
বনে বনে ফলফুল বক্ষ দ্বার খোলা
চ্যুতগন্ধে আমোদিতা দিক দিগঙ্গনা,
প্রকৃতি করিছে শত স্তবগ রচনা

কোকিলা রসাল শাখে করিছে ঝঙ্কার,
কম্পিত হতেছে বক্ষ চ্যুত কলিকার
এমন সময়ে এক সুন্দরী ললনা
গৃহ হতে বাহিরিল হয়ে অন্যমনা
কাল ভুজঙ্গিনী সম বিলম্বিত বেণী
চুম্বিতে বাসনা যেন করিছে ধরণী
অধরে তাম্বুল রাগ সীমন্তে সিন্দুর
শরীরে আতর গন্ধ অতি সুমধুর
মাথায় মেখেছে পদ্ম গন্ধ কুন্তলীন,
ঢুলু ঢুলু করিতেছে নয়ন মলিন।
নীলাম্বরি সাড়ী এক পরেছে যতনে,
মধুর কজ্জল রেখা জ্বলিছে নয়নে
শিথিল অঞ্চল তার দেলখোস মাখা,
সুকোমল বাহুযুগে সুচিকণ শাখা।
তাম্বুলিনী যুক্ত পান বেধেছে রুমালে,
মধ্যে মধ্যে দু একটী ফেলিতেছে গালে।
মৃদুস্বরে গুন্ গুন্ গাইতে গাইতে
ছুটিল চঞ্চল নারী ঘন বন পথে।

(২)

অধীরা রমণী যদি করিল গমন,
পশ্চাতে আসিল তার যুবা একজন।
অর্দ্ধপথে গিয়া তার ধরিল দু হাত,
নারী ক্রোধে যুবকেরে করিল আঘাত।
অদূরে বকুল ফুল পড়িতেছে ঝরে,

তুলিছে ভ্রমর বসি বল্লরীর ক্রোড়ে
যুবক ডাকিল বেলি, প্রাণপ্রিয়তমা,
আমারে প্রসন্ন হও,পাপে দাও ক্ষমা
এত যে করিছ তুমি রূপের গরিমা,
এই যে তোমার এত চলন ভঙ্গিমা,
এই যে সুবাস যুক্ত সুকোমল দেহ,
মার্জ্জনা করিছ তুমি যাহা অহরহ,
নিপতিত হবে যবে কালের ব্যাদানে,
ভস্ম হবে এই সব জ্বলন্ত আগুনে
অস্থায়ী এ ধন জন জীবন যৌবন,
স্থায়ী শুধু এক ধর্ম্ম অমূল্য রতন
পতি অতি রমণীর দুর্লভ জিনিস,
এ অমৃত ত্যজি কেন পান কর বিষ?
যদিও নির্ধন আমি তথাপি তোমার
অতি পূজনীয় পতি পূর্ণ ধর্ম্মাধার
যদিও নির্গুণ আমি, তুমি গুণবতী,
তথাপি তোমার হই পূজনীয় পতি
রূপহীন আমি, তুমি রূপবতী নারী,
ধর্ম্ম রাজ্যে কিন্তু সব সমান সুন্দরী
পরের দাসত্ব আমি করি নিশি দিন,
সেই হেতু তুমি মোরে চিন্তিয়াছ হীন।
মন-ভ্রমে স্পর্শ মোরে করনা আঙ্গুলে,
আমি কিন্তু পড়ে আছি তব পদ মূলে।
এত আতরের শিশি,এত কুন্তলীন,

এত আলতার রাশি, এত তাম্বূলীন,
এত সব জামা যোড় মূল্যবান্ শাড়ী,
কে তোমারে দান করে, বুঝিতে না পারি
দীর্ঘ দিন পড়ে থেকে মুনিবের ঘরে,
দুচারিটী টাকা আনি পরিশ্রম করে
তব করে দিতে গেলে দূরে ফেলি দাও,
এত মূল্যবান বস্তু কোথাই বা পাও ?
দিবসে আমার কবি মুনিবের ঘরে
নিশীথে বাড়ীতে খ ই নিজে পাক ক'রে
দিবানিশি এস তুমি পাড়া বেড়াইয়া,
ক্ষুদ্র বলি বাড়ী ঘর না দেখ চাহিয়া
বাবুদের সনে তব চিটি লেখালেখি,
নীরব হইয়া আমি দূর হতে দেখি,
জানিলা কে দিছে টাকা, কে দিয়াছে সোণা,
তাই তার সঙ্গে যেতে করেছ বাসনা
রোজ রোজ যাও তুমি হইয়া বাহির,
আমারে রেখেছ সদা করিয়া অস্থির !

(৩)

রমণী কহিল বেগে, হতভাগা স্বামি,
দূর হও সনে যাও চলে যাই আমি।
গোলাম পরের ঘরে কাজ করে খাও,
গৃহে এসে স্পর্শমণি স্পর্শিবারে চাও !
ধিক এ সংসারে তব—বিহঙ্গের প্রায়
উড়িয়া চলেছি আমি যথা মন যায়।

মনের মতন লভি পুরুষ রতন,
সর্ব্বদা স্বাধীনভাবে করিব ভ্রমণ
দূর হয়ে যাও তুমি দূর হয়ে যাও,
আমার এ শুভ কাজে বিঘ্ন না ঘটাও,
এত বলি চলি গেল রূপসী যুবতি,
কিছু দূরে যথা এক মোহন মুরতি।
অপেক্ষা করিতে তার ছিল এতক্ষণ,
বেণী গিয়া তার হস্ত করিল চুম্বন।
ফুটিল তরল হাসি দোঁহার অধরে,
দুই জনে চলি গেল দূর দেশান্তরে
প্রেমের তরঙ্গে ভাসি পরুষ রমণী,
কলিকাতা নগরীতে চলিল তথনি।
কিছুদিন করি সুখে কলিকাতা বাস,
হইল বেণীর প্রাণে আরো উচ্চ আশ।
আর এক ধনবান যুবক সংহতি,
চলিল তেয়াগি তার পূর্ব্ব উপপতি।
সেখানে জন্মিল তার একটী কুমার,
ধনবান করিলেন দুর্গতি তাহার
নবকুমারের সঙ্গে বেণীরে ধরিয়া,
গৃহের বাহির করি দিল তাড়াইয়া।
অভাগিনী বেণী এবে শিশু কোলে করি,
ভিক্ষা করি ভ্রমিতেছে দিবস শর্ব্বরী।

"পদ্মী দিদি।"[1]

(১)

এত দিন পরে, চলিলে গো তুমি,
আপনার নিকেতনে
এত দিন পরে লভিলে গো তুমি
হর্ষ শান্তি নিজ মনে

(২)

যত দিন হেথা জ্বলেছ গো তুমি
কেঁদের জ্বলন্তানলে,
তত দিন তুমি বহিবে গো তথা
শান্তির শীতল জলে।

(৩)

ঘোর দরিদ্রতা, ঘোর নিষ্ঠুরতা
তোমায় ঘেরিয়াছিল গো।
পাপী নিঠুরের ব্যঙ্গ উপহাস
বিষ আনি ঢালি দিল গো।

(৪)

সে সকল কালী মুছি নিজ করে
পরম পিতা তোমারে

---

[1] পুরাতন বৃদ্ধা দাসীর মৃত্যু উপলক্ষে

দুধের সায়রে দিবে নাওয়াইয়া
শোয়াইবে সমাদরে গো।

(৫)

ছিন্ন বস্ত্র তব, জীর্ণ কাঁথা সব,
সে ভগ্ন কুটীর খানি।
এত দিন পরে দূরে গেল সরে,
ভিখারিণী হলে রাণী গো।

কাশী সহর।

প্রস্তরে চিত্রিত কাশী, গঙ্গায় বেষ্টিত,
আনন্দ বর্দ্ধন করে নিত্য নিয়মিত।
অত্যন্ত প্রাচীন স্থান অতীব সুন্দর
বহুত প্রাচীন গুহা প্রাচীন প্রস্তর।
বহুত প্রাচীন তরু এখনো জীবিত,
শ্যাম পত্রে শোভান্বিত সদাই পুষ্পিত।
রাজা মানসিংহ হেথা করেছিল বাড়ী,
অতুলন শোভা তার সম সুরপুরী
চৈৎসিংহ করেছিল বাড়ী মনোহর,
রাম নগরেতে গঙ্গা নদীর উপর * ,

* কাশীর গঙ্গার পরপারকে রামনগর কহে।

এখনো রয়েছে সেই সুপ্রকাণ্ড বাড়ী,
গঙ্গার পুলিনে আহা বড় সুখ হেরি।
কাশীর অদূরে আছে একটী মোকাম,
'সারনাথ' নাম তার অতি দিব্য স্থান।
বহুত প্রাচীন কীর্ত্তি আছে এই স্থানে,
হেরিলে ভাবের উৎস ছুটে উঠে প্রাণে।
মনোহর কুণ্ডগুলি হ্রদের মতন,
শরত ঋতুতে করে কমল ভূষণ
আনন্দ উৎসব যেন সঙ্গীতের মত,
কাশীকে রেখেছে বেশ করি আমোদিত।
অপূর্ব্ব সহর কাশী দেব-দেশ তুল্য,
কাশিবাসী যাত্রিগণ সদা প্রীতিফুল্ল

হরি দাদা। *

১

শুনিলাম আজি, তুমি নাকি গেছ
কোন এক ভিন্ন স্থানে
এবে নাকি তুমি, লভেছ প্রচুর
শান্তি, সুখ নিজ প্রাণে।
তুমি নাকি ভাই, গিয়েছ যে দেশে
ফিরিয়া পেয়েছ সেথা

* পুরাতন ভৃত্য।

জনক জননী, পত্নী ভ্রাতাগণ
যাহারা হছিলে হেথা
অমৃত সলিলে, সিয়ান করিয়া
লভেছ অমৃত ধাম
আমরা ধরায়, রহিব য'দিন
করিব তোমার নাম

ত্রিপুরাসুন্দরী গুপ্তা। *

তোমার লাগিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
পড়েছে লুইয়া হৃদয় মোর।
তুমি মহাদেবী, অমরার ছবি,
আছ—দেবতায় সেবি প্রেমেতে ভোর
মধুর সৌন্দর্য্যে, মাথা ছিলে আর্য্যে।
তব প্রতি কার্য্যে ঝরিত পুণ্য
তোমার কারণ, হয়েছে এখন,
সকল টেরথি † গ্রামই শূন্য

---

* আমার খুল্ল-পিতামহী শাশুড়ী ঠাকুরাণী রচয়িত্রী।

† সহদেবপুর গ্রাম।

শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন ডাক্তার

মহাশয়ের স্ত্রী।

শ্রীমতী চন্দ্রমাসুন্দরী সেন গুপ্তা মহাশয়াকে

লক্ষ্য করিয়া

১

প্রীতিময়ী দিদি তুমি পুণ্যের আধার,
তোমার মুখের ভাষ,
মধুমাখা পুষ্প-রাশ
সিমন্তে সিন্দুর চিহ্ন সৌন্দর্য্য অপার

২

এ বিদেশে নানা ক্লেশে তোমারি কারণ,
জীবিত-রয়েছি আমি,
দীনার আশ্রিতা তুমি,
সুরূপা, সুশীলা সতী স্বর্গের মতন

৩

করুণার প্রতি মূর্ত্তি পূর্ণ মধুরিমা,
ত্রিদিবের আব্ছায়া,
দেবী তুমি দেব জায়া,
আনন্দরূপিণী অন্তহীনা অতুলনা

৪

সংসার কাননে তুমি কমনীয় ফুল,
তোমার সুবাস পেয়ে,
সুখ আসে শান্তি নিয়ে,
কলুষিতা করিয়াছ মূলে নিরমূল

৫

পর উপকার ব্রত করিয়াছ সার,
প্রতিদিন শিবার্চ্চনা
কর তুমি সুলোচনা,
অল্প কথা কও তুমি কর অল্পাহার

৬

অপার মহিমাময়ী মহৎ হৃদয়া,
গবীয়সি গুণবতী,
লভিয়াছ সাধু পতি,
ভক্তি গুণে লভিয়াছ ভবেশের দয়া।

৭

ললনা-ললাম তুমি অয়ি হিতৈষিণি!
শুনি তব হিত কথা,
সুখে নাচে মন-লতা,
জগতে দুর্লভ তুমি আদর্শ কামিনী

৮

কে আছে তোমার সম রমণী রতন,
মা ভগিনীর মত,
যত্ন কর অবিরত,
পাড়া-পরশিকে তুমি সদা সর্ব্বক্ষণ

৯

রোগীকে আরোগ্য কর, তাপীকে শীতল,
ঢালি হাসি সুধা-রস,
[illegible]কেও কর বশ,
মঙ্গলরূপিণী তুমি নাশ অমঙ্গল।

১০

দিদি।

একান্তে বাসনা করি তব আশীর্ব্বাদ,
দেবী তুমি দয়াবতী,
ভক্তি ভরে করি স্তুতি,
প্রীতি-পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজি দিন রাত।

হরপিসিমা *

পিসিমা আমার

ওগো তুমি বেশ গেছ, শোক রোগ রেখে গেছ,
মোদের তরে,
বহু দিন ঘুরে ঘুরে গিয়েছ স্বরগ-পুরে
ক্ষণেক দূরে
যেখানে গিয়েছ মাগো সেইখানে সুখে থাক
পিযূষ পিয়া।

---

* প্রতিবেশিনী রমণী

বৈধব্যের যত দুঃখ, আবরিয়া ছিল বুক
ভুলিয়া গিয়া
দারিদ্র সহস্র মুখে, আগুন ঢেলেছে বুকে,
শীতল জলে
সে সব নিবিয়া যাবে অক্ষয় বৈভব পাবে,
স্বর্ণদী-তীরে

কাশীতে অন্নপূর্ণা।

আনন্দরূপিণী অন্নপূর্ণা মা আমার,
ধরাধর অনশ্বর রচিত তোমারা
কাশীর জীবনসার পাষাণ-প্রতিমা!
সোণার মুখোস পরি রয়েছ কেন মা?
পাষাণের মুখ তব স্বর্ণমুখ দিয়া,
নিদারুণ পাণ্ডাগণ রেখেছে ঢাকিয়া।
দুই ভুজ, পদাম্বুজ নূপুরে সজ্জিত,
যাত্রীদল গঙ্গাজল দিতেছে নিয়ত
প্রস্তরের অলঙ্কার দিব্য অঙ্গে ভরা,
এক হস্তে কাঠি তব অন্যহস্তে শরা
শরা কাঠি নিয়ে তুমি কাশীর কল্যাণে
অন্নপূর্ণা আছ ব্যস্ত সদা অন্ন দানে,
বিশ্বেশ্বর গড়েছেন বারাণসী পুরী,
অন্নপূর্ণা বেণারসে রাজরাজেশ্বরী

কিন্তু অন্নদায়িনীর শিলার শরীরে,
রাণী-জনোচিত সাজ শোভা নাহি করে।
রাজরাজেন্দ্রাণী যদি তাঁর দীন সাজ,
দীনবেশে তোষে মাতা দরিদ্র সমাজ

গোবিন্দ নাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যু।

সেই যে সেদিন, পূর্ণ দুপহরে
পুণ্য-রবিবার দিনে,
নেত্র নিমীলিত, দেহ বিলুণ্ঠিত
বেষ্টিত স্বজন গণে
ফুটন্ত পুষ্পের কৃত্রিম নিকুঞ্জ
গঠিত হইয়াছিল,
শিরে গুরুদেব শালগ্রাম নিয়ে
নীরবে দাঁড়ায়েছিল
দক্ষিণে জ্বালিত হইয়াছিল গো
শীতল ঘৃতের বাতি,
গঙ্গা মৃত্তিকার তিলক ললাটে
দে'য়া হয়েছিল গাঁথি
তুলসির পাত বক্ষের উপরে
কৃষ্ণ বিষ্ণু নাম লেখা,

তদুপরে তাঁর গুরুর মূরতি
স্বপটে হচ্ছিল আঁকা।
সম্মুখে বসিয়া পুস্তিকা খুলিয়া
পুরোহিতে— করেছিল নাম গান,
দক্ষিণ শ্রবণে দিয়েছিল সবে
হরে কৃষ্ণ হরে নাম
শ্রীমহা প্রসাদ গঙ্গা জলে ধুয়ে
প্রদানি জিহ্বার'পরে,
পুরনারীগণ কুমার কুমারী
কেঁদেছিল শোক ভরে
সেই যে সে দিন, এহেন পবিত্র
বেশের ভিতর দিয়া
ভুবন ত্যজিয়া আকাশ বাহিয়া
পঁহুছিছ স্বর্গে গিয়া
এখনত বাবা ভুলি নাই তাহা
মনে হলে কাঁদি কত,
তোমার মতন ক্ষণজন্মা লোক
আর হেতা দেখিনাত ?

ঠাকুর কাকা।

সেই কৃষ্ণা নিশা আছে এখনো স্মরণে,
সেই সে যন্ত্রণা জ্বালা পবিত্র স্পর্শনে,
হেরি যেন নিদারুণ দুঃখের লহরী,
চাপে আসে এ হৃদয় ধীরি ধীরি ধীরি
কতদিন হয় হায়, কত দিন হয়,
আরত চাওনা ফিরে তুমি স্নেহময়।
কোন দেশে গেছ দেব! আছ কত দূরে?
সঁপেছে কি সুখ শান্তি শুদ্ধমতি সুরে?
তোমার আশীষে দেব রজনী তোমার
হবে দীর্ঘজীবী সহ পুত্র কন্যা তাঁর।
অধম দুহিতা যদি লাগে কোন কাজে,
আমাকে দিও গো স্থান চরণ-সরোজে

কবিরাজ কবিশিরোমণি শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বর্গগতা মাতা।

জেঠিমা আমার!

সপ্তম স্বরগে, কিবা অষ্টম ত্রিদিবে,
নিয়েছে তোমায়, কেন নিম্নস্থানে নিবে?
পূর্ণ পুণ্যাধার তুমি, পূর্ণ জ্ঞানাধার,
উপযুক্ত বাসস্থান স্বর্গই তোমার
তব পুণ্যফলে দেবি, তব পুণ্যফলে
ভাসিছে নয়ন তব সুযশ সলিলে

---

* সুকবি রজনীকান্ত সেন, বি-এ

জ্ঞানবান ছেলে তব দেবতার মত
পেয়েছ ধাতার দান, সৌভাগ্য সম্পদ।
কর আশীর্ব্বাদ দেবি! আশীর্ব্বাদে
দূর হক আমাদের বিপদ সন্তাপ
প্রণাম তোমায় মাত! প্রণাম তোমায়
সুপ্রসন্ন হও দেবি! স্নেহ মমতায়

ভাঙ্গাবাড়ী

"মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কর্ত্তব্য নিষ্ঠা"

(ইংরাজি হইতে অনুবাদিত)

ইংলণ্ডের কাছে সুরভূমি সম
আছে বাগান একটী,
ঝরিছে ঝরণা বহিছে মলয়—
কলিকা উঠেছে ফুটি
দূর্ব্বা আস্তরণে সবুজের ঢেউ
বহিতেছে অপরূপ,
লতা-বিতানের ভিতরে নাচিছে,
ফুটন্ত গোলাপ ফুল
হাসি বালকের নৃত্য বালিকার
পাখীর সরল গান,
স্বর্গেবি সন্তোষ আনিছে বহিয়া
প্রফুল্ল করিছে প্রাণ।

বাগানের কাছে রাতুল রঙের
একটী প্রসাদ আছে,
প্রসাদের কাছে উদ্যান ভিতরে
যথা ফুল ফুটিয়াছে।
সেখানে একটী কুমারী বালিকা
পড়িছে কেতাব নিয়ে,
পাঠ আপনার শিখিছে সেলাই
অতিশয় মগ্ন হয়ে
নিজ ইতিহাস পড়িতেছে বালা
পরম আগ্রহ ভরে,
শিক্ষয়িত্রী তার গুণবতী মাতা,
শিখাইছে যত্ন করে।
জিজ্ঞাসিল "বল কেমনে লভিল
রাজ্য বর্ত্তমান রাজা,
তাহার অভাবে কে রাজ্য লভিবে
কাহাকে লভিবে প্রজা ?"
নীল বর্ণ আঁখি তুলি ভিক্টোরিয়া
চাহিল মায়ের প্রাণে—
(হাসিল প্রকৃতি কুসুম সংহতি
বিহগের কল তানে)
কহিলেন "আমি বুঝি নাই আগে
এ সকল বিবরণ—
সন্তান-বিহীন খুল্লতাত মম
ভূপতি "উইলিয়ম"।

আমিই তাহার উত্তরাধিকারী—
একমাত্র ভিক্টোরিয়া—
আমিই কি তবে পাব রাজ্য ভার ?"
মা কহিল চুম্ব দিয়া—
"খুড়ার অভাবে তুমিই লভিবে
এবিশাল রাজ্যভার"
শ্রুত মাত্র বালা হইল কম্পিত
শিহবিল দেহ তার
নীল বর্ণ আঁখি উঠিল ভরিয়া
ভয় ও প্রেমের নীরে
কহিলেন তিনি গভীব অথচ
কোমল মধুব স্বরে,
"কিবা ভীতিপদ কি দায়িত্ব পূর্ণ
আজি শুনাইলে যাহা,
কিন্তু মা করিব আপন কর্ত্তব্য
কঠিন হলেও তাহা।"
এই ভিক্টোরিয়া কিছু দিন পরে
হইলেন মহাবাণী,
যাহার মহিমা, যাহার সুযশ,
আজিও শ্রবণে শুনি।
কত বিপদের গুরু ঝঞ্জাবাত
বহেছিল তাঁর কাছে—
কত যত্ন তার প্রবল সমীব,
তাঁরে ঘেরি বহে গেছে

কিন্তু চিরকাল অটল অচল
আছিল প্রতিজ্ঞা তার,
হেন ধর্ম্মপাণা হেন তেজস্বিনী
বঙ্গে কী হয়েছে কি আর ?

"সদ্দৃষ্টান্ত"

(ইংরাজি হইতে অনুবাদিত)

এই ক্ষুদ্র পিপীলিকা-শ্রেণী বদ্ধ হয়ে
ছুটিয়াছে প্রাণপণে, উত্তপ্ত তপন
ঝলসিছে, সমীরণ উষ্ণ শ্বাস দিয়ে—
ঢালিতেছে তীব্রানল দহিছে ভুবন
আহার সঞ্চয় হেতু ক্ষুদ্র জীব গুলি
চলিয়াছে পথ বাহি—দহিছে যদিও
আদিত্য অনন্ত বলে প্রখর রশ্মি খুলি,
তথাপি কর্ত্তব্যশীল সবলে চলিছে
ভাণ্ডার করিতে পূর্ণ শীত ঋতু তরে—
অথবা জলদ জল ঝরিবে যখন
অবিরল, এবে যাহা কষ্টসাধ্য করে
রাখিতেছে সে সময় বাঁচাবে জীবন।
ঐ মহৎ দৃষ্টান্তটী আদর্শ ধরিয়া—
চলরে গন্তব্য পথে মানব সকল,

গভীর আলস্য-পঙ্কে দিওনা ঢালিয়া
জীবনের প্রথমাংশ, পল অনুপল
গলায় না যেন, কিন্তু যাঁর ইচ্ছা মত
পেয়েছ জীবন জ্ঞান, শিখেছ করিতে
কর্ত্তব্য, লভেছ দেহ, আঁখি হস্ত পদ
র কর আগে তাঁকে সন্তোষ করিতে।

জনক জননী

১

পিতা মাতা মানবের ঈশ্বর ঈশ্বরী,
প্রীতি-পুষ্প, ভাব ভক্তি, প্রেম-পুণ্য নিয়া
পূজ এ যুগল মূর্ত্তি দিবস শর্ব্বরী,
বাসনা, কামনা দ্বিধা জলাঞ্জলী দিয়া

২

লভিবে নির্ব্বাণ মুক্তি এ দুই ভজনে,
জীবন্ত প্রেম প্রতিমা স্নেহ-ময়ী মাতা
নিত্য ধর্ম্ম প্রদায়িনী অনিত্য ভবনে
সংসারের সার ধর্ম্ম পিতা জন্মদাতা

কেদার ঘাটে।

একদিন কাশী ধামে অপরাহ্ন কালে,
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করি সমাপন
চলিনু কেদার ঘাটে; কেদার * দর্শনে
পড়িতুপ্ত হয়ে শত সিঁড়ি অতিক্রমি
নামিলাম ঘাটে; আহা! উচ্ছাসিত হয়ে
খেলিতেছে গঙ্গা নদী,—উত্তরবাহিনী,
পর্য্যুষিত পুষ্পপুঞ্জ ছুটিযাছে স্রোতে
কোন পুণ্য দেশে? মরি মরি কি সুন্দর!
কেহ কেহ যোগে মগ্ন, হাস্য পরিহাসে
মগ্ন কেহ, বাক্যালাপে কেহ আছে রত,
কেহ গীতে, কেহ বাদ্যে, কেহ সঙ্কীর্ত্তনে
মত্তপ্রায়, কেহ বায়ু সেবন আশায়
ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ করিছে ভ্রমণ;
কেহ দরশন আশে উৎফুল্ল হৃদয়ে,
সোৎসুক নয়নে চাহি দেখিতেছে সব।
'গৌরী কুণ্ড' 'নীলকণ্ঠ' অদূরে জ্বলিছে,
অগ্নি শিখা হরিশ্চন্দ্র শ্মশানের বুকে।
অহো! কি ভীষণ। বারিপূর্ণ কুম্ভ লয়ে
কেহ উঠিতেছে সিড়ি অতিক্রম করি;
কোন জন নামিতেছে শূন্য কুম্ভ লয়ে

---

* কাশীধামের সুবিখ্যাত শিবলিঙ্গ।

কোনও বা ভিক্ষুকেরা "ভিক্ষাং দেহি" বলি
মাগিছে তণ্ডুল, অর্থ ; কোথা দাতাগণ
দরিদ্রে দানিছে ভিক্ষা ; কোথাও কলহ,
কোথাও পণ্ডিত বেদ অধ্যয়নে রত।
কোথা রামায়ণ, কোথ শ্রীমহাভারত,
গীতা পাঠ করিতেছে ব্রাহ্মণমণ্ডলী
কিছুক্ষণ ভ্রমিলাম ধীর পাদক্ষেপে
আপাদ-মস্তক শালে করিয়া মণ্ডিত ;
অল্প অবগুণ্ঠণেতে ঢাকিয়া বদন।
সঙ্গিগণ সঙ্গে সঙ্গে লাগিল ভ্রমিতে,—
শিশুগণ ক্রীড়া-মগ্ন,—বক্ষী রূপে সব
দাস দাসী উপবিষ্ট সহসা পশিল
মৃদু ক্রন্দনের শব্দ শ্রবণ বিবরে
চমকি চাহিনু—এক গৌরাঙ্গী রমণী—
দেখিলাম গৌরী কুণ্ড সোপানে বসিয়া
আধেক ঘোমটা মুখে, শোভিছে ললাটে
সিন্দুরের বিন্দু গোল চন্দ্রের মতন
আভরণ-হীন দেহ, শঙ্খ বাহু যুগে,
চরণে অলক্ত চিহ্ন, অধরে তাম্বুল,
শূন্যকুম্ভ সন্নিকটে বসি অধোমুখে,
অর্দ্ধ এলাম্বিত কেশ অতি মৃদু স্বরে
করিছে ক্রন্দন বামা, ঝরিছে নয়ন
শ্রাবণের ধারা সম ; কাঁপিছে অধর
কাঁপে যথা বায়ুভরে পুষ্পিত লতিকা

আমিও কাঁদিনু হেরি দুখিনীর চোখে
অবিরত বারিধারা; পরে জিজ্ঞাসিনু
"হে দেবি! একাকী বসি জাহ্নবী সোপানে
কেন কাঁদিতেছ?" মম চোখে হেরি বারি
দ্বিগুণ কাঁদিল বামা।—কহিলাম পুনঃ
'কহ দেবি! মনোদুঃখ বিবরিয়া মোরে।
কে তুমি?" অঞ্চল-কোণ খুঁটিতে খুঁটিতে
দিলাম তাঁহার কাছে আত্ম পরিচয়
সম্ভ্রমে সে মহাশয়া সম্ভাষি আমারে,
কহিলা করুণাময়ি! চরিত্রে তোমার
চমৎকৃত মন মম, শুনলো সরলে,
দয়া, ধর্ম্ম, ক্ষমা, নিষ্ঠা বর্ত্তমান যুগে
তিরোহিত, আত্মবৎ হেরিবে অপরে,
এই শাস্ত্রগত কথ; কিন্তু লো ভগিনি!
অধুনা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বিরল জগতে;
অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন নরাকৃতি সব
পশুপূর্ণ এ পৃথিবী, কাহারো অন্তরে
নাহি বিবেকের বিন্দু, পূর্ণ তমোগুণে
ধরাতল, শক্তিমান সত্বগুণ এবে
পরাভূত' দেখ বলি কোমল তর্জ্জনী
দেখাইল, দেখিলাম নিম্নদিকে চাহি
সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী ভস্মাবৃত দেহ
উপবিষ্ট চর্ম্মাসনে কহিল সুন্দরী,
ওই যে দেখিছ ভগ্নি! সমস্ত শর্ব্বরী

চুরি করি পরধন দিবসে আসিয়া
সাধু হয়ে বসিয়াছে চর্ম্মাসন পাতি;
ছাই ভস্ম গুলি মাখি আপাদ-মস্তকে
বলে, ছলে, কৌশলেতে করিছে আদায়
পরধন। ওই দেখ তদ্‌গত চিতে
ধ্যানমগ্ন যোগীবর, কিন্তু ওর মত
মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক নাহি এই ঘাটে
ওই যে দেখিছ সাধু শিবলিঙ্গ লয়ে,
সারা দিবা উপবাসী, সোমবার ব্রতে
ব্রতী আজ; কিন্তু ওর অই ফুলডালা
চোর' ন কোন এক বিধবা রমণী
ওই ডালা হারাইয়া কাঁদে প্রতিদিন।
ব্রত ভান করি আজ শিবপূজা ছলে
আকর্ষণ করি সব যাত্রীদের মন
করিতেছে অগণন ধন উপার্জ্জন
ওই যে বিধবা, যেন কত নিষ্ঠাবতী,
কিন্তু শুন যদি ওর নিষ্ঠুর বচন,
হৃৎপিণ্ড বিদারিত হইবে তখনি।
ওই যে বিধবা, এক শীর্ণ-কলেবরা
তপস্যায় কিন্তু ক্রোধ লোভ আদি রিপু
পারে নাই তেয়াগিতে বরঞ্চ দ্বিগুণ
আহারের পারিপাট্য বেড়েছে এখন।
ওই যে ব্রাহ্মণী দেখ ধীর স্থির মতি।
জনে জনে জিজ্ঞাসিছে কুশল বারতা

কিন্তু পরহিতাকাঙ্ক্ষী নহে ও রমণী
মিষ্টালাপে তুষ্ট করি অর্থ যাচ্ঞা করা
ব্যবসা ইহার। হায় হায়লো ভগিনি!
ওই যে দেখিছ লোক হাজার হাজার
কর্ম্মব্যস্ত কিন্তু কর্ম্ম নাহিকো কাহার;
সকলেই ব্যস্ত স্ব স্ব স্বার্থ সংরক্ষণে।
কেহ চোর, কেহ পাজি, কেহবা লম্পট,
কাহারো বা হিংসা বিষে জড়িত হৃদয়,
পরশ্রীকাতর কেহ ধনহীন জন
ধনীর ধনেতে লোভ করে অহরহঃ।
ওই যে দেখিছ ভগ্নি কেদারের ঘরে
কত নর নারী নিত্য করিছে প্রবেশ,
কত দুগ্ধ কত দধি কতবা সন্দেশ,
ফল মূল দূর্ব্বা অর্ঘ্য বিল্বপত্র ফুল
অর্পিছে শিবের শিরে কুম্ভ পূর্ণ লয়ে
গঙ্গাবারি সারি সারি ঢালিছে কেদারে
বম্ বম্ বম্ শব্দ কাঁপায়ে মেদিনী
মুহুর্মুহু। কিন্তু ভগ্নি, ক্ষোভের বিষয়
ভক্তিহীন ভক্ত সব; অপ্রিয় ইহারা
দেবতার, জিঘাংসায় পূর্ণ যার মন
সে কি লভে পুণ্য বোন! প্রীতি, প্রেম বিনা
কে কবে লভেছে পুণ্য? দেখলো সরলে!
কেদারেশ্বরের ঘরে বীভৎস ব্যাপার;
মারামারি, কাটাকাটি, কলহ, বিবাদ,

সকলেই মহাব্যস্ত অগ্রে পূজিবারে,
সর্ব্বাগ্রে পূজির আমি, দূর হ বলিয়া
বলবান দুর্ব্বলের করিছে প্রহার
অগ্রে পূজা করি কেহ অহঙ্কার ভরে
গালি দেয় অন্য জনে অধম বলিয়া
দুর্ব্বলে প্রহার করি শক্তিশালী লোক
অগ্রে যায় শিবলিঙ্গ পরশন হেতু,
একের হাতের গঙ্গা অপরে কাড়িয়া
ঢালে কেদারের শিরে, অন্যের দেখিলে
পূজার্চ্চনা, অন্যে মরে হিংসায় জ্বলিয়া।
ভগিনি লো! অজ্ঞগণ ভাবে মনে মনে
অগ্রে শিব পূজিলেই অগ্রে স্বর্গে যায়
তাই এত হুড়াহুড়ি মারামারি করি,
সর্ব্বাগ্রে পূজিতে ব্যস্ত বুদ্ধিহীন নর
বুঝেনা প্রস্তর খণ্ড বনফুল দ্বারা
পূজিলে কি স্বর্গ পথ হবে পরিষ্কার,
পাথরে ঢালিলে গঙ্গা, ভক্তিহীনগণ
লভিতে কি পারে স্বর্গ? স্বর্গের আশায়
লভিতে অমরাবতী, হেরিতে বাসরে
আসে শিবগৃহে সবে, শিবের আশায়
আসে কয় জন নর? প্রস্তর বেদীতে
দেখে কয়জন বল চিন্ময় দেবতা?
কার কাছে ভক্তি প্রীতি? তাই লো বিষাদে
কাঁদি আমি প্রতিদিন বসিয়া এখানে

ওই দেখ বোন্, আমি দেখিলাম চাহি
শ্মশানে জ্বলিছে অগ্নি, কহিল সুন্দরী
ওই যে দেখিছ হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান,
অই খানে জ্বলিয়াছে কত যে আমার
হৃদি-রক্ত—দেখিয়াছি বসিয়া এখানে
পাষাণের মত আহা, তাই লো বিষাদে
কাঁদি আমি প্রতিদিন বসিয়া হেথায়
রুদ্ধ কণ্ঠ হ'ল তার বলিতে বলিতে
কাঁদিলাম আমি, বামা কহিল আবার
"কাঁদিওনা শুন মম জীবন-কাহিনী।"
মুছিলাম চক্ষু, তুলি শিথিল অঞ্চল
অশ্রু মুছি' কহিল সে

কেদার ঘাটে।

দ্বিতীয় সর্গ।

"আমরা ব্রাহ্মণ—
(তাড়াতাড়ি নমিলাম ব্রাহ্মণ নারীকে)
নৃত্যলতা নাম মম কহিলা ব্রাহ্মণী,
পিত্রালয় পূর্ব্ব বঙ্গে, পূর্ব্বপাড়া নামে
ক্ষুদ্র এক পল্লী মাঝে কত যে আদরে
বর্দ্ধিত হইয়াছিনু জননীর কোলে
কত ধন, কত জন, পিতার আমার
ছিল ভগ্নি; ছিল বহু বিষয় তাঁহার;

এক পুত্রি আমি, মোর কত দাস দাসী
রক্ষিত, শিখাতো বিদ্যা শিক্ষয়িত্রী এসে
চিত্রবিদ্যা, শিল্পকর্ম্ম, কারিকর আসি
শিখাইত ; শিখিতাম অল্প দিনে বহু।
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করি সমাধান
কত ক্রীড়া করিতাম বিহান বিকালে।
মানস-সরস শোভা পাইত উদ্যানে ;
সহস্র প্রসূনাসার বর্ষিত প্রকৃতি—
চিনী জবা, ভূঁইচাঁপা, কুন্দ, কুণ্ড, বেলি,
ধুতুরা, পলাশ, চাঁপা, পারুল, কিংশুক,
কুটুবাজ, কৃষ্ণচূড়া, হলদে করবী,
হার বাসকের ফুল, টগর কেতকী,
সন্ধ্যা মালতীর ফুল সায়াহ্নে ফুটিত
মধ্যাহ্নে দুপুরে চণ্ডি হত বিকশিত,
ঝুমুকু, দোলন চাঁপা, অতসী, কাঞ্চন,
চামেলী, কনক চাঁপা, কস্তুরী, কামিনী,
কদম্ব, কানাই বাঁশী, কুমুদ, কহ্লার,
কমল, সেউতি, আর যূঁই, জবাফুল
ফুটিত, সুবাস লয়ে নাচিত সমীর ;
শিলিমুখ মধুলোভে গুঞ্জরী ফিরিত।
চয়ন করিয়া পুষ্প গাঁথিতাম মালা,
পরিতাম নিজ কণ্ঠে,নৃত্যময়ী নামে
ছিল এক সহচরী,আমার লো বোন্,

সন্ধ্যা, প্রাতে, বেড়াইত ছায়ার মতন,
মম সনে, মিষ্টালাপে সন্তুষ্টি আমারে।
সন্ধ্যা দেবিটীর মত বসি এলোকেশে
সালঙ্করা, সুবদনী, কুন্দ পুষ্প দ্বারা
গাঁথিত সে মনোহর বিনে-সূতে-হার ;
নিরখি প্রশংসা সবে করিত তাঁহারে।
আমি হার গাঁথি তারে দিতাম আদরে।
বড় ভালবাসিত সে মোর গাঁথা মালা,
মানস-সরস হতে শৈবাল তুলিয়া,
দুই জনে একমনে গাঁথিতাম হার,
সে দিত আমারে, আমি দিতাম তাহারে
সায়াহ্নে সরসী নীরে নামি শশী-কলা,
সাতারিয়া বেড়াইত সমীরের সনে
হত করিবার আশে ছুটিত লহরী,
কুলায় আহত হয়ে ফিরিত আবার।
জোছনা-মার্জ্জিত হয়ে বেলফুল বন,
শোভিত স্বর্গের সম প্রকৃতির শিশু,
প্রজাপতি ঘুমাইত কুসুম স্তবকে,
কত খেলা খেলিতাম আমরা দুজনে,
সান্ধ্য তারা যথা, যথা কুসুম বিপিনে
প্রকৃতির অঙ্কে রঙ্গে ক্রীড়াশীল সদা,
শোভিতাম সেইরূপে, কভুবা হরষে
নির্জ্জন কানন ঘোরে পশিয়া একেলা,
পূজিতাম ভবতোষে, চন্দ্রাতপ তলে

দূর্ব্বা আস্তরণে বসি। অন্বেষণ-রতা
সখী মম সেই স্থানে আসিত অচিরে
দেশের কল্যাণ হেতু উপবাসে রহি,
ব্রত করিতাম দোঁহে—কেহ না জানিত,
অঙ্গ ভঙ্গে কাঁদে বঙ্গ, কার না লো হায়
ফাটে হিয়া ফুটী প্রায় হেন অকল্যাণে।
এইভাবে মহাসুখে শৈশব জীবন,
কাটাইয়া কৈশোরেতে পড়িলাম দোঁহে,
উপযুক্ত বর লাভ করি নৃত্যময়ী,
সুখের শ্বশুরালয়ে করিল গমন
পিতাও এ অভাগীরে উপযুক্ত বরে
করিলেন সমর্পণ, কতই বাজিল
শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশী, ঢোল, কত মত দান
করিলেন পিতা মম বিবাহ উৎসবে।
পিতৃহীন, মাতৃহীন, অনাথ যুবক
রহিল শশুরালয়ে পরম আদরে,
লভিয়া এ দুঃখিনীরে, দুঃখিনীও তাঁরে
অপূর্ব্ব অমর ভাবি করিত যতন
চলিল সুখের দিন নদী স্রোত প্রায়
খরবেগে ; জনমিল জননী জঠরে,
সাত, আট ভ্রাতা ভগ্নী সকলি মরিল
অবশেষে একজন দেবের দুর্লভ,
জনমি মায়ের বক্ষ করিল শীতল
বাড়িতে লাগিল শিশু শশীকলা সম,

দিন দিন 'শুক্লপক্ষ" রাখিলাম নাম,
পরম আদরে তাঁর, "শুকদেব" বলি
জননী ডাকিত তারে, জনক আদরে,
রাখিলেন যত্ন করি 'পুণ্য-পুষ্প' নাম।
জনমিল একে একে আমারো উদরে
তিন পুত্র এক কন্যা—জোছনার মত,
উজলিল গৃহ মম, আনন্দ-সাগরে,
ভাসিতে লাগিনু মোরা, ওঃ হৃদয়হীন,
চলিতে বলিতে তারা শিখিল যখন,
শমন তখন গ্রাস করিল সবারে।"
ঝরিল নয়নাসার আবার আবার
ভাগ্যহীনা রমণীর, দিনু মুছাইয়া,
শোকাশ্রু, নয়নাসারে আমাবো ভিজিল
বসন ভূষণ সব কহিলা সুন্দরী,
"পঞ্চ সন্তানের শোকে উন্মাদিনী মত
ভ্রমিতে লাগিনু আমি শ্মশানে শ্মশানে;
অনিদ্রায় অনাহারে জীর্ণ হ'ল দেহ,
তৈলহীন চুলে জটা বাঁধিল আমার,
সে অল্প বয়সে হায়"—বলিতে বলিতে
কাঁদিল আবার রমা কাঁদিনু আবার
হেরি সেই অশ্রুমুখ, কত যত্ন করি
সান্ত্বনা করিনু তায়; কহিলেন তিনি
"সেই অসময়ে হায়! চির পূজ্যাস্পদ,
পিতা মম চলিলেন চির পুণ্য দেশে
শোকের উপরে শোক বিঁধিল এ বুকে—

জননী এ শোকবেগ সহিতে না পারি,
মৃত কন্যা হয়ে শয্যা করিলা গ্রহণ
পুত্র-পিতৃ-কন্যা-শোক হৃদয়ে চাপিয়া
সেবিতে লাগিনু আমি বিধবা মায়েরে,
শুক্ল পক্ষ দিন দিন বাড়িতে লাগিল ;
সে ধনেরে ধরি বুকে আমরা দুজন
দিনগুলি অশ্রুজলে লাগিনু কাটিতে।
এ হেন সময়ে পুনঃ আমার উদরে
জন্মিল কুমার এক, বালার্ক যেমন
সহসা উষার কোলে হয় আবির্ভূত
প্রকৃতি যেমন লভি বালক ভাস্করে
মুছিয়া নীহার অশ্রু হাস্য করে সুখে ;
আমিও তেমনি লভি এ পুত্র রতন
যুগপৎ হর্ষে সুখে হইনু বিহ্বল
"রক্ষা" নাম রাখিলাম বলিতে চলিতে
শিখিলেক শীঘ্র শিশু স্বর্ণ আভরণে
ভূষিত করিনু তায় পুষ্প ভূষ দ্বারা
সাজাইয়া পুষ্পরথে তুলি সযতনে
লতিকার রশ্মিদ্বারা টানিতাম সুখে
কভু রাজজনোচিত বেশ ভূষা দিয়া
সাজাইয়া ভাসিতাম আনন্দ সাগরে
আমি, শুক্লপক্ষ আর জননী আমার
এই বালকের পাছে দিবস শর্ব্বরী
খাটিতাম ক্ষুধা তৃষ্ণা হয়ে বিস্মরণ।

"রঙ্কু" মম বস্ত্রাঞ্চল করিয়া ধারণ
মা, মা, মা, মা বলি, টলিতে টলিতে
চলিত অলক্ত মাখা ক্ষুদ্র পা দুখানি
মাটী মাখা হত হেরি মাতুল তাহার
মহারোষে তিরস্কার করিতে আমারে
ধোয়াইয়া নিন্দনীর ক্ষুদ্র পা দুখানি
আপন বসনে তার দিত মুছাইয়া,
জননী অলক্ত-রাগ দিতেন আবার।
অশ্রুজল মুছি আমি উঠিতাম হাসি।
এরূপে চলিল দিন হরিষ বিষাদে
আমাদের; লো ভগিনি . এমন সময়
"রঙ্কু" মম সর্পাঘাতে,"—আর না পারিল
বর্ণিতে সে দুঃখ কথা অবশ হইয়া
পড়িল সোপান'পরি গৌরীকুণ্ড হতে
হিল্লোলে হিল্লোলে আসি সলিল সকল
পর্শিতে লাগিল অঙ্গ। হংস কারণ্ডব
চারিদিকে পেঁকা শব্দে লাগিল ভ্রমিতে,
দুই একটী রমণী ও অশ্রুপূর্ণ মুখে
জিজ্ঞাসিয়া গেল কেন কাঁদিছেন উনি,
দু' একটী পুরুষও হয়ে অগ্রসর
জানিতে আসিল তত্ত্ব অনুচর মম
তাড়াইল সে আবার দূর দূর করি।
তুলিলাম দুঃখিনীরে। উঠিয়া দুঃখিনী
অতীত কাহিনী তাঁর পুনঃ আরম্ভিল।

"ত্রিদিবে চলিয়া গেল ত্রিদিবের ফুল"
সর্পাঘাতে, মৃতদেহ ধরিয়া হৃদয়ে
পাথরে কুটিনু মাথা জননী আমার
হতাপ্রায় ছুটাছুটি করিল প্রান্তরে।
শোকে মৃতকল্প হয়ে শুক্লপক্ষ ভাই
অন্ন-জল তেয়াগিয়া কাঁদিল বিস্তর।
কিন্তু, আসিল না আর সে অমূল্য নিধি।
দেহ তার ভূমি গর্ত্তে ফেলিল গাড়িয়া
প্রতিবেশীগণ সব রক্ষা শূন্য ঘরে
রক্ষিতে এ পোড়া প্রাণ পুনঃ আরম্ভিল
পানাহার, পাপপ্রাণ রহিল তথাপি,
যে স্থানে বসিত রক্ষা সে স্থানে বসিয়া,
যে স্থানে শুইত রক্ষা শুইয়া সেথানে
কাঁদিতাম দিবানিশি খেলিত যেথায়,
সেথায় বসিয়া আমি খেলিতাম খেলা,
যেরূপে তাহার সনে খেলিতাম আগে।
রক্ষার চামচ বাটী, রক্ষার পোষাক,
রক্ষার ঝুনুঝুনি ঝাঁজ দেখিয়া দেখিয়া
কাঁদিতাম তিনজন, কথনো, কথনো।
রক্ষার শ্মশান পানে ছুটিতাম বেগে,
প্রতিবাসিগণ গিয়া ধরিত সবারে।
রক্ষা-শূন্য ঘরে পুনঃ আসিতাম ফিরি,
মর্ম্মভেদী। আর্ত্তনাদে কাঁপাইয়া ধরা,
স্বামী মম জ্ঞানবান তথাপি বিহ্বল

হইলেন। রক্ষা তার বক্ষের উপর
বক্ষ রাখি মহা সুখে থাকিত শুইয়া।
স্বপনেও থাকি থাকি বাবা বাবা বলি
উঠিত চীৎকার করি হারাইয়া হায়!
সে বক্ষাবে, বক্ষ তাঁর গেল বিদারিয়া
শুক্লপক্ষ সদা তার পারশে বসিয়া
বুঝাইত মধুস্বরে—কাঁদিতেন তিনি,
শুনি তার কচি মুখে প্রবোধ ভারতী।
এ ভাবে চলিল দিন, দিবস যামিনী।
শুক্লপক্ষ ধনে ধরি বুকের ভিতরে।
রহিতাম তিন জন আমার উদরে
পুনঃ জনমিল এক সুপুত্র রতন
শীতল হইল বক্ষ, শান্তি নাম তার
রাখিলাম সমাদরে

তৃতীয় সর্গ

হায়রে বিধাতঃ,

এ সংসার মহারণ্য, এ ঘোর বিপিনে
কেবল শ্বাপদ সিংহ, কে ইচ্ছে ইহারে?
এক দিন শুক্লপক্ষ শিরঃপীড়া বলি
শয়ন করিল আসি, তিন জন মোরা
তাহারে ঘেরিয়া লয়ে রহিলাম বসি।

ক্রমশঃ উত্তাপ হতে লাগিল শরীরে,
দুই আঁখি রক্তবর্ণ, হস্ত পদ হিম,
ডাকিলাম শুক্লপক্ষ শুক্লপক্ষ বলি,
কে দিবে উত্তর হায়! জননী আমার
জ্ঞানহীনা হয়ে ভূমে রহিলা পড়িয়া,
স্বামী মম, গ্রামে ছিল যত চিকিৎসক,
একে একে সকলেরে আনিলা ডাকিয়া
কিন্তু শুক্লপক্ষ আর এ মর জগতে
তিষ্ঠিল না দেবদেশে করিল প্রয়াণ;
স্বর্গের বসন্ত ছিল নর রূপ ধরি
ধরণীতে, স্বর্গপুরে ত্বরা গেল চলি,
নন্দন কাননে তার, আঠার বরষ
লীলা করি নরলোকে। শ্রীহীনা মলিনা
মাতা মম, পুত্র শোকে হয়ে পাগলিনী
আসিলেন কাশীধাম রহিল পড়িয়া
বিষয় সম্পত্তি আর ভদ্রাসন বাড়ী;
সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম স্ত্রী স্বামী আমরা
দুই দিকে দাঁড়াইয়া প্রজাবৃন্দ সব
কাঁদিল আসার কালে। নিষেধিল তারা
আসিতে এ বারাণসে কহিল কাতরে
বিষয় সম্পত্তি সব বিতরিয়া পরে
চলিলে কোথায় সবে বাতুলের মত
তোমরা যেমন কর্ম্ম করিতেছ আজ
হেন কর্ম্ম ধরাতলে কেহ নাহি করে।

করিওনা হেন কর্ম্ম হাসিবেক সব
বালকেও ইহা শুনি ; কিন্তু মাতা মম
শুনিলনা প্রজাদের করুণ আহ্বান
কহিল—হে প্রজাগণ! যেখানে আমার
রক্ষা, আর শুকদেব, সেখানে সঁপিয়া
চলিলাম ধনজন—আর না ফিরিব
শুকদেব শূন্য গেহে ছার রত্ন ধন
ধিক্ এই মায়া মোহে। মাতৃরূপা হয়ে
পালিয়াছি এত দিন পুত্র, কন্যা ভাবি
তোমা সবে শত্রু ভাবি ত্যজিলাম আজ
এত বলি শোকোন্মত্তা জননী আমার
কাশীধামে আসি এক ক্ষুদ্র বাসা লয়ে
রহিলেন দুঃখে কষ্টে পাঁচটী বরষ
শোনা গেল এই মত বাড়ীতে তাঁহার
তাঁর জ্ঞাতি ভাই এক রয়েছেন আসি
বিষয় সম্পত্তি আর ফল মূল যত
করিছেন ভোগ তিনি কিছুনা কহিয়া
মা আমার কাশীবাসে রহিলেন রত
ত্রিসন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান সদা শিব পূজা
সারা রাত্রি জপ, ক্ষুধা তৃষ্ণা বিবর্জ্জিতা
সদা মৌনী মা আমার কিন্তু তপস্বিনী
অচিরে চলিল স্বর্গে। তপস্যার তাঁর
উপযুক্ত স্থান বুঝি মিলিলনা হেথা
শেষের শরীর তার ঐযে শ্মশানে

জ্বলিল দেখিনু চোখে—এখনও যেন
চোখে চোখে হেরি সদা এ হেন সময়
হায় অকস্মাৎ ছাড়ি গেল গো আমার
সেই বক্ষ ছেড়া 'শান্তি', অশান্তি অনলে
চির জনমের মত ফেলিয়া আমায়
ঐযে শ্মশান বোন্, ঐযে শ্মশান,
ওইখানে মা আমার, শান্তিও আমার
পাঁচটী বরশ ক্রীড়া করি নানা মতে
আবেশে নিদ্রিত এবে উঠেনা ডাকিলে,
এলোকেশে ভ্রমি সদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কত দিন, তার পর এ পোড়া উদরে
জনমিল কন্যা এক দুবছর পরে,
শয়ন করিল এই দুরন্ত শ্মশানে
শোকানলে দগ্ধীভূত হৃদয় লইয়া
তিষ্ঠিতে নারিনু দোঁহে, যা ছিল সম্বল
সকল লইয়া দূর তীর্থ পর্য্যটনে
চলিলাম, ছয় মাস অতীত হইলে
ফিরিলাম পুনরায়—শূন্য কাশীধামে,
শূন্য বারাণসী পুরী শ্মশানের মত
হেরিতে লাগিনু আমি হায়রে কপাল
পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ আর পুত্র কন্যা শোকে
সতত অবশ চিত তাহার উপরে
পতির দরিদ্র দশা শেলের মতন
বিঁধিতে লাগিল বুকে—দেবতা সদৃশ
স্বামী মম আছেন গো সদ মৌনী হয়ে।

অন্নাভাবে অল্পাহার নিত্য শিবপূজা,
নিত্য গঙ্গাস্নান করি ভিক্ষার কারণ
রাজপথে উপবিষ্ট রহেন সতত।
কিন্তু বোন কলিযুগে আছে কিগো আর
সত্য, ধর্ম্ম, প্রেম যাহা বিভুর স্বরূপ
সত্য, ধর্ম্ম প্রেমাশ্রয়ে চৈতন্য স্বরূপ
ঈশ্বর আছেন বোন সত্য, প্রেমহীন
মানব এখন সব দরিদ্রের প্রতি
দাতাদের নাহি আর সে সহানুভূতি।
অন্নাহারে দিন দিন ক্ষীণ দেহ ভার
হইতেছে দুজনার হেরি বন্ধুগণ
কহিলেন পিত্রালয়ে ফিরিতে আবার
মাতুল সম্পত্তি শিশু শান্তি বর্ত্তমানে
পেয়েছিনু যাহা আমি ; সে সম্পত্তি দ্বারা
নিদারুণ অন্নকষ্ট করিতে বারণ।
লিখিলাম লিপি আমি সেই অনুসারে
জননীর জ্ঞাতী ভ্রাতা আছেন যথায়
শান্তির সম্পত্তি পুনঃ দিতে ফিরাইয়া
শান্তির দুঃখিনী মায়—যে আজ হয়েছে
অনাহারে জীর্ণ থাক্। কি কহিব বোন
সে ঘৃণার কথা আমি মাতুল আমার
দিলেন ফিরায়ে চিঠি কিছুদিন পরে
তীব্র উপহাস সহ, পরন্তু লিখিল—
"আমার সম্পত্তি ইহা, কে তোমরা আজ,

আসিতেছ গ্রাসিবারে ? বহু বহু কাল
অতীত হইয়া গেছে প্রজারা সকল
হয়েছে আমার বাধ্য, আমারি ইহারা,
তোমরা কে, সরে যাও, আসিও না কাছে '
কাঁদিলাম নিরজনে স্মরিয়া মাতায়
পবিত্র চরণ দুটি দিলাম পুনঃ
অল্প কিছু ধন ছাড়ি দিতে অগাগীরে
মাতার সে জ্ঞাতী ভ্রাতা কিছুদিন পরে
দিলেন উত্তর, "তুমি কর মোকৰ্দ্দমা,
নচেৎ একটী অন্ন মিলিবে না হেথা।"
নালিশ করিতে মোরে কহিল সকলে,
প্রজারা অনেকে মোরে ডাকিল সেখানে।
অনেকে কহিল মোরে যাইতে স্বগ্রামে,
রীতিমত মোকৰ্দ্দমা করিবার তরে
কিন্তু এই মৌনী স্বামী রাখি কার কাছে
যাই আমি পিত্রালয়ে,বিশেষ তিনিও
যাইতে না দেন মত সে শত্রু নিবাসে।
কহিলাম বহুজনে হইতে তাঁহার
তত্ত্বাবধায়ক, হায় শুনিল না কেহ।
দেশী জমীদারগণে কহিলাম খেদে,
(যাঁদেরে জননী মম তুষিতেন সদা
আশীর্ব্বাদে আর ফল মূল বিতরণে।)
দাঁড়াইতে মমপক্ষে, দিতে উপদেশ
এ বিষয়ে হিত যাহা ; কেহ না শুনিল,

দুঃখিনীর দুঃখপূর্ণ ক্ষীণ আবেদন।
শোকে দুঃখে মিয়মাণা তাইলো হইয়া
প্রতিদিন কাঁদিবারে আসি এই স্থানে।
যে স্থান হইতে স্পষ্ট পাই দেখিবারে
শ্মশান-সৌন্দর্য্য আহা যেখানে আমার
হৃদয়ের ধনগুলি আছে ঘুমাইয়া,
জননীর জননীর বুকের উপরে।

চাতক।

(ইংরাজি কবিতার ভাব লইয়া লিখিত)

১

ইহা হয়, সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিহঙ্গ মধুর
প্রভাতে উড়িয়া যায় শুভ্র নীলাকাশে,
হেরিতে সিন্দুরবিন্দু কুসুম বধূর,
লইতে সুবাস সুললিত নব ঘাসে।

২

তপন মধুর তপ্ত অথচ উজ্জ্বল,
আকাশ নীলাভা যুক্ত দিব্য পরিষ্কার,
পুষ্প-পত্র আর্দ্র গাত্র, দিয়া শ্বেতজল,
নিশাতে যে ঝরেছিল রজতের ধার।

৩

থাম, থাম, শুন নাকি ঐযে আকাশে
গাহিছে সোণার পাখী ? চাতক ব্যতীত
নহে অন্য পাখী উহা, যে প্রভাতে আসে,
উড়িয়া আকাশে যথা বায়ু বিমণ্ডিত।

৪

আপনার ক্ষুদ্রবাসা করি পরিহার,
দীপ্তমান দিবসের আরম্ভ সময়,
উঠে আসে উর্দ্ধে ভেদি বায়ু পারাবার
সূর্য্য অর্চনার তরে, শিশিরাশ্রময়।

৫

"এস সূর্য্য এস দেব তপ্ত প্রভাকর"
মনে হয় যেন সত্য "এভাবে চাতক
আহ্বানে তপনে এস আদিত্য প্রখর,
হেমকান্তি সূর্য্য তুমি হিমানী-নাশক

৬

কি সুখ অন্তরে মম মধুমাস দিনে,
কি শান্তি পেয়েছি আমি হেরিয়া তোমায়,
কত আলো ঢাল তুমি এ ভব ভুবনে
সাজে তরু পুষ্পগুলি তোমার শোভায়।

৭

"গাব আমি মনোসুখে সুখময় গান,
গাইতে গাহিতে নিম্নে করিব গমন,

বিশ্রামের তরে কিম্বা করিতে সন্ধান
সুখাদ্য আহার মম শিশুর কারণ

৮

চাতক করিয়া শেষ গীত সুধাধার,
আসিয়াছে নামি ভূমে কিন্তু মোরা সবে,
সে মধুর মিষ্ট স্বর ভুলিব না আর,
সে স্বর অমৃত রস কর্ণ ভরি রবে।

"সুবোধ।"

(ইংরাজি কবিতার ভাব লইয়া লিখিত।)

১

আহা কি মধুর, আহা কি সুন্দর,
প্রিয় জীব প্রজাপতি।
কেমন সুন্দর, পক্ষ দুটী তার,
উড়ে কত দ্রুতগতি।

২

কখনো বা উর্দ্ধে, কখনো বা নিম্নে,
ফুল হতে ফুলে যায়
ওই যে দুলিছে, মলয় মারুতে;
বসি গোলাপের গায়।

৩

ধরিতে উহায়, বড় সাধ হয়,
দাও দিদি দাও ধরি।
ঐযে উড়িল ঐ চলে গেল,
আবার আসিল ফিরি।

৪

কেমনে ধরিব, ওরে প্রিয় ভাই,
ধরিলে উহারে করে,
হইবে মলিন, পক্ষ দুটী ওর,
যাহা বহু শোভা ধরে

৫

তাহলে বিরত, হও লো ভগিনী
এস ফিরে এস ফিরে
ধরিতে যেও না, যাতনা দিওনা,
যথা ইচ্ছা যাক উড়ে

৬

কুসুমের কোলে, খেলিছে সতত,
অতিশয় মধুময়।
হেন ক্রীড়াশীল, জীবের মরণ,
সহিবে না এ হৃদয়।

"কে সৃজিল ?"

(ইংরাজি কবিতার ভাব লইয়া লিখিত)

আহা এ আকাশ পট কে গড়িল কবে
এমন উজ্জ্বল নীল আভা মাখি দিয়া ?
আহা এ সুন্দর মাঠ কাহার রচনা
সবুজ শোভায় ভরা স্বরগের সাঁচে ?
কে গড়েছে ফুল গুলি যার কোল ভরা
স্বর্গীয় সৌরভ। নেত্র মুগ্ধ রং হেরি ?
কার কল্পনার খেলা বিহঙ্গ সকল,
উচ্চ হতে উচ্চে যার গতি চমৎকার ?
কে শিখালো বিহঙ্গকে গাহিতে এমন
সরল তরল গীতি ভরি দিনমান ?
কভু ভ্রমে বনে কভু ভ্রমে উপবনে,
প্রজাপতি সুললিত সৌন্দর্য্যের সার।
কে আঁকিয়া দিল তার পক্ষের উপরে
এমন বিচিত্র চিত্র ? ফুলবন সম
কে শিখাল বিহঙ্গকে নিরমিতে বাসা
খড়, তৃণ, শুষ্ক ঘাস পাতার সহিত ?
কে শিখাল হেন শ্রেষ্ঠ বুনিতে সে সবে
তৃণের উপরে তৃণ রাখি স্তরে স্তরে ?
কার শিক্ষা মত মধুমক্ষিকা সকল
সকলের শ্রেষ্ঠ যাহা মধুময়ী ফুল,

সে সব ফুলের গর্ভে করিয়া প্রবেশ,
হরে পুষ্পসার গড়ে অদ্ভুত ভাণ্ডার
কুসুম মধুতে পূর্ণ করি সাবধানে,
হিমানী দিনের তরে কে শিখাল আহা,
ক্ষুদ্র পিপীলিকাগণে লইতে বহিয়া
খাদ্যগুলি বন্ধু পথে গ্রীষ্মঋতু তবে?
কে আঁকিল উচ্চে অর্ক এমন উজ্জ্বল,
জ্যোতির্মালা ঝলমল করে সারাদিন,
আসে উদয়াস্ত হতে দিতে পৃথিবীবে
উত্তাপ ও আলো যাহে সুখী হই মোরা?
কে গড়িল রৌপ্যে চন্দ্র হেন উচ্চ স্থানে
অন্ধকার শর্ব্বরীরে সন্তুষ্ট করিতে?
নক্ষত্র কনককুচি নিত্য দীপ্ত পায়
নীলনভোস্থলে যার কিরণ কণিকা
উজ্জ্বল ও পরিষ্কার কে নির্ম্মিল উহা?

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেনের শিশুপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া।

তুমি নাকি শিখিয়াছ হাঁটিতে এখন,
ওরে চিন্তামণি ধন,* ঐযে জ্বলিছে
সোণার নক্ষত্ররাজি সোণালি সন্ধ্যায়,
তুমি তার প্রতিচ্ছায়া, ঐ যে দুলিছে
পুষ্প আভরণ ভরিত লতা দল
মৃদুল সমীরে তুমি প্রতিচ্ছায়া তার
ঐ যে গোলাপ ফুল অল্প বিকশিত
শিশির-মজ্জিত মৃদু সমীর সেবিত,
বালার্ক পূজিত প্রভাতের হাসি ভরা
কোলে তার কান্ত অলি, তুমি চিন্তামণি,
ঐ গোলাপের ন্যায় নির্মল সুন্দর
গোলাপের মত তব সুন্দর আনন।
অলীর সদৃশ তব চূর্ণ চুলগুলি,
ক্রন্দনের জল চোখে শিশিরের মত,
রবিকর সম হাসি খেলিছে তাহায়
যেখানে সেখানে তুমি কর বিচরণ
মম আশীর্ব্বাদ রশ্মি আচ্ছাদি তোমায়
রক্ষিবে সতত, বাছা সহ নিরাপদে

---

* নাম।

"মধুমক্ষিকা"

কি কর্ম্মঠ জীব এই মৌমাছি সকল,
কি প্রকারে রাখে ধরি দীর্ঘ দিবসের
উজ্জ্বল ঘটিকাগুলি, কর্ম্মরশ্মি দ্বারা
প্রত্যেকটি প্রস্ফুটিত কুসুম হইতে
বিন্দু বিন্দু করি মধু আহরণ করি,
কেমন কৌশলে তারা গড়ে মধুক্রম
অতি পরিপাটি করি করয়ে বিস্তার
মোমগুলি   সুকঠিন পরিশ্রম দ্বারা
পূর্ণ করে তাহাদের সাধের ভাণ্ডার।
নিজের অর্জ্জিত মিষ্ট খাদ্য রাশি দিয়া
মানবেরও ঐরূপ মৌমাছির ন্যায়,
কঠিন শ্রমের দ্বারা আপন ভাণ্ডার
পূর্ণ করা সমুচিত, ভূমান ভবেশ
এই হেতু মানবেরে দিয়াছেন কত
জ্ঞান বুদ্ধি হস্ত পদ নাসিকা শ্রবণ

বধূ বিদায়

৺দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের দৌহিত্রী কুসুমকুমারীর মৃত্যুতে

১

যাও লো কুসুম বধূ স্বর্গের বাগানে,
ফোট গিয়া নিরমলা,
পবিত্র পাপরি খোলা,
সুকোমল সুধাময়ী সৌন্দর্য্য শোভনে

২

যাও লো নন্দন-বনে নয়ন-রঞ্জিনী
যে কাননে সুধা † নিধি,
হাসিতেছে নিরবধি,
যাও লো সুতের কাছে চির বিষাদিনী।

৩

সংসার অসার অতি মোহ-মসী ভরা,
আসিও না আর ঘুরে,
রহ সুখ-স্বর্গ-পুরে,
সে দেশে নাহিক রোগ শোক মরা জরা

৪

কাঁদুক সরযূ * তব কাঁদুক জামাই,
আর আসিও না হেতা,
অয়ি! মৃত্যুময়ী লতা,
বৈতরণী তীরে রাখি আপদ বালাই

---

† ইহার পুত্র

* কন্যা।

৫

কাঁদে যদি পতি তাহে কি ক্ষতি তোমার ?
স্বপ্ন দেহ ধরি সতী,
ধ্যান কর প্রাণপতি,
প্রেমের স্বর্ণডোর ছেঁড়ে সাধ্য কার ?

বসন্তের উক্তি।

(ইংরাজি হইতে অনুবাদিত)

বালিকে ! এসেছি আমি সাজিয়া সুসাজে,
শীতের কুহেলি জাল ছিঁড়িয়া সবলে,
উজ্জল সূর্য্যের কর মাথায় লইয়া
সঙ্গে করি মধু, মধুমক্ষিকার তরে,
লইয়া মুকুল পত্র বৃক্ষের কারণ
সহিত কুসুম পুঞ্জ স্বর্গের গরিমা
বালিকে ! এখনি আমি আসিব ধরায়,
মম আগমন চিহ্ন করিয়া ধারণ,
ঐ দেখ স্বর্ণ বর্ণ মথিয়া পালকে,
চাতক উঠিছে উচ্চে, যেখানে জ্বলিছে
ঝলমলে নীলাকাশ নবীন আলোকে।
শুকায়ে দিয়াছি পক্ষে ছোট পাখীদের,
মম আগমন গন্ধ করিয়া গ্রহণ,

ঐ দেখ পাখীগুলি একত্র হইয়া
চক্রাকারে ঘুরিতেছে বাষ্পময় পথে।
ঐ দেখ পুঞ্জ পুঞ্জ বুঞ্জ পুষ্পগুলি,
সুচিক্কণ শাখা-পত্র ফেলেছে ঢাকিয়া,
সুন্দর শাওলাবৃত মাঠের উপর
সবুজ রঙ্গের দূর্ব্বা শোভে থোবা থোবা।
মাঠ ভরা মনোহরা হেরিতে অদ্ভুত
তারার মতন সব শোন ফুল গুলি
পত্র দাম অবিরাম দুলিছে তাহার,
দুলাইয়া নিম্ন স্থিত বিবিধ রঙ্গের
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল গুলি শাখা সহ তার
নববলে বলী হয়ে দাঁড়কাকগণ
মিটিঙ্গ করিছে বসি তরুর শাখায়।
কোলাহল পূর্ণ এক সভা নিরমিয়া
পাখীরা গাইছে গান অতি উচ্চস্বরে
ওই প্রজাপতি ছোটে সকলের আগে,
পাইয়া আমার গন্ধ নবীন উৎসাহে
নাচিতেছে, দেখ দেখ চাহিয়া চৌদিকে
ফুলের সাগর যাহা সংখ্যার অতীত
প্রত্যেকটী নদী সমুজ্জ্বল রবিকরে,
সবগুলি ফুল বৃক্ষ ধরেছে নুতন
শুভ্রসাজ, সুশ্যামল বেশ পরিহরি
অঙ্কুরে সমষ্টিগুলি আশা প্রদানিছে
প্রদানিবে শ্রেষ্ঠ ফুল মিষ্ট ফলরাজি,

ওই দেখ স্বর্গ, এই দেখ মর্ত্ত্য ভূমি,
ঈশ্বর এ সুখ-ঋতু তোমারি কারণ
দিয়েছেন পাঠাইয়া, কি দয়া তাঁহার !!
দিয়েছেন শিখাইয়া বিহঙ্গমগণে
গাইতে সুশ্রাব্য গাঁথা, ধরাকে কেমন
দিয়েছেন লাল, নীল, সবুজ বসন,
ঢালি কৃতজ্ঞতা-সুধা নমোলো তাঁহায়,
পূর্ণ কর শক্তি দিয়া তাঁর অভিপ্রায়।

"সূর্য্য।"

(ইংরাজি হইতে অনুবাদিত)

(১)

এমনও দেশ আছে জগত ভিতরে
যেখানে উজ্জ্বল সূর্য্য সতত উজ্জ্বল,
যখন মোদের হেথা বালারুণ ঝরে,
সে দেশে তখন সন্ধ্যা, ফুটে তারাদল।

(২)

যখন আমরা যাই শুইতে শয্যায়,
তখন তাহারা উঠে শয্যা পরিহরি,
প্রভাত কিরণ ঢালে সহস্র ধারায়,
হেথায় তখন সন্ধ্যা আসে ফুল পরি।

(৩)

এমনও দেশ আছে, এমহী মণ্ডলে
যে দেশে সতত নিশা করে অবস্থান,
অনেক সপ্তাহ মাস মিশে কাল কোলে
সূর্য্য কি আলোক তৃপ্ত নাহি করে প্রাণ

(৪)

রাত্রিদিন সমভাবে রহে অন্ধকার—
কি আশ্চর্য্য মাঝে মাঝে এ কৃষ্ণা রজনী
দূরীভূত হয়, ঝরে পড়ে আলোভার,
বহুত সপ্তাহ ব্যাপী রহে দিনমণি।

(৫)

যখন নিদ্রিত রহি আমরা এখানে,
সেদেশে সবিতা সত্ত করে আলোকিত,
পল্লল, পল্লব, পাখী গায় কল তানে,
সূর্য্যমুখী ফুল সুখে হয় জাগরিত।

(৬)

সপ্তাহের উপরেতে সপ্তাহ অতীত
হয় কিন্তু প্রভাকর নাহি হয় গত,
সূর্য্যমুখী থাকে সুখী না হয় মুদিত
পাখীও সঙ্গীত হতে না হয় বিরত।

"কবীবর নবীনচন্দ্র সেন।

(১)

হায়রে দুঃখের কথা, হায় কি দুর্দ্দিনে,
সাহিত্য-বনের পিক
মাতাইয়া দিক বিদিক,
দেখিতে দেখিতে কোথা হইল বিলীন!

(২)

মরি কি দুঃখের কথা মরি কি নিরাশ,
সাহিত্য-বনের পাখী
কণ্ঠে মধু সুধা মাখি
গাইতে সুতারে বন্ধ হয়ে গেল হায়!

(৩)

আহা তুমি পূর্ণিমার মত কবিবর,
আলো করি দেশ গ্রাম,
হইয়াছ সিদ্ধকাম,
কাঁদিছে তোমার তরে কোটী কোটী নর।

(৪)

হায়, দীনা হীনা হয়ে কাঁদিছে বিস্তর
তোমার জনম স্থান
পুণ্যবতী চট্টগ্রাম,
হারাইয়া তোমাসম রত্ন-মনোহর!'

(৫)

প্রবীণ নবীনচন্দ্র নাহি কি গো আর
বিবশা কবিতা-বাণী,
কাঁদিছে শুনিয়ে বাণী,
কে তারে গাঁথিয়ে আর দিবে হেম-হার !

(৬)

কর্ণে কর্ণ-ফুল তার কে দিবে এখন,
কে আর মোহন ছাঁদে—
দিবে তার চুলে বেঁধে
সাজাইবে কবিতারে কে আর এমন !

(৭)

যাও তবে কবিবর ডাকে কবিগণ,
স্পর্শ কর কবিকুঞ্জ,
সুখ ভুঞ্জ পুঞ্জ পুঞ্জ
এ হেন কবির তুল্য জীবন মরণ !'

(৮)

ওই যে স্বরগ-পুরে কবিকুঞ্জ মাঝে,
দাঁড়াইয়া হেমচন্দ্র,
ডাকিছে নবীনচন্দ্র,
অগ্রসর হয়ে মধুসূদন এসেছে !

সন্ধ্যা

দিবস হইল গত উদিল মিহির,
শুভ্র তারা শূন্য মার্গে হইল বাহির
শ্যামল কোমল ঘাস ভিজিল শিশিরে,
ভাসিল বাদুড় সান্ধ্য-সমীরের নীরে।
শুইল মেষের শিশু নিদ্রার আশায়,
বহুক্ষণ হল পাখী গিয়াছে শাখায়
স্থির নীলাকাশ গাঢ় অন্ধকার এসে,
পর্ব্বতের পাশে আর ঘন বনে বসে।
বিশ্রাম করিল কিন্তু আমার হৃদয়
হেরিয়া ঘনান্ধকার ভীত নাহি হয়।
নিশাও আমার কাছে দিবস যেমন,
উজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ চারু দরশন,
কারণ বিশ্বাস মম ঈশ এ নিশীথে
পাহারা স্বরূপ মম রয়েছেন সাথে
দক্ষিণ করেতে ধরি অনন্ত জগৎ
পালিছেন ধনী দীন ক্ষুদ্র ও মহৎ।

ভৃত্যের মহৎ আত্মত্যাগ।

হিমানী পূর্ণিমা-নিশি পার্ব্বত্য প্রদেশ
স্বালোকে সমুজ্জ্বল বন্ধুর বসুধা,
প্রবল পর্ব্বত-শ্রেণী তুষার মণ্ডিত
মৃদু জ্যোস্নাপাতে হয়ে ঈষৎ চঞ্চল
ঝলসিছে ঝলমল, বিরল কুসুম
হাসিতেছে ম্লান হাসি কচিৎ ফুটিয়া।
শীত ক্লিষ্ট শুভ্র লতা জড়িত শরীরে
কাঁপিতেছে অনুক্ষণ পবন হিল্লোলে
স্বর্গচ্যুত মরকত নক্ষত্রের রূপে
ভাসিতেছে ভাবাবেশে জোছনা জীবনে।
চারিটি আরোহী লয়ে এহেন সময়
চলেছে ক্যারীজ এক বরফ ভেদিয়া।
ক্যারীজ * বহিয়া নিয়ে ছুটেছে সম্মুখে
দ্রুতবেগে অশ্বগুলি, ভিতরে বসিয়া,
ভদ্রলোক একজন স্ত্রী পুত্র সংহতি
করিতেছে বাক্যালাপ, ভৃত্য একজন
চালাইছে দ্রুত অশ্বে; এমন সময়
উঠিল একটী শব্দ গিরি শৃঙ্গ হতে,
কিসের শব্দ ইহা বুঝিল তখনি
মনিব ও ভৃত্য, ভয়ে উঠিল কাঁপিয়া

---

* বরফের উপরের চলার গাড়ী

দোঁহাকার বক্ষস্থল, বাঘ একদল*
ছুটিছে ক্যারীজ পানে, দ্বিগুণ বিক্রমে
ছুটিল চারিটি অশ্ব বুঝি উপস্থিত
বিপদের সূত্রপাত, অল্প কাল পরে
শত বাঘ পঁহুছিল ক্যারীজের কাছে
বন্দুক ফায়ার করি চকিতে বধিল
মনিব অনেক বাঘ ক্ষণেকের তরে
বিস্মরিল বাঘগুলি ক্যারীজের কথা
লভি মৃত-দেহ গুলি, আনন্দে লাগিল
ভক্ষিতে সে গুলি সব ভক্ষ্য বস্তু বলি।
এই অল্প অবসরে ক্যারীজ লভিল
অতি অল্প অগ্রসর, পুন অল্পক্ষণে
পঁহুছিল বাঘ সব ক্যারীজের কাছে।
মনিব কহিল খেদে ভৃত্যপানে চাহি
বল কি কর্ত্তব্য এবে? এক অশ্ববর
দিব ছাড়ি শত্রুগণে, যতক্ষণ তারা
ভক্ষিবে সে ঘোটকেরে, ততক্ষণ মোরা
কিছুদূর অগ্রসর হইব নিশ্চয়,
এরূপ কহিয়া ভৃত্য দিলেক ছাড়িয়া
ক্যারীজের এক অশ্ব, অতি দ্রুতগতি
ছুটিল সে তিন অশ্ব ক্যারীজ লইয়া।
ত্যক্ত অশ্ব পড়ি বাঘ-সমুদ্র মাঝারে
মুহূর্ত্তে অতলতলে পড়িল ডুবিয়া,

নেকড়ে বাঘ শীকারের জন্য দলে দলে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

পলকে নিঃশেষ করি ত্যক্ত অশ্ববরে,
ছুটিল নেকড়া দল দ্বিগুণ উৎসাহে
পলকে আসিল যথা অতি ব্যস্ত হয়ে
ছুটিতেছে প্রাণীগণ প্রাণের মায়ায়।
এবে কি কর্ত্তব্য আছে বহিল মনিব
ভৃত্যপানে চাহি হায় আরও একটী
ঘোটক ছাড়িতে হবে, ব'লে ভৃত্যবর
দিল ছাড়ি অশ্ব এক ক্যারীজ হইতে
অতি দ্রুত বেগে ছুটি চালান ক্যারীজ,
অবশিষ্ট অশ্বদ্বয় সহায় করিয়া
ত্যক্ত অশ্ব নিঃশেষিত করিয়া পলকে
হিংস্রগণ পুনরায় ঘেরিল তা সবে
"এবে কি কর্ত্তব্য বল" বিশুষ্ক বদন
ছল ছল নেত্রজল ভারাক্রান্ত হয়ে
কাঁপিতে লাগিল এবে কি কর্ত্তব্য বল" ?
মনিব কহিল চাহি ভৃত্যের বদন।
ভৃত্যের প্রশান্ত মূর্ত্তি সুদীর্ঘ নয়ন
ক্ষীণ ওষ্ঠাধর, ক্ষণ নীরব রহিয়া
ভৃত্য পুনঃ সকণ্ঠে বহিল, মনিব,
"আত্মদান বিনে আর না দেখি উপায়
ওহে প্রিয়বন্ধু মম। বধি ততক্ষণ
যতক্ষণ ব্যাঘ্রগুলি না বধে মোদের
ক্ষণেক নীরব রহি গম্ভীর আওয়াজে
কহিল মনিবে ভৃত্য যদি অল্পক্ষণ

পারি ভুলাইতে বাঘ নিশ্চিত যাইব
নিরাপদ স্থানে, আর নহে বহুদূর,
পরিচিত পান্থশালা কিন্তু কি উপায়ে
রাখিব এ হিংস্ররিপু? পারিনা ছাড়িতে
অশ্ব আর, এক অশ্ব তা কেমনে টানিবে
এ ক্যারীজ, যাই আমি বন্দুক লইয়া
ক্যারীজ হইতে নামি, বধিব রিপুকে
যতক্ষণ রিপু মোরে না করে নিপাত
ওহে প্রিয় প্রভু তুমি এই অবসরে
পঁহুছিবে নিরাপদ পান্থশালা মাঝে
বিদায় হে প্রভু, যাই জনমের মত,
প্রণাম জননি! বলি জ্বলন্ত উৎসাহে
ঝাঁপিয়া পড়িল ভৃত্য মৃত্যুর কবলে।
তার এ অদ্ভুত দৃশ্য বিস্মিত হইয়া
মনিব ক্যারীজ তার হাঁকাইল বেগে
পান্থশালা অভিমুখে, বুঝিল যখন
অশক্ত সে নিতান্তই রক্ষিতে ভৃত্যেরে
এই সদাশয় ব্যক্তি ভৃত্যের কারণ
ফেলেছিল অশ্রুজল জীবন ভরিয়া,
পেলেছিল সযতনে ভৃত্য-পরিবার
আজীবন একভাবে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে

সুকবি রমেশচন্দ্র দত্তের বিয়োগ উপলক্ষে।

(১)

কি হইল কি হইল, কে লইয়া পলাইল,
এমন অমূল্য রত্ন
যা করি কতই যত্ন
রেখেছিল জন্মভূমি এতদিন ধরি

(২)

কি হইল কি হইল, কোন্ খানে লুকাইল,
এমন অমূল্য নিধি,
যা সাধে দিছিল বিধি
মায়ের কোমল কোলে করুণা বিতরি।

(৩)

হারে নিদারুণ যম ফেলিতে দিবিনা দম,
উপর্য্য উপর্য্য নিধি
নিয়ে নিয়ে লুকাইবি ?
এই না সে দিন নিলি
নিয়ে কোথা রেখে এলি,
বঙ্গের গৌরব-রবি আনন্দমোহন।

(৪)

না নিবিতে যে আগুন,
জ্বালিলে পুনঃ দ্বিগুণ :

জ্বলন্ত ধর্ম্মের প্রায়
হরিয়া লইলি তায়,
মহাত্মা উমেশচন্দ্র সন্ন্যাসী সুজন !

(৫)

নবীন ভারত ভবে,
দিছিল স্বরগ গড়ে,
এই না সে দিন তারে
নিয়ে গেলি কেড়ে ছিঁড়ে,
হারালি দ্বারকানাথ শ্রেষ্ঠ কবিরাজ !

(৬)

নিলি রাজা সূর্য্যকান্ত
কি কব তোরে কৃতান্ত !
এবে যে রতন নিলি,
এবে যে বিষাদ দিলি,
সে বিষাদে অন্ধকার করিল সমাজ

(৭)

জননী জনমভূমি
আর কি লভিবে তুমি,
এমন উজ্জ্বল মণি,
যাঁর তেজে এ অবনী
হয়েছিল এতদিন এত আলোকিত !

(৮)

যিনি দেহ পরিহরি
চলিলেন স্বর্গপুরী,

যাঁহার বিরহ শোক
সামালিতে নারে লোক
যাঁর তরে আজি লক্ষ প্রাণী আকুলিত!

(৯)

এমন রমেশ তব
নিত্য নব, নিত্য নব,
যার মধু-গ্রন্থ গুলি
অমৃত দিছিল ঢালি
শ্রবণ-ইন্দ্রিয় দিয়া মানব হৃদয়ে!

(১০)

সমস্ত সংসার তরে,
সংসারের ব্যাখ্যা করে,
সমাজের স্তরে স্তরে
জ্বলন্ত পীযূষ ঝরে,
পাঠে বিদ্যোৎসাহী যায় জগত ভুলিয়ে।

(১১)

জীবন প্রভাত তাঁর জগত বিখ্যাত,
মাধবীকঙ্কন জোড়া,
স্বর্ণ সুধার ধারা,
বঙ্গবিজেতার কথা
আছে কোটি কণ্ঠে গাঁথা
সাহিত্যের তরে খেটে ছিল দিন রাত।

(১২)

এমন স্বদেশভক্ত,
সাহিত্যের অনুরক্ত,
তুলনা বিহীন নর
যশে ব্যস্ত চরাচর,
সুবিখ্যাত বিচারক প্রবীণ পণ্ডিত
তাঁরে পেয়ে স্বর্গবাসী
হইয়াছে কত খুসী,
ধর্ম্মের প্রদীপ তার,
নাশিয়াছে অন্ধকার,
ভূলোকে দ্যুলোকে তিনি তুল্য সম্মানিত

সুপণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুতে।

(১)

কি শুনিনু আজি হায় পণ্ডিতপ্রবর
চন্দ্রকান্ত মহাশয় নাহি এ জগতে,
ছুটিয়াছে দেশব্যাপী শোকের লহর,
ভাসিছে ভারত, বঙ্গ অশ্রু-বারি-স্রোতে

(২)

চন্দ্র তুল্য দীপ্তি যাঁর ব্যাপ্ত চরাচরে,
চন্দ্রকান্ত মণি তুল্য যাঁর উজ্জ্বলতা,
তিনি আজ ডুবাইয়া শোকের সাগরে
স্বদেশ বিদেশ হায়, নাহি স্বরে কথা,

(৩)

চলিলেন মৃত্যুপুরে, যাঁহার কারণ
প্রধান পণ্ডিতগণ মিলিয়া কাশীতে
মহতী সমিতি এক করিয়া গঠন,
করিয়াছেন শোক ব্যাপ্ত করুণ ভাষাতে।

(৪)

শ্রবণ হইতে সৃষ্টি যাঁর বক্তৃতায়,
যাঁর সম সুপণ্ডিত নাহি বঙ্গ-ভূমে,
কোথায় গেলেন তিনি মরি হায় হায়,
আবরিয়া বঙ্গভূমি অন্ধকার-ধূমে!

উচ্চ-মনা।

(১)

সবুজ ঘাসের বনে ক্ষুদ্র মুক্তা-ফল
ঝরিছে আকাশ হতে, জ্বলিছে রবির
কিরণ প্রভাবে যথা নক্ষত্র সকল
জ্বালায় মুকুল-দীপ সৌন্দর্য্য বল্লির।

(২)

নড়িছে ঘাসের শির মলয় মারুতে
প্রাণের পিয়াস পূরি নির্জ্জন প্রকৃতি,
মেখেছে সুধাশ্রু বিন্দু সবুজের পাতে
অর্কের উদ্দেশে; পূত পুষ্প মালা গাঁথি

(৩)

ঘুক্ষিয়াছে থরে থরে এ হেন সময়
সুরীতি নামেতে এক সরলা কুমারী
ভ্রমিতে আসিল তথা হস্তে 'বোধোদয়'
ভ্রমিতে লাগিল আশু, হস্তে বই ধরি।

(৪)

বহিছে সৌরভ বাহি প্রভাতের বায়,
দুলাইয়া কুমারীর পবিত্র অঞ্চল,
বসন্তে বাসন্তী-পিক মগ্ন সাধনায়
তরুময় ফুলচয় স্বর্গের নকল

(৫)

সম্মুখে পতিত ছিল বলয় একটী,
একার ? বলিয়া বালা লইল তুলিয়া,
পরশে পড়িল রবি ফুটন্ত ভ্রুকুটি,
উদ্বেগে মাতার কাছে চলিল ধাইয়া।

(৬)

কহিল "এ বালা মাছি গেয়েছি পড়িয়া"
"কে ইহার অধিকারী ?' কহিল জননী
"কেমনে কহিব মাগো ?" উঠিল ভরিয়া
জলে নীলোৎপল নেত্র,তুলি হাতখানি

(৭)

মুছিল সলিল—বালা কহিল আবার,
জানিনা ফেলেছে কোন্ হতভাগা জন,

জানিনা কি দুরবস্থা ঘটেছে তাহার
কহিল জননী 'তুমি করিবে গ্রহণ ?"

(৮)

সেকি ? বলি আর্ত্তনাদ করিল বালিকা,
কেন ? দেখ দেখি ইহা উজ্জল কেমন,
কত মূল্যমান, গাত্রে কত চিত্র আঁকা,
কহিল প্রসূতি, শুনি পুষ্পের মতন

(৯)

শুকাইল কুমারীব সুন্দব আনন,
জনান্তিকে বিদ্ধ হলো মধুব মরম,
"স্বর্ণ কি উজ্জল ধর্ম্ম-হীরার মতন,
স্বর্ণ মূল্যবান কিন্তু অমূল্য ধরম"

(১০)

কহিল সুরীতি, শুনি এহেন ভারতি
শিশু তনয়াব মুখে, আনন্দে ঝরিল
অক্ষি-লোর জননীর, কহিল প্রসূতি
তনয়াকে "সে কেবল পরীক্ষা করিল।"

(১১)

অজ্ঞাত মালিক এই সুবর্ণ ভূষার
কি প্রকারে সৎপাত্রে করিব অর্পণ ?
কি করি কহিল মাতা, জানিনা কাহার
কিন্তু বিষ নরকাগ্নি হয় পরধন।

(১২)

কেমনে রক্ষিবে গৃহে কহিল সরলা,
'কি করি এখন"? যদি কহিল জননী,
কহিল বালিকা যার পিঠ ভরা ঢালা
এক রাশ কেশ, পদ্মসম মুখখানি।

(১৩)

ওই যে করবী গাছ ফুলের হিল্লোলে
খুলিয়াছে স্বর্ণ দৃশ্য প্রত্যুষের সনে,
প্রকৃতির শিশিরাশ্রু পড়িয়াছে ঢেলে
এখনো ভিক্ষুক এক রয়েছে শয়নে

(১৪)

ওইখানে ও জননী দেখেছি নয়নে
দুঃখীর সন্তান ওই ভ্রমি সারাদিন
শোয়, সূর্য্যের অস্ত গমনের কালে
ছিন্ন বস্ত্র ভগ্ন দেহ বদন মলিন!

(১৫)

সারাদিন দ্বারে দ্বারে ক্ষুধার কারণে
ভ্রমে ও দরিদ্র স্বল্প যা পায় মাগিয়া
খায় দিবা শেষে রহে গৃহের বিহনে
করবী তরুর তলে কাঁথা বিছাইয়া

(১৬)

ওই কাঙ্গালেরে দান কর মা এখন
সুবর্ণ বলয় এই—'করুণ ব রাণী

এস মা তোমায় গর্ভে করিয়া ধারণ
কৃতার্থ জননী তব" কহিল জননী।

হারা-নিধি।

(১)

একদিন বসন্তের পূর্ব্বাহ্ন সময়,
মৃদুরে বহিতেছিল মধুর অনিল,
হেলিতে দুলিতেছিল লতিকা নিচয়
নিকুঞ্জে নাচিতেছিল ভ্রমর কোকিল

(২)

একটী বালিকা সঙ্গে দাসী একজন,
ভ্রমণ করিতেছিল মধুর মন্থরে,
অদূরে গভীর বন ভীম দরশন
বালিকা খেলিতেছিল তাহার গোচরে।

(৩)

গগনে স্তিমিত তেজা প্রাচীন তপন,
নবনেত্র অন্তরালে, ত্বরিত গমনে
ছুটেছে পশ্চিম মুখে কনক বরণ
ছিটাইয়া স্বর্ণ-রশ্মি এভব ভুবনে।

(৪)

আলো কিন্তু চারিদিক, সহসা সেখানে
একটী হরিণ-শিশু বন-গর্ভ হতে
আসিল বালার কাছে, বালার পরাণে
ছুটিল আনন্দ উৎস, ক্ষুদ্র নেত্র-পথে

(৫)

ছুটিল আনন্দ-অশ্রু, ছুটিল বালিকা
ধরিতে সে মৃগ শিশু চলিল ছুটিয়া,
চঞ্চল হরিণ-শিশু শত আঁকা বাঁকা
কাননের পথগুলি ঢাকা কাঁটা দিয়া

(৬)

ছুটিছে মৃগের পিছে অবোধ বালিকা,
সহসা হারায়ে গেল চঞ্চল হরিণ
ওহো! কি ভীষণ বন অন্ধকারে গাথা,
ভাসিল নয়নাসারে নয়ন-নলিন।

(৭)

শিশুমতি বালিকার আতঙ্কে শরীর
উঠিল শিহরি ভয়ে ধাইমা বলিয়া
প্রসারিল হাত, দাসী হইয়া অস্থির
পশ্চাতে ছুটিতেছিল, নিঃশব্দে বহিয়া।

(৮)

এসেছি এসগো বলি প্রসারিল হাত
দাসী তার—ভীতমতি শিশু সচঞ্চলা
লুকালো দাসীর বক্ষে মুদি নেত্রপাত,
কাঁদিল নীরবে দাসী লুণ্ঠিত অঞ্চলা।

(৯)

কি প্রকারে বাহিরিব যদি কি আপদ,
চৌদিকে কণ্টক রাশি, শত পুরু হয়ে

উৎপ্রাদিছে মহাভীতি, রোধিযাছে পথ
অপমৃত্যু বিনে মুক্তি না পাই ভাবিয়ে।

(১০)

রক্ষা কর ভগবান! উচ্চারিল বালা,
সহসা কি ভীমনাদ বন গর্ভ ভেদী
পশিল দোঁহাব কাণে, অত্যন্ত উতলা
হইল দাসীটী গণ্ড ভিজাইল কাঁদি।

(১১)

উভয়ে চাহিল খুজি শব্দেব কারণ
নিবিড় ঘাসেব বনে ওকিগো ওকিগো ?
ব্যাঘ্র, রক্ষ ভগবান বলিয়া নয়ন
মুদিল বালিকা, দাসী জড়াইয়া বুকে

(১২)

ধরিল সে বালিকাবে, হঠাৎ হইল
বন্দুকেব গুড়শব্দ, পড়িল লুটিয়া
ব্যাঘ্রের বিশাল দেহ—কে ওই আসিল ?
কাহারেগো ভগবান দিলে পাঠাইয়া

(১৩)

রক্ষিতে ভকতে তব ? বন্দুক ফেলিয়া
জনক লইল তুলি বক্ষেব উপরে
সন্তান, চলিল ঘরে, আজ্ঞা প্রদানিয়া
নিজ অনুচরবর্গে, নিতে নিজ ঘবে

(১৪)

মৃত ব্যাঘ্র দাসী সহ   মৃগয়া কারণ
এসেছিল এই বনে, হেরিল অদূরে
ছুটিতেছে ঘন বনে হৃদয়ের ধন
ছুটিছে পশ্চাতে দাসী ঘর্ম্মাক্ত শরীরে।

(১৫)

ছুটেছিল বীর এই দোঁহার পশ্চাতে,
হেরিল বিশাল ব্যাঘ্র বিস্তারি ব্যাদান,
হৃদয়ের ধনে তার এসেছি গিলিতে
অমনি বন্দুক ছুঁড়ি করিল নিধন

(১৬)

ছুটে, শিষ্টে বক্ষে করি আনিল তুলিয়া
জননীর বক্ষে পুনঃ,—প্রেমাশ্রু জীবন
বহিল মায়ের নেত্রে হৃদয় ফাটিয়া
মোহিল ঈশ্বরে স্মরি দ্রবিভূত মন।

শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ সেনের শুভবিবাহোপলক্ষে প্রার্থনা।

উঠুক আনন্দ   ব্যাপিয়া দিগন্ত
আজি এ মধুর দিনে,
আনন্দ জাহ্নবী   উঠুক উছলি
এ দুটি কোমল প্রাণে
স্বর্গের বাতাস   বহুক এখানে,
হাঁসুক দুখানি মুখ;

স্বর্গের কুসুম ফুটুক এখানে,
ভরুক দুইটি বুক
ঝরুক জোছনা আলোক লইয়া
পূর্ণিমা প্রদেশ হ'তে
চির চন্দ্রকলা রহুক ফুটিয়া
দুটি প্রীতিপূর্ণ হৃদে।
ভাসুক পবিত্র যুগল দম্পতী
বিমল সুখের স্রোতে—
ভাসুক পবিত্র যুগল দম্পতী
বিমল শান্তির হ্রদে।
মিশুক একত্রে দুইটি হৃদয়,
সমুদ্র ও গঙ্গা মত;
একত্র হউক পূত প্রাণ দুটি,
যথা—জোছনা চন্দ্রে অনুগত
দুধেতে যেমন রয় ধবলতা
এ দোহে এমনি রো'ক,
কুসুমে যেমন নিবাসে সুবাস
এ দোহে তেমনি হো'ক
সলিলে যেমন রয় শীতলতা
অনলে উষ্ণতা রয়,
তেমনি অপূর্ব্ব মিলনে মিলুক
এ দুটি কম হৃদয়।

ঐ স্নেহাশীর্ব্বাদ ।

বধূকে লক্ষ্য করিয়া—

এস মা সরলা, কুসুম কোমলা,
সদ্ভাব কুসুম পরি,
তোমার পবিত্র পরশে হরষ
উঠিবে আকুল করি
কৌমুদী গ্রথিত, মন্দার মাণিক
তুমি, মা, স্বর্গের মেয়ে,
তব আগমনে শান্তি মন্দাকিনী
উঠিবে দুকূল ছেয়ে
সৌভাগ্য-কোকিল গাইবে নিকুঞ্জে
মালতী উঠিবে ফুটি,
বিনোদিয়া ফুল ফুটিবে বকুল
সুষমা পড়িবে লুটি,
ন্যায় নিষ্ঠা ভরা পূত হৃদে তব
সদ্ভাব কুসুমগুলি,
জ্ঞানের পরশে ফুটিবে ক্রমশঃ
সুবাস লহরী তুলি ।
ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রীতি, পতিব্রতা
রহিবে হৃদয় জুড়ে,
সহায়, সম্পদ, সম্মান, সুযশ
লভিবে, মা, থরে থরে ।

সাবিত্রী সদৃশ সধবা রও, মা,
এই আশীর্ব্বাদ করি।
নির্ম্মল আনন্দ দাও, মা, ঢালিয়া
স্বামীর মানস ভরি।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার রাঙ্গা পিসি মা।

শিক্ষাগুরু

(১)

ভ্রাতৃবর! কোথা এবে রয়েছে এখন?
তোমার আশ্রিতগণ,
করিতেছে আবাহন,
আত্মীয় স্বজনগণ করিছে ক্রন্দন

(২)

মহৎ দেবতা তুমি এ মহামহীতে
ছিলে ওহে মহাশয়,
দয়াময় স্নেহময়,
ভক্তিরসে ডুবি তোমা চিন্তিতে চিন্তিতে

(৩)

চিনেছিলে তুমি দেব চৈতন্য স্বরূপে,
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়,
জগৎ-জনার প্রিয়,
যাঁসব আসিয়াছিল মানবের রূপে

(৪)

এবে তুমি আছ সাধু সুমেরুর শিরে,
যেখানে সোণার ফুলে
সোণালী ভ্রমর খেলে,
সোণার শশাঙ্ক ফুটে স্বর্ণদীর নীরে।

(৫)

দেবতার সনে তুমি দেবত্ব লভিয়া
রহিয়াছ দেবপুরে,
তা'কি আর বুঝে নরে,
কেবল তোমারে খোঁজে কাঁদিয়া কাঁদিয়া

(৬)

আমি কিন্তু দেখি তোমা যথা ফুলকুল
ফুলের পরাগগুলি,
মাথে মাখি তুলি তুলি,
শুনি তব স্বরে নদী করে কুল কুল

(৭)

প্রভাকর প্রভাভরা নেহারি তোমারে,
চাঁদেও তোমারি রূপ,
হেরি আমি অপরূপ,
আলোতেও হেরি হেরি গভীর আঁধারে।

(৮)

অন্তর ত হেরিতেছে হয়ে অন্তর্যামী,
দুর্ব্বলের দাও বল,
তুমি যে ভক্তবৎসল,
ভক্তশিষ্য আমি তব, শিক্ষাগুরু তুমি।

সুমতির বিবাহে।

(১)

জড়াইয়া স্নেহ-ডোরে, বসাইয়া স্নেহ-ক্রোড়ে,
পেলেছি তোমায়,
পূর্ণ করি দশ বর্ষ, দিছি সুখ, দিছি হর্ষ,
যত মন চায়।

(২)

আমাদেরি কচি মেয়ে, ছিলি আমাদেরি হয়ে
একান্ত আপন,
একাগুচে, এক গোত্রে, ছিলি এক কর্ম্মক্ষেত্রে,
জড়িত জীবন

(৩)

মঙ্গল উৎসব ব্যাপি, হুলু ধ্বনি উঠে কাঁপি,
কাঁপে এ হৃদয়,
কত হর্ষ, কত হাসি, কত পুষ্প রত্ন রাশি,
চারি দিক্‌ময়

(৪)

তথাপি কেন এ চখে, জল আসে থেকে থেকে,
হয় ভাবান্তর,
মনে হয় হলি পর হয়ে গেলি গোত্রান্তর
দুর দুরান্তর

(৫)

মা—জীবনের লক্ষ্য মুখে, মহা কর্ত্তব্যের দিকে,
চলেছ এবার,

ঢেলে দাও প্রাণ মন, কর আত্ম-বিতরণ,
মুক্ত কর দ্বার।

(৬)

মহানের উপলক্ষে, পূর্ণাহুতি প্রেম-যজ্ঞে,
কর সমাপন
লভ বিশ্বজয়ী আশা, ঢাল বিশ্বে ভালবাসা,
শূন্য করি মন

(৭)

অদৃষ্টে করিয়া ভর, চিনিতে নূতন ঘর,
যাও প্রিয় ধন,
মম স্নেহ তব সঙ্গে, যাইবে সোহাগ বঙ্গে,
করি অন্বেষণ

(৮)

কঠোর সংসার মাঝে, কঠোর কর্ত্তব্য কাজে,
রও অবিচল,
লও দেব-পরসাদ, লও মাতৃ-আশীর্ব্বাদ,
পাতি করতল।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মা—

অর্চ্চনা।

পূজিতে আসিয়াছিনু, পূজিলাম শ্রীচরণ—
ওহে দেব দয়াময়! দয়া কর বিতরণ
তোমার আশীষে যেন নির্ম্মাল্য কুসুমগুলি
সর্ব্বত্র গৃহীত হয়, পরম পবিত্র বলি।

সমাপ্ত।

23 MAY 1910